বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২৬-১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন

১৪২৬-১৪২৭ বঙ্গাব্দ

২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদের দফা (১) অনুসারে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২০ সালের (১৪২৬-১৪২৭ বঙ্গাব্দ) বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি।

সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুসারে কোন স্মারকলিপি না থাকায় এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হলো না।

বিনীত

[মোঃ সোহরাব হোসাইন]
চেয়ারম্যান

[মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা]
সদস্য

[কাজী সালাহ্‌উদ্দিন আকবর]
সদস্য

[মোঃ ফজলুল হক]
সদস্য

[অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম]
সদস্য

[ফয়েজ আহম্মদ]
সদস্য

[ও. এন. সিদ্দিকা খানম]
সদস্য

[নূরজাহান বেগম *এনডিসি*]
সদস্য

[প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক]
সদস্য

[আবদুল মান্নান]
সদস্য

[এস. এম. গোলাম ফারুক]
সদস্য

[বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*]
সদস্য

[মোঃ শামীম আহসান]
সদস্য

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন
২৮ পৌষ ১৪২৭/১২ জানুয়ারি ২০২১

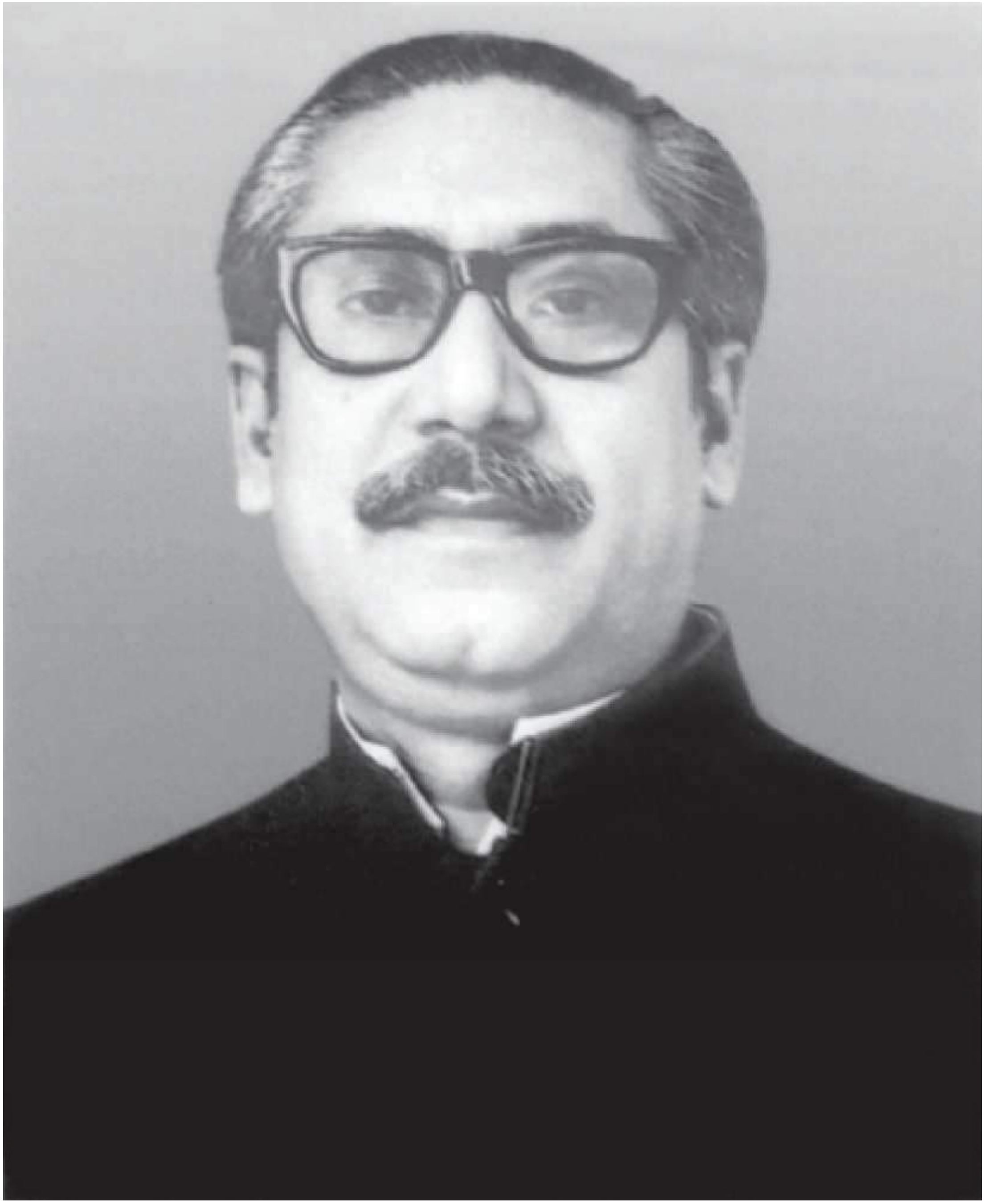

'সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে সোনার মানুষ চাই। আর সকলে মিলে কঠোর পরিশ্রম করে ভাবী বংশধরদের এক সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে হবে।'

—জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের মাহেন্দ্রক্ষণে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্বাধীনতার পর পরই ৮ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে জাতির উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা ও জনসেবাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের পূর্বেই জাতির পিতা সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে তা সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়। সবক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি দেশপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়ন এই কমিশনের অন্যতম প্রধান সাংবিধানিক দায়িত্ব।

কমিশনের দায়িত্বপালনে কমিশনকে মূল্যবান উপদেশ, পরামর্শ প্রদান করায় এবং যথাসময়ে কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়োগদান করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে কমিশনকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ সন্তান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪১ এর দফা (১) অনুসারে প্রতিবছরের ন্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনে ২০২০ সালে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

কমিশন ক্যাডার ও নন-ক্যাডারের বিভিন্ন পদের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর বিভিন্ন ধাপে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী যাচাই করে সুপারিশ প্রণয়ন করে থাকে। বর্তমান কমিশন প্রতিবছর নিয়মিত বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি এবং প্রতিবছরে ন্যূনতম একটি বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফলও প্রকাশ করছে। ২০২০ সালে ৩৮তম বি.সি.এস. হতে বিভিন্ন ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য ২২০৪ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ৪টি বি.সি.এস. পরীক্ষার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম গ্রেড-১৩তম গ্রেড] পদে বিপুল সংখ্যক প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে ৫২১ জন এবং নন-ক্যাডার ২য় শ্রেণির পদে ৭২৭৯ জনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে দ্রুত জনবল নিয়োগ জরুরি হয়ে পড়ে। সে সময় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন লকডাউনের মধ্যে সমস্ত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর মেধাতালিকা হতে আরও ২০০০ জনকে বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে। তাছাড়াও সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে ৫০৫৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে, যা কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা জোরদার করতে ভূমিকা রাখছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে ‘নো মাস্ক নো সার্ভিস’ নীতির ভিত্তিতে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সকল কার্যক্রম চলমান রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণসহ কমিশন ভবনের মূল ফটকে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও পরিচালনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ যে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেছে সে জন্য কমিশন তাদেরসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। দেশের বিভিন্ন সার্ভিসের স্বনামধন্য সাবেক ও কর্মরত পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, খ্যাতিমান সাংবাদিক, গবেষক, সুশীল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং সারা দেশের মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দ যাঁরা সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনকে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলোচ্য বছরে বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়সহ যে সব মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান থেকে কমিশন সহযোগিতা পেয়েছে তার জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে তাঁদেরকেও ধন্যবাদ।

করোনাকালীন প্রতিকূল অবস্থা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে সরকারী কর্ম কমিশনের সকল সহকর্মী প্রশংসার্হ দায়িত্ববোধের সাথে কর্ম সম্পাদন করেছেন। বিশেষ করে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ যে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা নিয়ে যাবতীয় নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করেছেন সে জন্য তাঁদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে আলোচ্য বছরে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন এবং যারা করোনাকালীন বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রস্তুত করে সাংবিধানিক ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২০ কমিশনের বিভিন্ন ইউনিট ও শাখা থেকে সম্পাদিত কার্যক্রমের সমন্বয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তথ্য উপাত্ত সন্নিবেশনে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল থাকলে পরবর্তী প্রতিবেদনে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান দেশের জনপ্রতিনিধি, পদস্থ ব্যক্তি, পেশাজীবী, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, গবেষক ও উৎসাহী পাঠকের জন্য কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কিত তথ্য ব্যবহারে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করি।

২০২০ সাল জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় প্রজাতন্ত্রের জন্য নিবেদিতপ্রাণ, দেশপ্রেমিক ও যোগ্য কর্মীবাহিনী নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে কর্ম কমিশন তাঁর দায়িত্ব পালনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

তারিখ : **১১** ফেব্রুয়ারি **২০২১**

[মোঃ সোহরাব হোসাইন]
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

২০২০ সালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

কমিশনে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী "মুজিববর্ষ" উদ্‌যাপন

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য বছরব্যাপী মোট ৭টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। মার্চ মাস থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৭.০৩.২০২০ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৬.০৩.২০২০ তারিখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ১৫.০৮.২০২০ তারিখে জাতীয় শোক দিবস এবং ১৬.১২.২০২০ তারিখে মহান বিজয় দিবস পালনের কার্যক্রম সীমিত আকারে সম্পন্ন হয়েছে।

- কর্ম কমিশন কর্তৃক মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য গৃহীত ৭টি কার্যক্রমের মধ্যে স্থগিতকৃত ***"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সরকারি চাকরিজীবীদের নৈতিকতা, শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অধিক চর্চা"*** শীর্ষক সেমিনার ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ জুম প্লাটফর্মে সম্পন্ন হয়েছে।

কর্ম কমিশন ভবনে বঙ্গবন্ধু আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনে আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলছে। জাতির পিতার হাতে গড়া আজকের এই বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করেন। কর্ম কমিশন গঠনে বঙ্গবন্ধুর অবদানকে স্মরণীয় রাখতেই এই আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। উক্ত আর্কাইভে বঙ্গবন্ধুর জীবনচরিত, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দলিলপত্র, কর্ম কমিশন সংশ্লিষ্ট আইন/রেগুলেশন/বিধি-বিধান, সার্কুলার, গুরুত্বপূর্ণ পত্র ইত্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

কর্ম কমিশন কর্তৃক বি.সি.এস. (ক্যাডার) ও নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে নিয়োগ এবং পদোন্নতির সুপারিশ

- ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে মোট ২২০৪ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান।

- বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর মেধা তালিকা হতে আরও ২০০০ জনকে বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান।

- ৩৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম ও ১২তম, ১৩তম গ্রেড] পদে ১৬৭ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান।

- ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে ৯৫৮ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান।

- সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যাডার বহির্ভূত ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডে ৫২১ জন এবং ১০ম গ্রেডে ৭২৭৯ জন সর্বমোট ৭৮০০ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ১৯৩৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস. (ক্যাডার), পদোন্নতি, বিভাগীয় ও নন-ক্যাডার বিভিন্ন পরীক্ষা

- ৩৮তম বি.সি.এস. এর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৪০তম বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এবং ফলাফল প্রকাশের কার্যক্রম চলমান।
- ৪১তম বি.সি.এস. এ ৪,০৪,৬৫১ জন প্রার্থীর প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
- ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। MCQ ধরণের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
- ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।
- বি.সি.এস. পরীক্ষাসহ মোট ৮৯টি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ০১টি বাছাই পরীক্ষা, ১৪টি লিখিত পরীক্ষা, ০২টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ২২ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ১০ম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে ০৩টি বাছাই পরীক্ষা, ১৬টি লিখিত পরীক্ষা, ০৪টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ১৯ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।
- বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতির লক্ষ্যে ০১টি ক্যাডার এবং ০১টি এক্স ক্যাডার পদে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণ কক্ষে প্রশ্নপত্র মুদ্রণের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণ

প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার [ইন্টারনেট সংযোগবিহীন] এবং প্রিন্টারের সমন্বয়ে কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণ কক্ষে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে আলোচ্য বছরে মোট ৩৪টি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যক্রমের ওপর কর্ম কমিশন কর্তৃক প্রদেয় মতামত

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে প্রাপ্ত শৃঙ্খলাজনিত মোট ৬৪টি বিভাগীয় মামলায় কমিশনের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ওপর কমিশনের মতামত

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৪টি নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধন বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে।

বিভাগীয় নির্বাচন নিয়োগ কমিটিতে কমিশনের প্রতিনিধিত্ব

- নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ-কে সহায়তার জন্য বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ১,৬৩৯টি সভায় কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের লক্ষ্যে কমিশন সভা

- কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে মোট ১৪টি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নতুন উদ্যোগ

- বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি অবস্থায় নিয়োগের জন্য দ্রুত সুপারিশ প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য বি.সি.এস. পরীক্ষাসহ অন্যান্য নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র নিরীক্ষণের জন্য নীতিমালা পরিবর্তন করে কমিশনের কর্মকর্তাদের নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
- প্রতিটি বি.সি.এস. ১ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে।

- বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম এবং ১৩তম গ্রেড] পদে সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদনকারী সকল প্রার্থীর আবেদনের হার্ডকপি ইতঃপূর্বে জমা নেওয়া হতো। এতে বিভিন্ন কারণে সুপারিশপ্রাপ্ত না হলেও কষ্ট করে কমিশনে এসে প্রার্থীদের তা জমা দিতে হতো। বর্তমানে শুধু সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনের হার্ডকপি জমা নেওয়া হচ্ছে।

- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় হ্রাস করার লক্ষ্যে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিকট হতে মৌখিক পরীক্ষার দিন সাক্ষাৎকার বোর্ডে আবেদনপত্র ও প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস জমাদান এবং বোর্ডেই তাৎক্ষণিকভাবে আবেদনপত্র ও ডকুমেন্টস যাচাই বাছাই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে প্রার্থীদের সময় এবং অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

- নন-ক্যাডার পরীক্ষাসমূহের উত্তরপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংরক্ষণের জন্য Inventory Management System প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে উত্তরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ মালামালের স্টক সংরক্ষণ, স্টক চেকিং ও সংশ্লিষ্ট ইউনিটসমূহে বিতরণ ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল ও সহজতর হয়েছে।

- উত্তরপত্র সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রথম বারের মতো অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষার উত্তরপত্র হালকা নীল রঙের এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার উত্তরপত্র হালকা সবুজ রঙের মুদ্রণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণে ব্যয়িত সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের জন্য সকল ক্যাডারের ১ম ও ২য় পত্রের অভিন্ন সিলেবাস সংবলিত বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা এবং সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় ব্যবহারের জন্য লিথোকোডযুক্ত খাতা [উত্তরপত্র] ও.এম.আর. ফরম-এ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ০৬ (ছয়) ডিজিটের পরিবর্তে ০৮ (আট) ডিজিট করা হয়েছে। এতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ক্যাডারভিত্তিক প্রস্তুত হওয়াতে বাছাই প্রক্রিয়া এবং ফলাফল প্রক্রিয়ায়ণ অধিকতর সহজ হবে। এছাড়া অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষার আবেদনপত্র ২০১৩ সাল থেকে অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে।

- কমিশন সচিবালয়ের কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইনোভেশন টিম পুনর্গঠন করা হয়েছে।

- বি.সি.এস.সহ বিভিন্ন পরীক্ষার ফর্ম Fill up করার বিষয়ে ৫ মিনিটের ভিডিও চিত্র নির্মাণপূর্বক প্রদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- কমিশন সচিবালয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে পদোন্নতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল প্রস্তাবসমূহ আসে যেমন: সরাসরি নিয়োগ, পদোন্নতি, বিধিমালার ওপর মতামত, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়মিতকরণ ইত্যাদির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনার জন্য বিদ্যমান চেকলিস্টসমূহ রিভিউ করে অটোমেশন পদ্ধতিতে সম্পন্নকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের বিষয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে।

- করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সেবা গ্রহণে কমিশন সচিবালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হয়।

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যথাযথ মনোসংযোগের সাথে অফিস কার্য সম্পাদন করার সুবিধার্থে Day Care Centre স্থাপনের কার্যক্রম চলমান।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের গ্রেড-১৩তম থেকে গ্রেড-২০তম পর্যন্ত [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] পদে নিয়োগের সুপারিশ কর্ম কমিশনের মাধ্যমে পূরণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২০' এবং 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা-২০২০' জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ

- কমিশন ভবনে স্থাপিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা ***সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের*** ম্যুরালের আধুনিকায়ন করা হয়েছে।
- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়কে স্মরণ করতে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্বে সকল ক্ষেত্রে 'বীর' শব্দ ব্যবহার করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতিকথা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই সংগ্রহ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণীয় করে রাখতে কমিশনের প্রবেশমুখের পূর্ব পার্শ্বের দেয়াল টেরাকোটার মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালায় সজ্জিত করা হয়েছে।
- **১৯৭১** সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে (কমিশন চত্বরে) ***মৃত্যুঞ্জয়ী*** স্মৃতিস্তম্ভের নিয়মিত পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের কার্যক্রম চলমান।
- কমিশন ভবনে স্থাপিত স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাপঞ্জির ছবি ও ইতিহাস সংবলিত ***মুক্তির পথযাত্রার*** আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাস মহামারী মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রম

- করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে **নো মাস্ক নো সার্ভিস** নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কমিশন সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।
- কমিশন ভবনের প্রবেশ পথে জীবাণুমুক্ত করার জন্য মূল ফটকে জীবাণুনাশক টানেল স্থাপন করা হয়েছে।
- কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মাঝে নিয়মিত স্বাস্থ্য সুরক্ষা-সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ২৫.০২.২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিজস্ব ভবন উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ৭ তলা বিশিষ্ট ভবনটির ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ *"ঢাকাস্থ শেরেবাংলা নগরে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম-১১তলা] [৩য় পর্যায়]"* শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় চলমান রয়েছে যা বর্তমান অর্থ বছরে [২০২০-২০২১] সমাপ্ত হবে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন ২১.০৯.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যানের সৌজন্য সাক্ষাত।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব ফয়েজ আহম্মদ ০৭.০১.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম* ০৭.০১.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব ও. এন. সিদ্দিকা খানম ২৭.০২.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ শামীম আহসান ০৪.১০.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট শপথ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

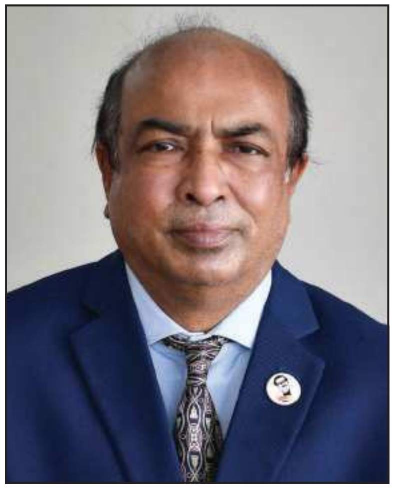

মোঃ সোহরাব হোসাইন
চেয়ারম্যান

মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা
সদস্য

নূরজাহান বেগম *এনডিসি*
সদস্য

কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর
সদস্য

প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক
সদস্য

মোঃ ফজলুল হক
সদস্য

আবদুল মান্নান
সদস্য

অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম
সদস্য

এস. এম. গোলাম ফারুক
সদস্য

ফয়েজ আহম্মদ
সদস্য

বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*
সদস্য

ও. এন. সিদ্দিকা খানম
সদস্য

মোঃ শামীম আহসান
সদস্য

২০২০ সালে কর্ম কমিশনে অবসরজনিত কর্মাবসান

ড. মোহাম্মদ সাদিক
চেয়ারম্যান
[০২.০৫.২০১৬–১৮.০৯.২০২০]

কামাল উদ্দিন আহমেদ
সদস্য
[১৭.০২.২০১৬–০২.০১.২০২০]

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
সদস্য
[২৫.০১.২০১৫–২৪.০১.২০২০]

প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ
সদস্য
[২৫.০১.২০১৫–২৪.০১.২০২০]

অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন
সদস্য
[০৪.০৫.২০১৫–০৩.০৫.২০২০]

শেখ আলতাফ আলী
সদস্য
[১৮.১১.২০১৫–১৭.১১.২০২০]

কমিশন ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ম্যুরালের পাদদেশে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব।

কমিশন ভবনের প্রবেশমুখে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিব।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধকল্পে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠিত কমিশন সভা।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো	১-৮
দ্বিতীয় অধ্যায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন	৯-২৭
তৃতীয় অধ্যায় পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন	২৮-৩৪
চতুর্থ অধ্যায় আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান	৩৫-৩৭
পঞ্চম অধ্যায় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ	৩৮-৪৬
ষষ্ঠ অধ্যায় সরকারি কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম	৪৭-৫৩
সপ্তম অধ্যায় নিয়োগবিধি ও জ্যেষ্ঠতা	৫৪-৫৯
অষ্টম অধ্যায় মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি সংস্থাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান	৬০-৬১
নবম অধ্যায় কমিশনের বাজেট	৬২-৬৮
দশম অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালা	৬৯
একাদশ অধ্যায় শিক্ষা সফর	৭০
দ্বাদশ অধ্যায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অনুসৃত উত্তমচর্চা	৭১
ত্রয়োদশ অধ্যায় বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফলের গবেষণা প্রতিবেদন	৭২-১৩৪
চতুর্দশ অধ্যায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দিবসওয়ারি সম্পাদিত কার্যক্রম	১৩৫-১৬৪
পঞ্চদশ অধ্যায় জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও সরকারী কর্ম কমিশন	১৬৫-১৭০
ষোড়শ অধ্যায় কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র	১৭১-১৮০
সপ্তদশ অধ্যায় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন	১৮১-১৯৪

সূচিপত্র

বিষয়	সারণি	পৃষ্ঠা	লেখচিত্র ও পৃষ্ঠা
নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী ২৯তম বি.সি.এস. থেকে ৩৮তম বি.সি.এস. পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.১	১৬	২.১ ১৭
সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১১—২০২০ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	২.২	২০	২.২ ২১
বিভিন্ন সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী	২.৩	২৩	২.৩ ২৫
২০১১—২০২০ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান	৩	২৯	৩ ৩১
অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান	৫.১	৩৮	৫.১ ৩৯
সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান	৫.২	৪২	৫.২ ৪৩
বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের বিবরণ (২০১২—২০২০)	৬	৫০	৬ ৫১
২০১১—২০২০ সাল পর্যন্ত নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশের পরিসংখ্যান	৭	৫৫	৭ ৫৭
২০২০ সালে বিভিন্ন খাতে আয়	৯.১	৬২	
২০২০ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়	৯.২	৬২-৬৫	
বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ	৯.৩	৬৫	৯ ৬৭
৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.১	৭৭	১৩.১ [ক] ১৩.১ [খ] ৭৯,৮১

সূচিপত্র

বিষয়	সারণি	পৃষ্ঠা	লেখচিত্র ও পৃষ্ঠা
৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.২	৮৩-৮৪	১৩.২ ৮৫
৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.৩	৮৭-৮৯	১৩.৩ ৯১
৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.৪	৯৩-৯৬	১৩.৪ ৯৭
৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.৫	৯৯	১৩.৫ ১০১
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ	১৩.৬	১০৩	১৩.৬ ১০৫
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.৭	১০৭	১৩.৭ ১০৯
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বণ্টনকৃত সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান	১৩.৮	১১১	১৩.৮ ১১৩
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান	১৩.৯	১১৫	১৩.৯ ১১৭
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মেধা ও কোটাভিত্তিক পরিসংখ্যান	১৩.১০	১১৯	১৩.১০ ১২১
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে পুরণকৃত শূন্য পদ, যোগ্য আবেদনকারী এবং প্রার্থী মনোয়নে ব্যয়িত সময়ের বিস্তারিত পরিসংখ্যান	১৩.১১	১২৩	১৩.১১ ১২৫
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের পরিসংখ্যান	১৩.১২	১২৭	১৩.১২ ১২৯
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক পরিসংখ্যান	১৩.১৩	১৩১	১৩.১৩ ১৩৩

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৯৭২–২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও কার্যকাল	১৯৫
পরিশিষ্ট-১	
১৯৭২-২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল	১৯৬-২০২
পরিশিষ্ট-১(ক)	
২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা	২০৩-২০৬
পরিশিষ্ট-১(খ)	
২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা	২০৭-২১০
পরিশিষ্ট-১(গ)	
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)	২১১-২১২
পরিশিষ্ট-১(ঘ)	
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)	২১৩-২১৪
পরিশিষ্ট-১(ঙ)	
প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিবরণ (ক্যাডার)	২১৫-২১৬
পরিশিষ্ট-২	
৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ [বিশেষ] বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	২১৭-২২৪
পরিশিষ্ট-২(ক)	
৩৭তম বিসিএস পরীক্ষায় সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সুপারিশের পরিসংখ্যান	২২৫-২২৬
পরিশিষ্ট-২(খ)	
বাছাই, লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	২২৭-২৩০
পরিশিষ্ট-৩	
লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	২৩১-২৩৮
পরিশিষ্ট-৩(ক)	
শুধু সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশের বিবরণ	২৩৯-২৪১
পরিশিষ্ট-৩(খ)	
পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের বিবরণ	২৪২-২৬৫
পরিশিষ্ট-৪	

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	২৬৬
পরিশিষ্ট-৫	
এডহক চাকরি নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৮৩ সংশোধনী-২০০৫ অনুযায়ী এডহক চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	২৬৭
পরিশিষ্ট-৫(ক)	
সরকারের ২০ জুন ২০০৫ তারিখের নিয়মিতকরণ বিধিমালা অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশের বিবরণ	২৬৮-২৭০
পরিশিষ্ট-৫(খ)	
সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫/২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী কমিশনের সুপারিশের বিবরণ	২৭১-২৮৩
পরিশিষ্ট-৬	
নিয়োগবিধির কাঠামো গঠন, সংশোধন ও বিভিন্ন চাকরির শিক্ষাগত যোগ্যতার মান নির্ধারণ বিষয়সমূহ	২৮৪-২৮৫
পরিশিষ্ট-৭	
জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ	২৮৬
পরিশিষ্ট-৮	
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রথম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে পূরণযোগ্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল ও নন-টেকনিক্যাল (৯ম এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেড) পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা এবং বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস ও নম্বরবণ্টন	২৮৭-২৯৩
পরিশিষ্ট-৯	

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো

১.১. গঠন ও আইনগত ভিত্তি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭—১৪০ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের গঠন, চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ, চেয়ারম্যান ও সদস্য পদের মেয়াদ ও কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আদেশ (রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ) জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করেন।

১৯৭৭ সালে The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (Ordinance No. LVII of 1977) জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ম কমিশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮, ১৩৭—১৪১ ও ১৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের বিধান, The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (সংশোধনীসহ) এবং The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংক্রান্ত উক্ত অধ্যাদেশে চেয়ারম্যানসহ সর্বনিম্ন ৬ জন এবং সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে।

১.২. কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০-১৪১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব বর্ণিত আছে :

“১৪০। (১) কোন সরকারী কর্ম কমিশনের দায়িত্ব হইবে

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা-পরিচালনা;

(খ) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন বিষয় সম্পর্কে কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হইলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত কোন বিষয় কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হইলে সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে উপদেশদান; এবং

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্বপালন।

(২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইন এবং কোন কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কোন প্রবিধানের (যাহা অনুরূপ আইনের সহিত অসমঞ্জস নহে) বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে কোন কমিশনের সহিত পরামর্শ করিবেন :

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাহাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি;

(খ) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, উক্ত কর্মের এক শাখা হইতে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতিদান বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ;

(গ) অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলীকে প্রভাবিত করে, এইরূপ বিষয়াদি; এবং

(ঘ) প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি।”

“১৪১। (১) প্রত্যেক কমিশন প্রতি বৎসর মার্চ মাসের প্রথম দিবসে বা তাহার পূর্বে পূর্ববর্তী একত্রিশে ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরে স্বীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্টের সহিত একটি স্মারকলিপি থাকিবে, যাহাতে

(ক) কোন ক্ষেত্রে কমিশনের কোন পরামর্শ গৃহীত না হইয়া থাকিলে সেই ক্ষেত্র এবং পরামর্শ গৃহীত না হইবার কারণ; এবং

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে কমিশনের সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল অথচ পরামর্শ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র এবং পরামর্শ না করিবার কারণ সম্বন্ধে কমিশন যতদূর অবগত, ততদূর লিপিবদ্ধ করিবেন।”

১.৩. চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। কমিশনের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য হবেন ২০ বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সরকারের কর্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন ব্যক্তিবর্গ। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ৫ বছর বা তাঁর পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া—এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সে পর্যন্ত কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি বা কারণে অপসারিত হতে পারেন সেরূপ পদ্ধতি বা কারণ ব্যতীত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অপসারণ করা যায় না।

২০২০ সালে কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের নাম এবং কার্যকাল

নাম	পদের নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন	চেয়ারম্যান	২১.০৯.২০২০	বর্তমান
ড. মোহাম্মদ সাদিক	চেয়ারম্যান	০২.০৫.২০১৬	১৮.০৯.২০২০
জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	সদস্য	১৭.০২.২০১৬	০২.০১.২০২০
জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সদস্য	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ	সদস্য	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	সদস্য	০৪.০৫.২০১৫	০৩.০৫.২০২০
শেখ আলতাফ আলী	সদস্য	১৮.১১.২০১৫	১৭.১১.২০২০
জনাব মো: শাহজাহান আলী মোল্লা	সদস্য	২৩.০৮.২০১৭	বর্তমান
নূরজাহান বেগম *এনডিসি*	সদস্য	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর	সদস্য	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
প্রফেসর মো: হামিদুল হক	সদস্য	০৮.০৩.২০১৮	বর্তমান
জনাব মো: ফজলুল হক	সদস্য	২৮.০৫.২০১৮	বর্তমান
জনাব আবদুল মান্নান	সদস্য	২৪.০৬.২০১৮	বর্তমান
অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম	সদস্য	১৬.০৭.২০১৮	বর্তমান
জনাব এস. এম. গোলাম ফারুক	সদস্য	১৫.০৯.২০১৯	বর্তমান
জনাব ফয়েজ আহম্মদ	সদস্য	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*	সদস্য	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
জনাব ও. এন. সিদ্দিকা খানম	সদস্য	২৭.০২.২০২০	বর্তমান
জনাব মোঃ শামীম আহসান	সদস্য	০৪.১০.২০২০	বর্তমান

[**বি: দ্র:-** ১৯৭২—২০২০ সময়কালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের তথ্য পরিশিষ্ট-১ ও পরিশিষ্ট-১ (ক)]

১.৪. কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক অবস্থান

প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড এবং তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশসহ চাকরির শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানের জন্য সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গঠন করা হয়েছে।

- সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করতে পারে।

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৮ (খ) (গ) মোতাবেক সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় সরকারের সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত (Charges on Consolidated Fund) ব্যয় থেকে নির্বাহ করা হয়।

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কার্যভারকালে তাঁদের পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোন তারতম্য করা যাবে না যা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে।

- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন।

- The Members of The Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) Act, 1974 এর Section 3 এর সংশোধন ও Section 3A এর প্রতিস্থাপন করে ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা এখনও সংগতিপূর্ণ নয়, যা সমরূপ হওয়া সমীচীন।

- সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রতিবছর কমিশন কর্তৃক পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়।

১.৫. কর্ম কমিশনের সভা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশন সাধারণ সভা এবং প্রয়োজনে বিশেষ সভায় মিলিত হয়ে থাকেন। সাধারণ সভায় কমিশনের কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন, কমিশনের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, নীতি প্রণয়ন, কমিশনের বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিশেষ সভা মূলত নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বি.সি.এস. অথবা অন্যান্য নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ, প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল নির্ধারণ, লিখিত পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল অনুমোদন, বিদ্যমান বিধি-বিধান ইত্যাদি বিষয় কমিশনের বিশেষ সভায় আলোচনা করা হয়। ২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ১৪টি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.৬. কর্ম কমিশনের প্রশাসনিক কাঠামো

কর্ম কমিশনের প্রশাসনিক কাজ সম্পাদনের জন্য ১৯৮৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিভাগের মর্যাদায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় গঠন করা হয়। সরকারের একজন সচিব বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের মঞ্জুরিকৃত জনবলের সংখ্যা ৫৮৭ জন ও আউটসোর্সিং জনবলের সংখ্যা ৩১ জন। মঞ্জুরিকৃত জনবলের মধ্যে প্রথম শ্রেণির পদ ১৩৬টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১১৩টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৯৫টি ও আউটসোর্সিং ০৭টি এবং চতুর্থ শ্রেণির ১৪৩টি ও আউটসোর্সিং ২৪টি। বর্তমানে কর্মরত পদসংখ্যা প্রথম শ্রেণি ৯৫টি, দ্বিতীয় শ্রেণি ৯৮টি, তৃতীয় শ্রেণি ১৩৫টি (০৭টি আউটসোর্সিংসহ) ও চতুর্থ শ্রেণি ১২৩টি (২৪টি আউটসোর্সিংসহ)। কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য কমিশন সচিবালয়ে বর্তমানে ১৩টি ইউনিট ছাড়াও প্রশাসন শাখা, হিসাব শাখা, বি.সি.এস. পরীক্ষা শাখা, নন-ক্যাডার পরীক্ষা শাখা, লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন শাখা, জনসংযোগ শাখা, গবেষণা ও পরিসংখ্যান শাখা, আইন শাখা, বাজেট শাখা ও তথ্য-প্রযুক্তি (আইটি) শাখা রয়েছে। কমিশনের কাজের গুরুত্ব ও নিরাপত্তা বিবেচনায় রেখে দ্রুত সময়ে ফলাফল প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে একটি ক্যাডার এবং একটি নন-ক্যাডার ডিজিটাল রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের জন্য একটি প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

১.৭. কর্ম কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

ক. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম - ১১ তলা] [৩য় পর্যায়] প্রকল্প

শেরেবাংলা নগর আগারগাঁওস্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মূল ভবনের নতুন চারটি ফ্লোর নির্মাণ/বৃদ্ধির জন্য "বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ [৮ম - ১১তলা পর্যন্ত]" [৩য় পর্যায়] [১ম সংশোধনী] শীর্ষক একটি প্রকল্প গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল আগস্ট ২০১৬ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটির সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য ৭২,৮৬,৫১,০০০/-(বাহাত্তর কোটি ছিয়াশি লক্ষ একান্ন হাজার) টাকা। প্রকল্পটিতে সামগ্রিক ব্যয় হয়েছে ৫৮৯৫.২৫৮ লক্ষ (আটান্ন কোটি পঁচানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত) টাকা এবং মোট আর্থিক অগ্রগতি ৮১%। চলতি ২০২০-২১ অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পটির এডিপির বরাদ্দ ৫০০ লক্ষ (পাঁচ কোটি) টাকা। এই প্রকল্পটিতে জুলাই ২০২০ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট অর্থ ব্যয় হয়েছে ২৪৭.৫০ লক্ষ (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। প্রকল্পটি জুন ২০২১-এ সমাপ্ত হবে।

খ. 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প

'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পটি গত ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি [একনেক] এর সভায় মোট ১,২৬,৯০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ও জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত [৪ বছর] মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে [চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট] বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন [বিপিএসসি] সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ এবং কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পন্নকরণসহ কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় কর্ম কমিশন সচিবালয়ের রাজশাহী ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের জন্য যথাক্রমে ০.৫০ ও ০.৬০ একর জমির দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে রাজশাহী এবং ০২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ০.৪০ একর জমির অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করে বরিশাল জেলা প্রশাসক কর্তৃক জমির সীমানা নির্ধারণপূর্বক গত ০৫.১০.২০২০ তারিখে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের নিকট জমির দখল বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিগ্রহণকৃত জমির ডিজিটাল সার্ভে ও সয়েল টেস্ট সম্পন্ন হওয়ার পর ভবনের নকশা চূড়ান্ত করে অফিস ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের জন্য ০.৫৬ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ সিলেট জেলা প্রশাসকের অনুকূলে পরিশোধ করা হয়েছে। সিলেট জেলা প্রশাসক কর্তৃক অধিগ্রহণের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে ডিজিটাল সার্ভে ও সয়েল টেস্টসহ ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের জন্য ০.৬৮১৫ একর জমি দীর্ঘমেয়াদি বন্দোবস্ত গ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। রংপুর জেলা প্রশাসক কর্তৃক দ্রুত জমি হস্তান্তরের পর ডিজিটাল সার্ভে ও সয়েল টেস্টসহ ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ০.৩৭৫০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন পাওয়া গেছে। খুলনা জেলা প্রশাসক কর্তৃক দ্রুত অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ০.৪৫ একর জমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনের জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ০৫.১০.২০২০ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদনের পর চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক কর্তৃক দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

১.৮. কমিশন সচিবালয়ের যানবাহন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের TO&E-তে ০২টি জিপ, ১৭টি কার, ১৭টি মাইক্রোবাস, ০৩টি পিকআপ, ০৩টি মিনিবাস এবং ০৪টি মটর সাইকেল অন্তর্ভুক্ত আছে। কমিশন সচিবালয়ের যানবাহনসমূহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত প্রেস, বিভিন্ন পরীক্ষার হলসহ বিবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান বছরে কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার সংখ্যা এবং কাজের পরিধি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশনের কাজে গতি আনয়নে এসব যানবাহনের ব্যবহার সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

১.৯. অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কার্যক্রম সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদির মধ্যে ১৫টি কম্পিউটার, ১৫টি প্রিন্টার, ০১টি Heavy Duty কালার প্রিন্টার, ০৫টি স্ক্যানার, ১১টি ল্যাপটপ, ০২টি Digital Signature Pad, ০৫টি USB Portable hard disk, ০২টি ১.৫ টন বিশিষ্ট ক্যাসেট টাইপ এয়ারকুলার, ০১টি রেফ্রিজারেটর, ০১টি ছবি তোলার ক্যামেরা ও ক্যামেরা লেন্স, ০১টি টিভি মনিটর ও ০৪টি স্টেনো টেলিফোন সেট ক্রয় করা হয়েছে।

এছাড়াও আসবাবপত্রের মধ্যে ০৯টি কম্পিউটার চেয়ার, ১১টি কম্পিউটার টেবিল, ১৭টি কাঠের চেয়ার, ০১টি বুক সেলফ, ১৪টি ভিজিটর চেয়ার, ০৫টি স্টিলের র‍্যাক, ০৪টি সেন্টার টেবিল, ০৬টি কোট স্ট্যান্ড, ০১টি পাদানি, ০৪টি হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ০১টি ড্রয়ার ইউনিট, ০২টি পার্টিশন, ০৪টি রিভলভিং চেয়ার, ০২ সেট সোফা, ০৩টি সাইড টেবিল, ০১টি ছোট টেবিল ও ০৫টি স্টিলের আলমারি ক্রয় করা হয়েছে। আরো কিছুসংখ্যক কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জামাদি এবং আসবাবপত্র ইত্যাদি ক্রয়ের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১.১০. কর্ম কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে কমিশন সচিবালয়ের ০৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় রয়েছে। বর্তমানে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০৩ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৫ জনসহ মোট ১০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটির জন্য বর্তমানে প্রথম শ্রেণির ০২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির ০২ জন, তৃতীয় শ্রেণির ০২ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির ০৩ জনসহ মোট ০৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ কর্ম কমিশনের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.১১. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের লাইব্রেরি

কর্ম কমিশন ভবনের তৃতীয় তলায় ১,৬৪৬ বর্গফুট জায়গা নিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরিটি আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিবসহ অন্যান্য সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিয়মিত লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন। তাছাড়া কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণও এই লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। দাপ্তরিক লাইব্রেরি হিসেবে এটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। বর্তমানে লাইব্রেরির বই এর সংগ্রহ সংখ্যা ১৩,৯৯৭টি। এখানে রেফারেন্স বইয়ের সংগ্রহও বেশ সমৃদ্ধ। যার ফলে আগ্রহী পাঠক তার প্রয়োজন মাফিক তথ্য সহজেই পেতে পারেন। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আগত প্রশ্নকারক, মডারেটর, নিরীক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গও লাইব্রেরি ব্যবহার করে থাকেন।

লাইব্রেরির বই মূলত কমিশনের নিজস্ব বাজেট থেকে ক্রয় করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকেও বই সংগ্রহ করা হয়। ইতিপূর্বে Asian Development Bank (ADB) এর অর্থায়নে ৫৯৯টি বই ক্রয় করা হয়েছে। ২০২০ সালে বিভিন্ন উৎস থেকে ও কমিশনের নিজস্ব বাজেটের মাধ্যমে মোট ১৮৭টি বই লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করা হয়েছে। লাইব্রেরিতে নিয়মিত ১৬টি বাংলা ও ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। বিদেশি ইংরেজি ম্যাগাজিন The Time, The Economist, The Reader`s Digest সহ দেশি-বিদেশি বাংলা ম্যাগাজিন সংগ্রহ ও সরবরাহ করা হয়। লাইব্রেরির পুস্তক আধুনিক ক্যাটালগিং পদ্ধতি AACR-2 [Anglo American Cataloguing Rules-2] অনুসারে ক্যাটালগ করে বিষয়ভিত্তিক সংখ্যানুক্রমিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে।

- কমিশনের সাংবিধানিক কাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরিতে ইন্টারনেট সংযোগসহ ০২ টি কম্পিউটার স্থাপন করা হয়েছে।
- লাইব্রেরির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ডিজিটাল ক্যাটালগিং ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- কম্পিউটারের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সামগ্রীর Acquisition, Cataloguing, Classification, Circulation Stock Verification and Reference Service ইত্যাদি সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে লাইব্রেরিটি অটোমেশনের আওতায় আনার বিষয়টি কমিশনের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার সময় হতেই লাইব্রেরির কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ ৪৮ বছর যাবৎ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং নতুন নতুন বই সংগ্রহ এবং আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে লাইব্রেরিটি একটি উচ্চমানের লাইব্রেরি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

১.১২. নিয়োগ পরীক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিসিএস পরীক্ষা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদের নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, আসনব্যবস্থা-পরীক্ষাসূচি প্রকাশ, সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সম্পন্নকরণে সর্বাধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ কমিশন কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়েছে। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার পদের ফলাফল প্রস্তুতের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল প্রণয়ন কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনের বিভিন্ন ইউনিটে নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট সেবা, ই-ফাইলিং, Zoom Platform ব্যবহার করে ভিডিও কনফারেন্স ও ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদকরণ এবং ইউনিটসমূহে কম্পিউটারের প্রাথমিক সমস্যা সমাধানসহ কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের আইটি শাখা এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখার যৌথ ব্যবস্থাপনায় সরকারী কর্ম কমিশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতিতে তথ্য প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্যাডার/নন-ক্যাডার পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. বি.সি.এস.সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র অনলাইনে গ্রহণ, এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে পরীক্ষা ফি গ্রহণ, প্রার্থী কর্তৃক অনলাইনে এ্যাপ্লিকেন্টস কপি ও প্রবেশপত্র সংগ্রহ;

২. প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং লিখিত পরীক্ষার লিথোকোড OMR উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) মেশিনের মাধ্যমে প্রি-স্ক্যানিং করে ফরমের যথার্থতা নিশ্চিত করা;

৩. প্রার্থীদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরি করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক স্বাক্ষর ও রঙিন ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত, এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের আসন বিন্যাস জানানো;

৪. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই ও লিখিত পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে কমিশন সভায় লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের কোডনাম এস.এম.এস.-এর মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্র প্রধান, জেলা প্রশাসক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কর্মকর্তাদের জানানো;

৫. প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) এর মাধ্যমে স্ক্যানিং ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্কোর ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রিলিমিনারি টেস্ট/বাছাই পরীক্ষার ফলাফল তৈরি, প্রকাশ ও এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো;

৬. লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং সরবরাহের জন্য বিষয়ভিত্তিক ও কেন্দ্র অনুযায়ী পরিসংখ্যান প্রস্তুত;

৭. লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও কেন্দ্রভিত্তিক আসনবিন্যাস প্রস্তুত এবং এস.এম.এস. পদ্ধতিতে প্রার্থীদের জানানো;

৮. বিষয়ভিত্তিক কোড জেনারেট করে পরীক্ষক/নিরীক্ষক এর তালিকা প্রস্তুত;

৯. লিখিত পরীক্ষার প্রার্থীদের কেন্দ্র ও বিষয়ভিত্তিক স্বাক্ষর ও রঙিন ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত;

১০. লিখিত পরীক্ষার লিথোকোডেড উত্তরপত্র OMR মেশিন-এর মাধ্যমে স্ক্যানিং; ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী তিন ক্যাটাগরিতে ফলাফল প্রস্তুত, প্রকাশ এবং এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো;

১১. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখভিত্তিক সময়সূচি প্রস্তুত, এস.এম.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থীদের জানানো এবং ক্যাডারভিত্তিক ক্যাটাগরি অনুযায়ী মৌখিক পরীক্ষার প্রেসি প্রস্তুত;

১২. লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ডিজিটাল প্রযুক্তিতে কম্পিউটারে সন্নিবেশ করে ডাটাবেইজড প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে টেবুলেশন তৈরি;

১৩. ক. ডাটাবেইজড টেবুলেশন হতে বি.সি.এস.-এর জেনারেল ক্যাডারের মেধাতালিকা, টেকনিক্যাল ক্যাডারের মেধাতালিকা, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের (সাধারণ কলেজের জন্য) মেধাতালিকা ও সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার (টিচার্স ট্রেনিং কলেজের জন্য) মেধাতালিকা প্রস্তুত;

খ. সকল ক্যাডারের মেধাতালিকা থেকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে মহিলা প্রার্থীদের মেধাতালিকা, মুক্তিযোদ্ধার পুত্র-কন্যা/পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যাদের মেধাতালিকা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী প্রার্থীদের মেধাতালিকা এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মেধাতালিকা প্রস্তুত;

গ. নন-ক্যাডার পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরের ভিত্তিতে পদভিত্তিক মেধাতালিকা তৈরি;

১৪. পদভিত্তিক পদবণ্টন ফরমেট প্রস্তুত, মেধা, প্রার্থীর মেধা অবস্থান, প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত চাকরির পছন্দক্রম, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিদ্যমান বিধি-বিধানের ভিত্তিতে ক্যাডারভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত। মনোনীত প্রার্থীদের মেধাক্রম সফট্ওয়্যার-এর মাধ্যমে কম্পিউটারে এন্ট্রি করে প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক মেধা নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংবলিত তালিকা প্রস্তুত করা। কমিশনের অনুমোদনের পর মনোনীত প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ;

১৫. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের ক্যাডারভিত্তিক/পদভিত্তিক মেধানুযায়ী সুপারিশ তালিকা প্রস্তুত করা;

১৬. নন-ক্যাডার পদের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর এবং জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিষয়ে অনুমোদিত বিধিবিধানের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা এবং পদবণ্টন ফরমেট প্রস্তুত করা;

১৭. নন-ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রস্তুতের জন্য মেধা তালিকা প্রস্তুত, বিদ্যমান বিধি-বিধান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে পদভিত্তিক ফলাফল প্রস্তুত এবং কমিশনের অনুমোদনের পর প্রকাশ করা;

১৮. সুপারিশকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তালিকা প্রস্তুত করা;

১৯. বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদস্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধিমালার বিধান অনুযায়ী প্রার্থীদের মেধাতালিকা তৈরি। পদবণ্টন শেষে মনোনীত প্রার্থীদের পদভিত্তিক তালিকা তৈরি ও অনুমোদন শেষে প্রকাশকরণ;

২০. বি.সি.এস. পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে সুপারিশ প্রাপ্তির পর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে নম্বরপত্র প্রস্তুতকরণ;

২১. কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিজস্ব সফটওয়্যার ব্যবহার করে নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রিলিমিনারি এবং লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণ; এবং

২২. জাতীয় সংসদ ও সরকারের যেকোন মন্ত্রণালয়ের চাহিদাকৃত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য চাহিদা মোতাবেক তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান সরবরাহকরণ।

অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. অনলাইনে নিয়োগ পরীক্ষার আবেদনপত্র গ্রহণ;

২. অনলাইনে প্রাপ্ত অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল এবং ক্যাডার বহির্ভূত সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার আবেদনকারীদের তথ্য ডাটাবেইজের মাধ্যমে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা;

৩. যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি এবং ওয়েবসাইট হতে যোগ্য প্রার্থীদের অনলাইনে এ্যাপ্লিকেন্টস কপি ও প্রবেশপত্র প্রদান করা;

৪. লিখিত পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রভিত্তিক স্বাক্ষর ও রঙিন ছবিযুক্ত হাজিরা তালিকা প্রস্তুত করা;

৫. পরীক্ষার উত্তরপত্রে ব্যবহৃত লিথোকোডেড OMR উত্তরপত্র Optical Mark Recognition (OMR) মেশিনে স্ক্যানিং এবং ডাটাবেইজ প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে Data Validation, প্রার্থীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং চূড়ান্ত যাচাই বাছাই করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার বিধিমালা অনুযায়ী লিখিত পরীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রস্তুত করা;

৬. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা এবং সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি লিখিত পরীক্ষা বিধিমালা ও নীতিমালা অনুযায়ী প্রকাশিত ফলাফলের খসড়া গেজেট প্রস্তুত করা।

হার্ডওয়্যার, ইন্টারনেট, LAN, সি.সি. ক্যামেরা এবং ওয়েবসাইটের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

১. Zoom Platform ব্যবহার করে কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের সমন্বয় সভা, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সভা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সভার কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

২. কমিশন সচিবালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম ই-নথি/ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি অবকাঠামো সচল রাখা;

৩. রেজাল্ট প্রসেসিং কক্ষ ও কমিশনের নিজস্ব ব্যাবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মুদ্রণ কক্ষ ব্যতীত কমিশনে ব্যবহৃত সকল কম্পিউটারে LAN, ইন্টারনেট এবং ওয়েবসাইটের কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

৪. ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা;

৫. বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর এলাকা ও কক্ষে স্থাপিত ৩১টি আই.পি. ক্যামেরা এবং ২০টি ম্যানুয়েল ক্যামেরাসহ মোট ৫১টি সি.সি. ক্যামেরার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও কক্ষসমূহের কার্যক্রম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;

৬. কমিশনের কার্যক্রমে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের নেটওয়ার্ক সেবা কার্যক্রম সচল রাখতে ব্যবহৃত মোট ৮টি নেটওয়ার্ক সুইচ, প্রায় ২০০টি ল্যান ক্যাবল ও একটি সার্ভার রক্ষণাবেক্ষণ;

৭. বিভিন্ন ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটার ও প্রিন্টার, রাউটার ইত্যাদি হার্ডওয়্যার সচল রাখা;

৮. বিভিন্ন ইউনিটে ব্যবহৃত কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম সফট্‌ওয়্যারসহ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন সফট্‌ওয়্যার সেটআপ এবং যথাযথ পদ্ধতিতে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন

২.১. নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে ক্যাডার ও ক্যাডার বহির্ভূত প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। একটি বিশাল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করা হয়। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ প্রার্থী বি.সি.এস. পরীক্ষার জন্য আবেদন করেন। ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় ২১৬৬টি শূন্য পদের বিপরীতে ৪,০৪,৬৫১ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষায় ২০০০টি শূন্য পদের বিপরীতে ৩১,০২৬ জন প্রার্থী আবেদন করেছেন। এছাড়াও নন-ক্যাডার কোন কোন পদে লক্ষাধিক প্রার্থী আবেদন করে থাকে। ২০২০ সালে কমিশন কর্তৃক গৃহীত নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম ও তদূর্ধ্ব গ্রেড] পদে ০১টি বাছাই পরীক্ষা, ১৪টি লিখিত পরীক্ষা, ০২টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ২২ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে ০৩টি বাছাই পরীক্ষা, ১৬টি লিখিত পরীক্ষা, ০৪টি ব্যবহারিক পরীক্ষা ও ১৯ ক্যাটাগরি পদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

কর্ম কমিশনের নিজস্ব জনবলের সাহায্যে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর জন্য শতাধিক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের বিশাল কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় নিয়োগ পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে কমিশন কর্তৃক বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তা গ্রহণ করা হয়। কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক ও মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষক, খ্যাতিমান সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। কমিশন থেকে বিশেষজ্ঞ এবং পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজে কোন রকম হস্তক্ষেপ করা হয় না। তবে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ে প্রশ্নপত্রের গুণগতমান নিশ্চিত করতে কমিশন কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন/মডারেশন বিষয়ক দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রদান করা হয়। এছাড়াও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সাথে নিয়মিত সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নের কোন পর্যায়েই কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য/কর্মকর্তাগণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকেন না। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে পরীক্ষা পরিচালনায় কমিশন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বহুসংখ্যক সেটের প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়। কোন প্রশ্নপত্রটি পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে তা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ৩০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে কমিশন সভায় নির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষকে ২০ মিনিট পূর্বে sms-এর মাধ্যমে জানানো হয়। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের ফলে পরীক্ষা গ্রহণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় double lithocode এবং গোপন সিরিজ নম্বর ও বারকোডযুক্ত উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকের মাধ্যমে ম্যানুয়ালি মূল্যায়ন করা হয়। লিথোকোড ব্যবহারের ফলে চূড়ান্ত পর্যায়ে কম্পিউটারে লিথোকোড ম্যাচিং-এর পূর্বে কোন উত্তরপত্রটি কোন প্রার্থীর উত্তরপত্র মূল্যায়নকালে তা কোনভাবেই সনাক্তকরণ সম্ভব নয়। ফলে উত্তরপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। ফলে প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষণে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৮তম বি.সি.এস. থেকে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নকৃত উত্তরপত্রে নম্বরের পার্থক্য ২০% এর বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষক দিয়েও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য এক একটি বোর্ডে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। বোর্ডে ক্যাডার/পদসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ন্যূনতম যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা এবং বিষয়ভিত্তিক একজন বিশেষজ্ঞ উপস্থিত থাকেন। মৌখিক পরীক্ষার নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ২০-২৫ মিনিট পূর্বে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সিলগালা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বোর্ডে বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন বোর্ডের প্রার্থী এবং বোর্ড সদস্যদের নামের সিলকৃত তালিকাও সাক্ষাৎকার বোর্ডসমূহে বিতরণ করা হয়। বিতরণের পূর্বে কমিশনের কোন সদস্য ঐ দিন বোর্ড গ্রহণ করবেন এবং কোন প্রার্থী কোন বোর্ডে পরীক্ষা দিবেন ও কোন বিশেষজ্ঞ কোন বোর্ডের সদস্য তা কেউ জানতে পারে না। মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি প্রণীত হয়েছে। ফলে বোর্ড চলাকালীন বোর্ড সদস্যগণ টেলিফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেন। প্রার্থীরাও মোবাইল ফোনসহ কমিশনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে স্বচ্ছতা, গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা পুরোপুরি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুতির ক্ষেত্রে গোপনীয়তা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে বিদ্যমান বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। কর্ম কমিশনের তত্ত্বাবধানে কম্পিউটার শাখা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাখার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ফলাফল প্রস্তুত ও যথাযথ পদ্ধতিতে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে যথার্থতা নিশ্চিত করে থাকেন।

২.২. বি.সি.এস. (ক্যাডার) পদে নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রণীত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বর্তমানে বি.সি.এস.-এর নিম্নোক্ত ২৬টি ক্যাডারে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক ৩ স্তরবিশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

বি.সি.এস.-এর ২৬টি ক্যাডারের নাম (ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে)

১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)	সাধারণ ক্যাডার	মন্তব্য
২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আনসার)	সাধারণ ক্যাডার	
৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	সাধারণ ক্যাডার	
৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সমবায়)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারি)	সাধারণ ক্যাডার	
৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা)	সাধারণ ক্যাডার	
৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (মৎস্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (খাদ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র)	সাধারণ ক্যাডার	
১১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বন)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পশু সম্পদ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ)	সাধারণ ক্যাডার	
১৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক)	সাধারণ ক্যাডার	
১৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
১৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (গণপূর্ত)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	সাধারণ ক্যাডার	
২২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সড়ক ও জনপথ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিসংখ্যান)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কর)	সাধারণ ক্যাডার	
২৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কারিগরি শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	
২৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বাণিজ্য)	সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার	

বি.সি.এস. এর তিনস্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতি

বি.সি.এস. (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সরকারী কর্ম কমিশন নিম্নোক্ত ৩ স্তর বিশিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে:

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট।

দ্বিতীয় স্তর : প্রিলিমিনারি টেস্টে কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

তৃতীয় স্তর : লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা।

প্রথম স্তর : ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট

শূন্য পদের তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা বিপুল হওয়ায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি-৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করে থাকে। বি.সি.এস. পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধানমতে ৩৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষা হতে ২০০ নম্বরের ২ ঘণ্টা সময়ে নিম্নোক্ত ১০টি বিষয়ের উপর MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে :

প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর বিষয় ও নম্বর বণ্টন

ক্রমিক নম্বর	বিষয়ের নাম	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৭.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট	২০০

দ্বিতীয় স্তর : ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা (গড় পাস নম্বর ৫০%)

প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ কমিশন কর্তৃক কৃতকার্য ঘোষিত প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ২৬টি ক্যাডার **সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার** এই দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত।

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টন

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	বাংলা	২০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
	মোট	৯০০

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টন

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	বাংলা	১০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	পদ-সংশ্লিষ্ট বিষয়	২০০
	মোট	৯০০

পদ সংশ্লিষ্ট (Job-related) বিষয়ের পরীক্ষা

যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম প্রদান করেন, তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়।

তৃতীয় স্তর : বি.সি.এস.-এর ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা (পাস নম্বর ৫০%)

বি.সি.এস.-এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৌখিক পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৫০%।

বি.সি.এস.-পরীক্ষার সাক্ষাৎকার বোর্ড গঠন

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য বি.সি.এস. পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কমিশন নিম্নোক্তভাবে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করে থাকে:

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য	বোর্ড চেয়ারম্যান
২.	সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	বোর্ড সদস্য
৩.	কমিশন কর্তৃক মনোনীত বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	বোর্ড সদস্য

৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ পদ্ধতি

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের স্বাস্থ্য ক্যাডারের সহকারী সার্জন পদে নিয়োগ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ [একবারের জন্য প্রযোজ্য সংশোধনী] অনুযায়ী ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০ এ দ্বিস্তর বিশিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।

প্রথম স্তর ঃ ২০০ নম্বরের MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষা

৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীদের ২(দুই) ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষার বিষয়, নম্বর বণ্টন ও পরীক্ষার সময়

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	নম্বর বণ্টন	সময়
১.	মেডিকেল সায়েন্স	১০০	২ (দুই) ঘণ্টা
২.	বাংলা	২০	
৩.	ইংরেজি	২০	
৪.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০	
৫.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০	
৬.	মানসিক দক্ষতা	১০	
৭.	গাণিতিক যুক্তি	১০	
	মোট	২০০	

- পরীক্ষায় মোট ২০০ (দুইশত)টি MCQ ধরনের প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ০১ (এক) নম্বর পাবেন, ভুল উত্তর দিলে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত মোট নম্বর হতে ০.৫০ নম্বর করে কাটা যাবে।

দ্বিতীয় স্তর ঃ ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা

৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) এর MCQ ধরনের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর ৫০%।

২.৩. ৩৮তম বি.সি.এস.

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : সাবেক সদস্য অধ্যাপক ড. এস.এম. আনোয়ারা বেগম [০৫.০৩.২০১৮-১৯.০৫.২০১৮ পর্যন্ত]
  : অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন [২৩.০৫.২০১৮ থেকে ০৩.০৫.২০২০]
  : জনাব মো: ফজলুল হক [৩১.০৫.২০২০ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ০৫.০৩.২০১৭
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ২,০২৪
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ২০.০৬.২০১৭
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ১০.০৮.২০১৭ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩,৪৬,৪৪৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ২৯.১২.২০১৭
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা : ২,৮৮,৮৪৩

- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৮.০২.২০১৮
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থী সংখ্যা : ১৬,২৮৬
- লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ০৮.০৮.২০১৮
- লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ২৪.১০.২০১৮
- লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৪,৫৪৬
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৯,৮৬২
- লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ০১.০৭.২০১৯
- মৌখিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ২৯.০৭.২০১৯
- মৌখিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ০৯.০২.২০২০
- মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ৯১৯৩
- মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৮৩৭৭
- সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা : ২২০৪
- চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ৩০.০৬.২০২০

[পরিশিষ্ট-২]

২.৪. ৪০তম বি.সি.এস.

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : সাবেক সদস্য জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত [১৬.০৯.২০১৮-১০.০৮.২০১৯ পর্যন্ত]
  : সাবেক সদস্য জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান [০৮.০৮.২০১৯-৩১.১২.২০১৯ পর্যন্ত]
  : সদস্য জনাব নূরজাহান বেগম *এনডিসি* [৩১.১২.২০১৯ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ১০.০৪.২০১৮
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ১,৯০৩
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ১১.০৯.২০১৮
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৫.১১.২০১৮ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪,১২,৫৩২
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : ০৩.০৫.২০১৯
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা : ৩,২৭,০৮৬
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ২৫.০৭.২০১৯
- প্রিলিমিনারি টেস্ট-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ২০,২৭৭
- লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ : ০৮.০১.২০২০
- লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ : ০৯.০৩.২০২০
- লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান।

[পরিশিষ্ট-২]

২.৫. ৪১তম বি.সি.এস.

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ [২৮.১০.২০১৯ হতে ২৪.০১.২০২০]
  : জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা [২৯.০১.২০২০ হতে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition)প্রেরণের তারিখ : ০৯.০৫.২০১৯
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ২,১৬৬
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ২৭.১১.২০১৯
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ০৪.০১.২০২০ [সন্ধ্যা ৬.০০ টা]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪,০৪,৬৫১
- প্রিলিমিনারি টেস্ট অনুষ্ঠানের তারিখ : প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের কার্যক্রম চলমান

[পরিশিষ্ট-২]

২.৬. ৪২তম বি.সি.এস. (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২০

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর [২৩.১১.২০২০ হতে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ১৩.০৭.২০২০
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ২০০০
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১১.২০২০
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৭.১২.২০২০[সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত]
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩১,০২৬
- লিখিত পরীক্ষা (MCQ ধরনের) অনুষ্ঠানের তারিখ : পরীক্ষা গ্রহণের কাজ চলমান।

২.৭. ৪৩তম বি.সি.এস.

- দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য : অধ্যাপক মোঃ হামিদুল হক [৩০.১১.২০২০ থেকে বর্তমান]
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শূন্য পদের অধিযাচন (requisition) প্রেরণের তারিখ : ২২.১১.২০২০
- বিভিন্ন ক্যাডারে বিজ্ঞাপিত শূন্য পদের সংখ্যা : ১,৮১৪
- কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপন জারির তারিখ : ৩০.১১.২০২০
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণের কার্যক্রম চলমান

২.৮. নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী নিয়োগের সুপারিশ

নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এর আওতায় ২০১০ সাল থেকে বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। ১৬.০৬.২০১৪ তারিখে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ সংশোধন করা হয়। সংশোধিত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বি.সি.এস. পরীক্ষার সকল স্তরে উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত নন, এমন প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদেও নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সংক্ষিপ্ত সময়ে বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রার্থীদের মধ্য হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য, উক্ত বিধিমালার আওতায় বর্তমান বছরে ৩৮তম বি.সি.এস. থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] পদে ৯৫৮ জন ও ৩৭তম বি.সি.এস. হতে নন-ক্যাডার দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে ১৬৭ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে ৩৭তম বি.সি.এস. হতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে মোট ১,৫৭৬ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ২০২০ সালে ৩৭তম বি.সি.এস. হতে দ্বিতীয় শ্রেণির পদে আরো ১৬৭ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ফলে ৩৭তম বি.সি.এস. হতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে সর্বমোট ১,৭৪৩ জন প্রার্থীকে সুপারিশ করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-২ (ক) ও (খ)]

সারণি-২.১ : নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী ২৯তম বি.সি.এস. থেকে ৩৮তম বি.সি.এস. পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-২.১]

সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
	প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড]		দ্বিতীয় শ্রেণি [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড]		মোট		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
২৯তম বি.সি.এস.	১৬৪	২৯	-	-	১৬৪	২৯	১৯৩
৩০তম বি.সি.এস.	২৯৮	৬৫	-	-	২৯৮	৬৫	৩৬৩
৩১তম বি.সি.এস.	১০৬	১৪	-	-	১০৬	১৪	১২০
৩২তম (বিশেষ) বি.সি.এস.	১০	৫৩	-	-	১০	৫৩	৬৩
৩৩তম বি.সি.এস.	৩০৮	৬২	৩৮৮	১৩৫	৬৯৬	১৯৭	৮৯৩
৩৪তম বি.সি.এস.	৩৩৩	৭৬	১৩৫০	৪৯৮	১৬৮৩	৫৭৪	২২৫৭
৩৫তম বি.সি.এস.	৫৫৩	১৩৯	১০৪১	২৭৩	১৫৯৪	৪১২	২০০৬
৩৬তম বি.সি.এস.	২১৯	৬৩	৮১৭	১৮৮	১০৩৬	২৫১	১২৮৭
৩৭তম বি.সি.এস.	৫৭১	১২১	৭৭৮+১৬৬ =৯৪৪	১০৬+১ =১০৭	১৩৪৯+১৬৬ =১৫১৫	২২৭+১ =২২৮	১৫৭৬+১৬৭ =১৭৪৩
৩৮তম বি.সি.এস.	৭৬৫	১৯৩	-	-	৭৬৫	১৯৩	৯৫৮

লেখচিত্র-২.১ ঃ নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধনী-২০১৪ অনুযায়ী ২৯তম বি.সি.এস. থেকে ৩৮তম বি.সি.এস. পর্যন্ত নিয়োগের সুপারিশ

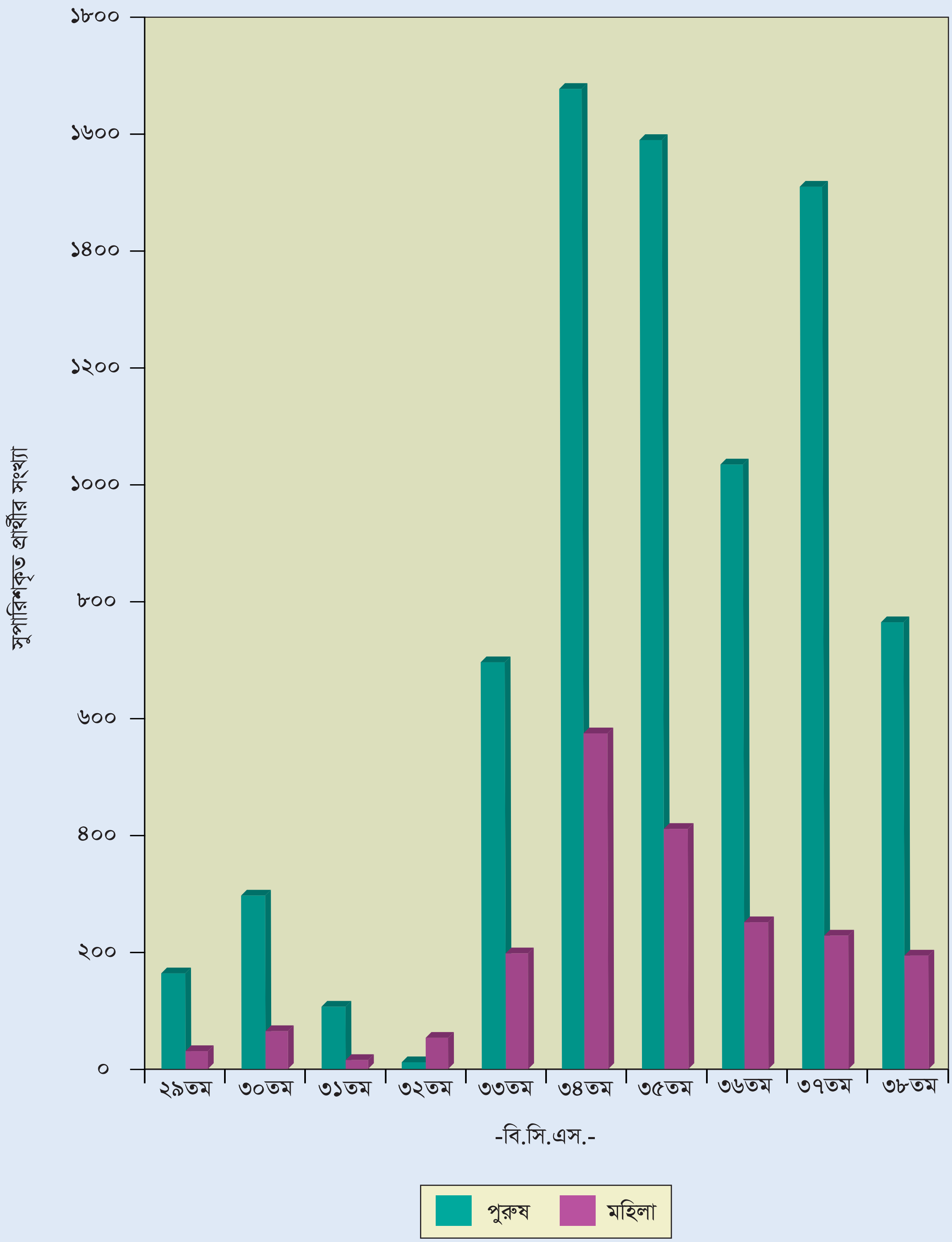

২.৯. নন-ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রথম [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি এবং কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়। কর্ম কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে সংশোধিত জারিকৃত অফিস আদেশ অনুযায়ী ক্যাডার বহির্ভূত ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) ও ২য় শ্রেণির (১০ম গ্রেড, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদসমূহে সুপারিশের জন্য প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ বা তার কম হলে দুই স্তরবিশিষ্ট (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ এর বেশি হলে তিন স্তরবিশিষ্ট (MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষা, লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রার্থী সংখ্যা ১০০০ এর বেশি হলে প্রার্থীদের ১ ঘণ্টা ব্যাপী ১০০ নম্বরের MCQ ধরনের বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। প্রার্থী সংখ্যা নির্বিশেষে ১ম শ্রেণির (৯ম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টাব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণির (১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড) টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদের জন্য ৪ ঘণ্টা ব্যাপী ২০০ নম্বরের লিখিত ও ৫০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ম শ্রেণির উচ্চতর স্কেলের পদে শুধু ১০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের উক্ত অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে কমিশন সচিবালয়ের ০৬ জুলাই ২০১১ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-১৮২ নম্বর অফিস আদেশ, ০৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-২৫০ নম্বর অফিস আদেশ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৫.১৫.৩৪(১০০) নম্বর অফিস আদেশ বাতিল করা হয়। তবে যে সকল পদের বিজ্ঞাপন ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে জারি হয়েছে সে সকল পদে বিজ্ঞাপনে বর্ণিত পরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রার্থী ও পদের সংখ্যা নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক কমিশন কর্তৃক নবনির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়।

প্রতিবছর ক্যাডার বহির্ভূত পদের জন্য বিপুল সংখ্যক প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ও উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে সরাসরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম **অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম**

ক. **সরাসরি নিয়োগ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি**

১. প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতন স্কেল :

২. প্রস্তাবিত পদে সরাসরি নিয়োগযোগ্য মোট পদের সংখ্যা :

৩. সরাসরি নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা :

৪. প্রস্তাবিত পদের শ্রেণি এবং গ্রেড :

৫. প্রস্তাবিত পদের প্রকৃতি (স্থায়ী/অস্থায়ী) :

খ. সরাসরি নিয়োগ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	যথাযথভাবে পূরণকৃত এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল-স্বাক্ষরিত রিকুইজিশনের (নির্ধারিত ফরম-এ) মূলকপি			
২.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
৩.	যথাযথভাবে পূরণকৃত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল স্বাক্ষর সংবলিত পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাবিত পদে বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তির/ব্যক্তিগণের জেলাভিত্তিক বিবরণ			

ক্রমিক নম্বর	সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৫.	নবসৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
৬.	নবসৃষ্ট পদের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত অনুমোদন/সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
৭.	পদ সৃষ্টির সরকারি আদেশের (জিও) সত্যায়িত কপি			
৮.	অস্থায়ী পদের ক্ষেত্রে পদ সংরক্ষণে সরকারি আদেশের সত্যায়িত কপি			
৯.	প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে রুজুকৃত মামলা/আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ সম্পর্কিত তথ্য			
১০.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণে জনপ্রশাসন/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের সত্যায়িত কপি			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

২.১০. নন-ক্যাডার লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রথম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নন-ক্যাডার টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] ও নন-টেকনিক্যাল [৯ম, ১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা এবং বিষয়ভিত্তিক সিলেবাস ও নম্বর বণ্টন ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে অনুসরণ করা হচ্ছে। এ নীতিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখ হতে কমিশন সচিবালয়ের ০৬ জুলাই ২০১১ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০.২০১০-১৮২ নম্বর অফিস আদেশ এবং ০৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখের ৮০.৪০৬.০১৮.০০.০০.০২০. ২০১০-২৫০ নম্বর অফিস আদেশ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৫.১৫.৩৪(১০০) নম্বর অফিস আদেশ বাতিল করা হয়।

[পরিশিষ্ট-৯]

সারণি-২.২ : সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১১—২০২০ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-২.২]

সাল	সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা						সর্বমোট
	১ম শ্রেণি [৯ম ও তদূর্ধ্ব]		২য় শ্রেণি [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড]		মোট		
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
২০১১	১৭৭	২৯	৪১৩	৯৮	৫৯০	১২৭	৭১৭
২০১২	২১৬	৫৪	৩৭৫	১০৮	৫৯১	১৬২	৭৫৩
২০১৩	১৬৬	৪০	১,৪৪০	৩৮৬	১,৬০৬	৪২৬	২,০৩২
২০১৪	১৩৫	২৯	১৮৪	৩১	৩১৯	৬০	৩৭৯
২০১৫	৫৬৯	৩৩০	১৪০	৬৫	৭০৯	৩৯৫	১,১০৪
২০১৬	২০১	৪৪	১,৪৭২	৮,৯৮৭	১,৬৭৩	৯,০৩১	১০,৭০৪
২০১৭	৩৩৪	৬৮	৯৭১	৮৪৪	১,৩০৫	৯১২	২,২১৭
২০১৮	৪৮৪	২০২	১,৩৪২	৫,৪১৭	১,৮২৬	৫,৬১৯	৭,৪৪৫
২০১৯	১৮৭	৪৩	২৩৩	২৮	৪২০	৭১	৪৯১
২০২০	৪২৮	৯৩	১,৬১৮	৫,৬৬১	২,০৪৬	৫,৭৫৪	৭,৮০০

লেখচিত্র-২.২ ঃ সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১১-২০২০ সাল পর্যন্ত নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ

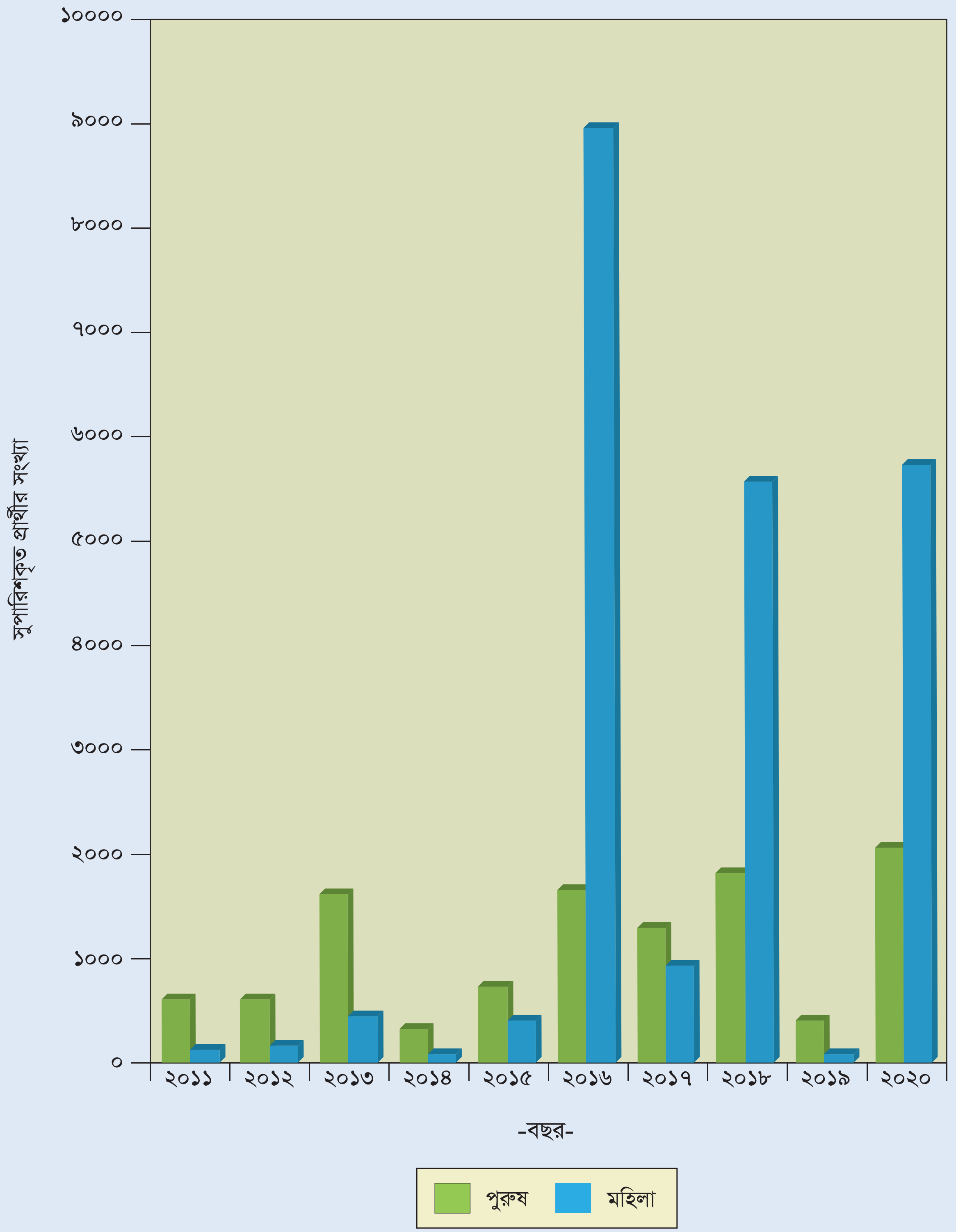

২.১১. ২০২০ সালে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান

- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির উচ্চতর পদে শুধু সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ৩৭ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে লিখিত পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে ৭,৩৭৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।
- নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে বাছাই, লিখিত ও সাক্ষাৎকার-এর মাধ্যমে ৩৮৫ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-৩, ৩ (ক), ৩(খ)]

সারণি-২.৩ : বিভিন্ন সময়ে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের তুলনামূলক বিবরণী

[লেখচিত্র-২.৩]

সময়কাল	ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত কর্মকর্তা	নন-ক্যাডার পদে সুপারিশকৃত কর্মকর্তা	সর্বমোট সুপারিশ
২০০৯—২০২০	৩৫,৬৪১	৪৪,৯৫৯	৮০,৬০০
২০০১—২০০৭	১২,৭৯৩	৪,১৯৪	১৬,৯৮৭

২.১২. উচ্চতর ক্যাডার পদে সরাসরি নিয়োগ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মেডিকেল কলেজের ২৭ ক্যাটাগরি অধ্যাপক [৩য় গ্রেড] এর ৫৫টি পদের জন্য কর্ম কমিশন কর্তৃক গত ১৬.০৫.২০১৯ তারিখ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞাপিত পদসমূহের অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ছিল ২৭.০৬.২০১৯। উক্ত ২৭ ক্যাটাগরির ৫৫টি পদের বিপরীতে ২৫২ জন প্রার্থী অনলাইনে আবেদন করেন। উক্ত ২৫২ জন প্রার্থীর মধ্যে প্রি-এ্যাপ্রুভাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৯৩ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়। যোগ্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের চিফ ইন্সট্রাক্টর [টেক/সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, নন-টেক/গণিত ও একাউন্টিং], সহকারী অধ্যাপক [সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স] পদগুলো ৬ষ্ঠ গ্রেডের ক্যাডারভুক্ত পদ। উল্লিখিত ৭ ক্যাটাগরির মোট ৩২টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য গত ২৪.০১.২০১৮ তারিখে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। মোট ৬৫৯ জন প্রার্থী অনলাইনে আবেদন করেন। প্রাথমিক বাছাইয়ে ৪১৪ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচিত হন। যোগ্য প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গত ১৬, ১৮, ২৩, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ২০১৯ এবং ১৫.০৭.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বি.সি.এস. সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের উচ্চতর পদের ন্যায় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ইন্সট্রাক্টর [টেক/নন-টেক] পদ হতে চিফ ইন্সট্রাক্টর [টেক/নন-টেক] এর ৯০% পদে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের দাবি করে মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৯৩৭৬/২০১৮ নম্বর রিট মামলার দায়েরের পরিপ্রেক্ষিতে ফলাফল প্রকাশ আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

২.১৩. নিয়োগ পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় কমিশন কর্তৃক নির্দেশনা অমান্য করে কিছু প্রার্থী কর্তৃক নিষিদ্ধকৃত মোবাইল ফোন/হাতঘড়ি/ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যা পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ২০২০ সালে কমিশনের সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির শর্ত ও বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরীক্ষায় অপরাধমূলক আচরণের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নীতিমালা, ২০০০ অনুযায়ী কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভাগীয় পরীক্ষায় ০১ জন, সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় ০১ জন এবং ৪০তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষায় ০১ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন প্রকার/মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে।

২.১৪. প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক হিসেবে দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান

কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বি.সি.এস.সহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক এবং নিরীক্ষকদের কাজ সমাপনান্তে কমিশনে ডকুমেন্টস জমাদানের দিন হাতে হাতে পারিতোষিক প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান নির্দেশনা প্রদান করেন। সেমতে বি.সি.এস.সহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় দায়িত্বপালনকারী বিশেষজ্ঞদের কাজ শেষে তাৎক্ষণিকভাবে পারিতোষিক প্রদান করা হচ্ছে।

লেখচিত্র-২.৩ ঃ বিভিন্ন সময়ের ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ

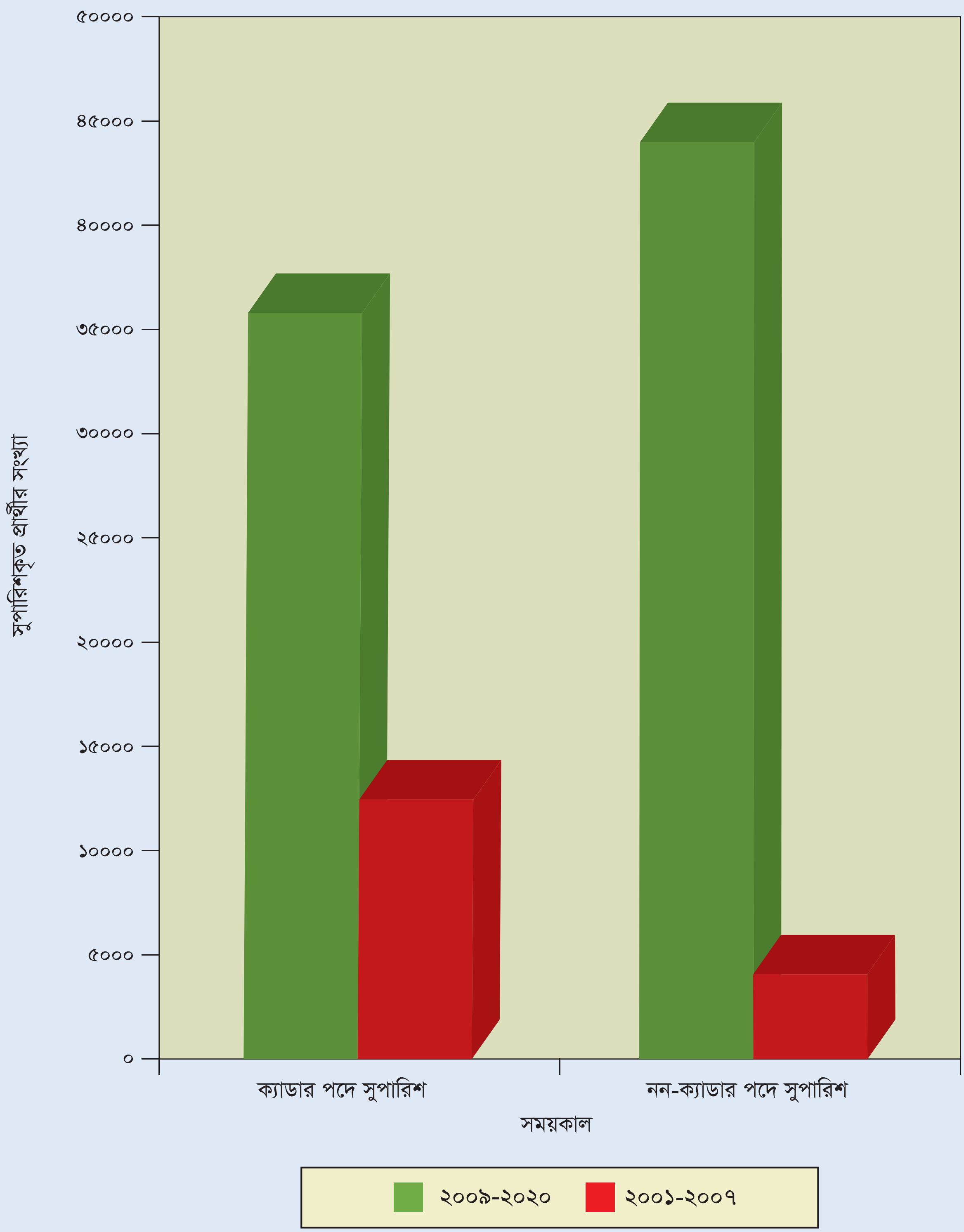

২.১৫. বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নম্বরপত্র প্রদান

সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে বি.সি.এস.-এর লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কোন প্রার্থী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নম্বরপত্র প্রাপ্তির জন্য কমিশনে আবেদন করলে তাকে নম্বরপত্র প্রদান করা হয়। ৩৭তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে ১২০৩ জন প্রার্থী নম্বরপত্রের জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনকারী প্রার্থীদের আবেদন যাচাই-বাছাই করে মোট ১২০২ জন প্রার্থীর স্থায়ী ঠিকানা বরাবর রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নম্বরপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি শাখায় সংরক্ষিত ডাটাবেইজের সাথে প্রার্থীর আবেদনে প্রদত্ত তথ্য গরমিল থাকায় অবশিষ্ট ০১জন প্রার্থীর নম্বরপত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি।

২.১৬. কমিশন ভবনে স্থাপিত মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ

কমিশন ভবনে স্থাপিত প্রশ্নপত্র মুদ্রণকক্ষে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কমিশনের চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যগণ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগিতায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

২.১৭. বি.সি.এস. এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দ্বিতীয় পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন

বি.সি.এস. পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শতভাগ শুদ্ধতা, স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে বি.সি.এস. পরীক্ষার উত্তরপত্র ২য় পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা হতে উক্ত ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। কোন উত্তরপত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের পার্থক্য ২০% এর বেশি হলে ঐ উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষক দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়।

২.১৮. ডিজিটাল প্রশ্নব্যাংক প্রতিষ্ঠা

নিয়োগ পরীক্ষায় ব্যয়িত সময় হ্রাস করা এবং সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নে নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের গুণগতমান কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কমিশনের তত্ত্বাবধানে বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় ডিজিটাল প্রশ্নব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে কর্ম কমিশনের সদস্য এবং সিনিয়র কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে **'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ'** প্রকল্পের আওতায় কমিশন কর্তৃক গৃহীত বি.সি.এস. পরীক্ষা, নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে নিয়োগ পরীক্ষা, অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ও সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতির পরীক্ষার প্রশ্নব্যাংক ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন সফটওয়্যার তৈরি, বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার ডাটাবেইজ উন্নীতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ/মতামতের জন্য ওয়ার্কশপ আয়োজনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২.১৯. গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] ভুক্ত পদে কর্ম কমিশনের মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ক্ষমতাবলে 'The Public Service Commission (Consulation) Regulations, 1979'এর আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের ৩য় থেকে ১৩তম গ্রেডের (পূর্বের ১ম ও ২য় শ্রেণির) বিভিন্ন পদে নিয়োগের সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] পর্যন্ত পদে সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের বিষয়ে সরকারের নিকট হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত একটি প্রস্তাব কর্ম কমিশনে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো, জনবল এবং ভৌত অবকাঠামোর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব কর্ম কমিশন হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-কে ১৩তম থেকে ২০তম গ্রেডে (পূর্বতন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারী নিয়োগদানের বিষয়ে সরকার কর্তৃক যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করার জন্য উক্ত রেগুলেশনের ৩,৪,৬,৮ প্রবিধানের সংশোধন করা আবশ্যক। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ২০২০' জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির ৩৪ নম্বর আদেশ এবং ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৫ নম্বর আদেশের মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কার্যাবলি বাংলাদেশের সংবিধানের মূল ভাবনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। পরবর্তীতে তৎকালীন সামরিক শাসনামলে ১৯৭৭ সালে জারিকৃত অধ্যাদেশের মাধ্যমে কর্ম কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব ও কার্যক্রমকে সংকুচিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪০ নম্বর অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করা বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন করে বাংলাদেশের সংবিধানের মূলভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২০ প্রস্তুত করে কর্ম কমিশন হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ পর্যন্ত [পূর্বের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি] ভুক্ত পদে সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধিমালা, ২০২০ প্রণয়নের প্রস্তাবের পাশাপাশি কর্ম কমিশনে দু'টি আলাদা অনুবিভাগ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, অর্গানোগ্রাম, ৩য় শ্রেণি এবং ৪র্থ শ্রেণির জন্য দু'টি পৃথক আইটি শাখা, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও ভৌত অবকাঠামো স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের গ্রেড-১৩ থেকে গ্রেড-২০ পদে কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের শূন্য পদের পরিসংখ্যান নির্ধারিত ছকে কর্ম কমিশনে প্রেরণের জন্য ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা মনোনয়ন

৩.১. পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদান

কমিশনের আওতাভুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে পদোন্নতির মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ প্রদান কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। তৃতীয় শ্রেণি হতে দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] ও প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে পদোন্নতি এবং দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদ থেকে প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] গেজেটেড পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা হয়। পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি, ফিডার পদের চাকরিকাল, গ্রেডেশন তালিকা, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন, বিভাগীয় মামলা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র এবং পদবিন্যাস ছক ইত্যাদি বিষয় যাচাই-বাছাই করে কর্ম কমিশন কর্তৃক পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বর্তমানে কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে পদোন্নতির প্রস্তাব বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম **অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম**

ক. পদোন্নতি সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদের নাম ও বেতনস্কেল :

২. পদোন্নতির যোগ্য শূন্য পদের সংখ্যা :

৩. পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত পদ সংখ্যা :

৪. ফিডার পদ/পদসমূহের নাম ও বেতনস্কেল :

৫. ফিডার পদধারীদের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রার্থী সংখ্যা :

খ. পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	পূর্ণাঙ্গ নিয়োগবিধির গেজেটের মূলকপি/সত্যায়িত ফটোকপি			
২.	যথাযথভাবে পূরণকৃত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল স্বাক্ষর সংবলিত পি.এস.সি. কর্তৃক নির্ধারিত পদবিন্যাস ছক			
৩.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী সকল ফিডার পদধারীর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত জ্যেষ্ঠতা তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দালিলিক প্রমাণসহ)			
৪.	জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত সরকারের প্রকাশিত সকল বিধি-বিধান ও পদ্ধতি অনুসরণ করে জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র			
৫.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীগণ ব্যতীত জ্যেষ্ঠতা তালিকায় আর কোনো জ্যেষ্ঠ ফিডার পদধারী নেই মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			
৬.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কোনো বিভাগীয় মামলা/ফৌজদারি মামলা/দুদকের মামলা নেই বা ইতঃপূর্বে এ ধরনের কোনো মামলায় শাস্তিপ্রাপ্ত নন এ মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র			
৭.	প্রস্তাবিত প্রার্থী/প্রার্থীদের পূর্ববর্তী ০৫ (পাঁচ) বছর অথবা নিয়োগবিধির শর্তানুসারে যাচিত অভিজ্ঞতার সময়কালের মধ্যে যেটি কম সে সময়ের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
৮.	প্রার্থী/প্রার্থীদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে ত্রুটি/বিচ্যুতি, বিরূপ মন্তব্য আছে কি-না			
৯.	বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে নিয়ম অনুযায়ী সে বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত সংবলিত অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি (সংশ্লিষ্ট অনুবেদনে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ থাকতে হবে)			
১০.	পদোন্নতির জন্য আবশ্যক প্রশিক্ষণ/পরীক্ষা ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে কি-না (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
১১.	ফিডার পদে প্রয়োজনীয় সময়কালের অভিজ্ঞতা আছে কি-না			
১২.	একই ফিডার পদ থেকে একাধিক উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ থাকলে সেক্ষেত্রে ফিডার পদধারীর পছন্দক্রম সংবলিত তথ্য			
১৩.	কোনো প্রস্তাবিত পদ পূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে আদালতে কোনো মামলা চালু/আদালতের নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ আছে কি-না, থাকলে আদালতের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিয়োগবিধির শর্তানুযায়ী অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ সনদের সত্যায়িত কপি			
১৫.	সচিবালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৩.২. ২০২০ সালে পদোন্নতির সুপারিশ প্রদানের বিবরণ

২০২০ সালে কমিশনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে পদোন্নতির জন্য **১,৯৯০** জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রস্তাব পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে **১,৯৩৭** জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, পদোন্নতির জন্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চাকরি সন্তোষজনক না হওয়া, বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিবেচনায় প্রস্তাবিত সব কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদোন্নতির সুপারিশ প্রদান করা সম্ভব হয় না।

[পরিশিষ্ট-৪]

সারণি-৩ : ২০১১—২০২০ সাল পর্যন্ত পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের পরিসংখ্যান
[লেখচিত্র-৩]

সন	পদোন্নতির জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার সংখ্যা	সুপারিশপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা
২০১১	২,৩৮৫	১,৮৮১
২০১২	২,০২৩	১,৭০৬
২০১৩	১,৭৩২	১,১২৫
২০১৪	১,৫০৮	১,২৩৯
২০১৫	১,৭১৭	১,৫৩১
২০১৬	২,১০৫	২,০৩৯
২০১৭	২,৬৮৯	২,৫২৩
২০১৮	৩,৩৪৬	৩,২১৭
২০১৯	২,৫৯৭	২,৫৭৮
২০২০	১,৯৯০	১,৯৩৭

লেখচিত্র-৩ ঃ পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশের সংখ্যা

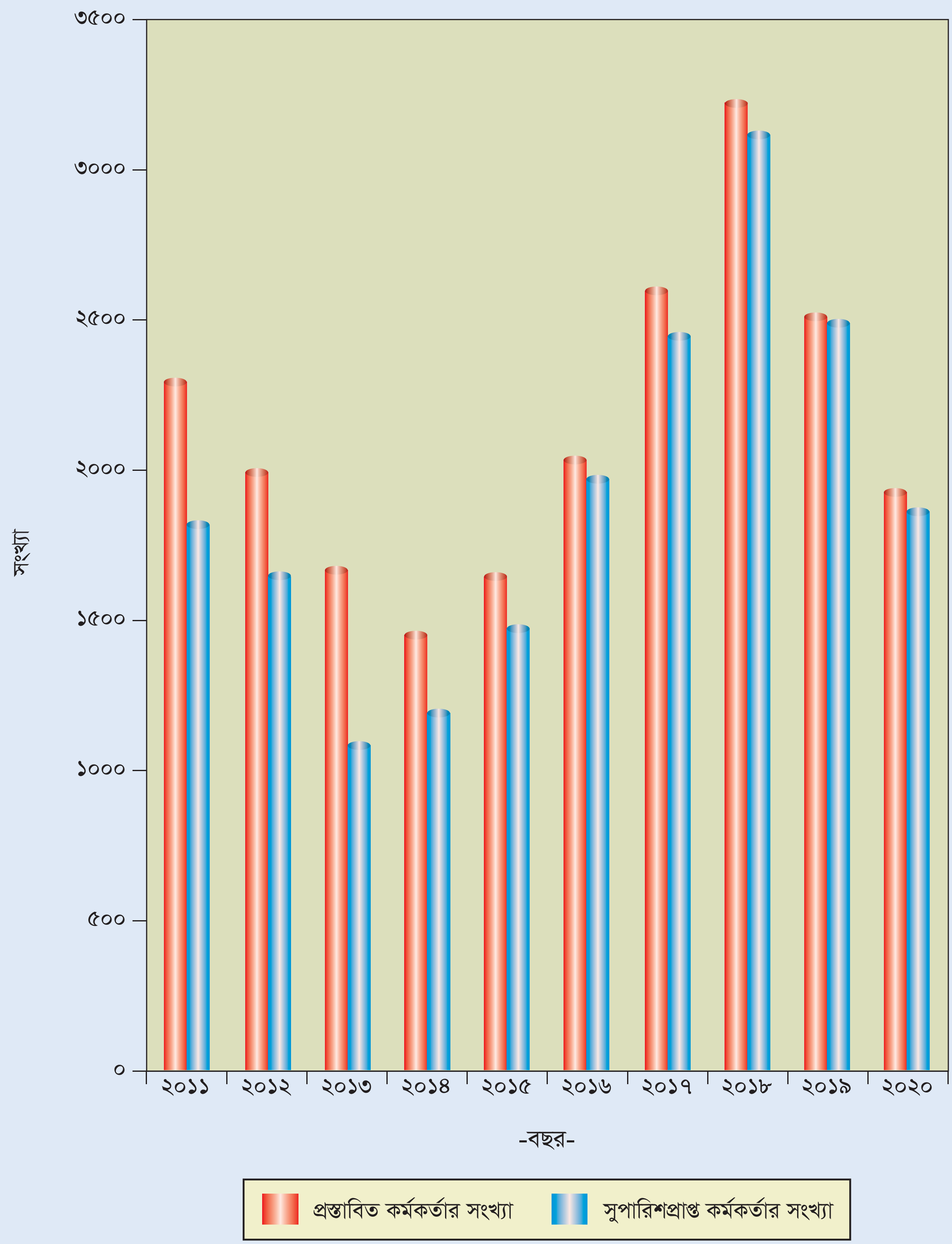

৩.৩. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আওতাভুক্ত পদসমূহে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অসংগতি দূরীকরণের জন্য নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়:

১. নিয়োগবিধি অনুযায়ী ফিডার পদে প্রয়োজনীয় মোট সময়ের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে হবে। এ সময়কাল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের পূর্ববর্তী বছর হতে গণনা করা হবে, যা কোনক্রমেই ৫ বছরের বেশি হবে না।

২. বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য না থাকলে এবং সার্বিক মূল্যায়ন চলতিমান ও তদূর্ধ্ব হলে এবং সেখানে পদোন্নতির যোগ্যতা সম্পর্কে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন উক্ত প্রার্থী পদোন্নতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন লেখার সময় কোন বিষয়ে 'গ' অথবা 'ঘ' ঘরে অনুস্বাক্ষর থাকার পরও পদোন্নতির জন্য সুপারিশকৃত হয়ে থাকলে এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন চলতিমান বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের হয়ে থাকলে তিনি পদোন্নতির অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৩. চলতিমানের নিম্নে বা তদনিম্নে মন্তব্যপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন" "এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" এ ধরনের মন্তব্য থাকলে ঐ কর্মকর্তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না। কমিশনের সুপারিশপত্রে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ না করার কারণ জানিয়ে দেয়া হবে।

৪. প্রতিবেদনকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারীর মন্তব্যের ক্ষেত্রে প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ সুনির্দিষ্ট মন্তব্য প্রাধান্য পাবে তবে, প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তা বিরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে থাকলে এবং প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'কঠোর' মন্তব্য করলে প্রতিবেদনের বিরূপ মন্তব্য অবলোপিত হয়ে যাবে না। অনুরূপভাবে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য ছাড়া শুধু 'নমনীয়'/'পক্ষপাতদুষ্ট' মন্তব্য করলেও প্রতিবেদনকারীর ভালো মন্তব্য খারাপ হয়ে যাবে না।

৫. প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা কোন মন্তব্য না করলে তিনি প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার মন্তব্যের সাথে একমত বলে ধরে নিতে হবে।

৬. প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে এবং উক্ত বিরূপ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জানিয়ে রাখা বা অবলোপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আদেশ জারি না করা হয়ে থাকলে এবং সংশ্লিষ্ট গোপনীয় প্রতিবেদনে পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ না হয়ে থাকলে বিরূপ মন্তব্যকে বিরূপ মন্তব্য বলে বিবেচনা করা যাবে না। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠাতে হবে।

৭. একই ফরমে একাধিক বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন লেখা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পৃথক পৃথকভাবে লিখে পাঠাবার জন্য এ ধরনের প্রতিবেদন ফেরত পাঠানো হবে।

৮. কোন পঞ্জিকা বছরে প্রতিবেদনের মোট সময়কাল কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস হলে প্রতিবেদনটিকে সে বছরের গোপনীয় প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রতিবেদনকারী কর্মকর্তার অধীনে যে সময় প্রকৃতপক্ষে চাকরিরত থাকেন সে সময়ই প্রতিবেদনের সময়কাল হিসাবে গণ্য হবে এবং গোপনীয় প্রতিবেদনের হেডলাইনে সে সময়কালই উল্লেখ করতে হবে।

৯. খণ্ডকালীন প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকলে তার জন্যও উপরের ৬ নম্বর উপানুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে।

১০. পদোন্নতির যোগ্য পদে এডহক/অস্থায়ী/চলতি দায়িত্ব/অফিসিয়েটিং ভিত্তিতে নিয়োজিত অথবা সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির গোপনীয় প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য না থাকা সত্ত্বেও "পদোন্নতির যোগ্য নন"/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন"/"সম্প্রতি পদোন্নতি হয়েছে" এমন মন্তব্য থাকলে ঐ ব্যক্তির পূর্ববর্তী বছরের গোপনীয় প্রতিবেদনে "পদোন্নতির যোগ্য নন"/"এখনও পদোন্নতির যোগ্য নন" এ ধরনের মন্তব্য থাকলে তার নাম পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা যাবে না।

১১. কোন প্রতিবেদনে কোন প্রকার ওভাররাইটিং থাকলে এবং তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুস্বাক্ষরিত না হলে ঐ প্রতিবেদন স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পাঠাবার জন্য ফেরত দেয়ার প্রয়োজন আছে কি-না সে সম্পর্কে কমিশনের বিজ্ঞ সদস্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১২. যেসব প্রতিবেদনের কারণে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হবে না এবং যেসব প্রতিবেদন বিরূপ মন্তব্য বা ওভাররাইটিং-এর কারণে ফেরত দেয়া হবে, সেগুলোর সত্যায়িত ফটোকপি সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩. বর্ণিত ৬, ৭, ৯ ও ১১ নম্বর ক্রমিকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শূন্য পদে পদোন্নতির আওতায় পড়লে তার জন্য শূন্য পদ সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বিভাগীয় মামলার কোন অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে তা প্রতিফলিত হওয়া উচিত এবং এ কারণে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের মূল্যায়নের ভিত্তিতেই তার পদোন্নতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

১৫. গোপনীয় প্রতিবেদনের সারাংশে কেবল বিরূপ মন্তব্য থাকলেই তার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট পরিচালক স্বাক্ষরদান করবেন, অন্যথায় সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং উপপরিচালকের স্বাক্ষরই যথার্থ হবে (সারাংশে স্বাক্ষরদানকারী কর্মকর্তার পদবিযুক্ত সিল থাকা প্রয়োজন)।

১৬. কোন বিষয় উপরিউক্ত নীতিমালার আওতায় না পড়লে বিষয়টি কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ করতে হবে।

৩.৪. তথ্যাদির অপ্রতুলতাজনিত অসুবিধাসমূহ

প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] কর্মকর্তাদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যথাযথ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হলে তার যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা তালিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পদোন্নতিযোগ্য কোন প্রার্থী কোন অবস্থায় যেন পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরযুক্ত কাগজপত্র প্রয়োজন।

কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পদোন্নতি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদিসহ যথাসময়ে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রেরণ করা হয় না। প্রায় সময় আংশিক কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পাওয়া না গেলে পদোন্নতি কার্যক্রম বিলম্বিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসমূহ চেয়ে কমিশন হতে বার বার তাগিদপত্র প্রেরণ করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি পাওয়া যায় না। কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, দ্বিতীয় তাগিদপত্র প্রেরণের পরও যদি কোনো মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করা না হয় তবে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উক্ত বিষয়ে আর কোনো আগ্রহ নেই ধরে নেয়া হবে এবং উক্ত পদোন্নতি বিষয়ক সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হবে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দ্বিতীয় শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে পদোন্নতি/নিয়মিতকরণ/জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ/বিভাগীয় মামলা ইত্যাদি বিষয়ে কর্ম কমিশনের সুপারিশ সংক্রান্ত কার্যক্রম শুরু অথবা কমিশন কর্তৃক পূর্বে স্থগিতকৃত এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত ডিও পত্র ব্যতীত কোন প্রস্তাব কর্ম কমিশন কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হবে না। এছাড়া দীর্ঘদিন পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাসমূহের কার্যক্রম কমিশন কর্তৃক স্থগিত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার পর মন্ত্রণালয়ের সচিব স্বাক্ষরিত ডিও পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি ব্যতীত স্থগিতকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণ বিধিমালার আওতায় চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধির আলোকে আত্মীকরণ ও নিয়মিতকরণের মাধ্যমে কমিশনের আওতাভুক্ত পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উন্নয়নখাতভুক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর করা হলে তাদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের প্রয়োজন হয়। প্রতিবছর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/ডকুমেন্টস/তথ্য পর্যালোচনা/যাচাই-বাছাই করে কমিশন যোগ্য প্রার্থীদের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করে থাকে।

৪.১. জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের সুপারিশ

জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী আত্মীকরণ বিধিমালা, ২০০০ অনুযায়ী ২০২০ সালে মোট ০১ টি পদে নিয়মিতকরণের জন্য কমিশন বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ০১ জনকে নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান করে।

[পরিশিষ্ট-৫]

৪.২. এডহক নিয়োগ নিয়মিতকরণ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল থেকে ১৯৮২ সালের ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজস্বখাতভুক্ত পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের চাকরি নিয়মিতকরণের উদ্দেশ্যে The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 জারি করা হয়।

পরবর্তীতে ২৪.০১.১৯৮২ থেকে ১৭.০৫.১৯৮৬ তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য সার্ভিসে সহকারী সার্জন (ইন সার্ভিস ট্রেইনি) হিসেবে এডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি নিয়মিত করার জন্য জারিকৃত The Regularization of Ad-hoc Appointment Recruitment Rules, 1983 এর সংশোধনী ২০০৫ (এসআরও নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৫/সম/বিধি-১/এম-২৫/৮৬(অংশ-১) জারি করা হয়। উক্ত এসআরও অনুযায়ী ২০২০ সালে মোট ১,০০৯ জনের চাকরি নিয়মিত করার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় ১,০০৯ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা হয়েছে।

[পরিশিষ্ট-৫(ক)]

৯ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৩ পর্যন্ত সরকারের রাজস্ব বাজেটের পদে এডহকভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের বিধান রেখে এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ জারি করা হয় এবং উক্ত বিধিমালার বিধি ৮ দ্বারা সকল প্রকার এডহক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১৫ জুলাই ২০০৯ তারিখ এসআরও নম্বর ১৯৬-আইন/২০০৯/সম(বিধি-১) এম-৫/২০০৯ জারির মাধ্যমে উক্ত বিধিমালার বিধি-৮ বিলুপ্ত করা হয় এবং এডহক নিয়োগ উন্মুক্ত করা হয়। সে সময় বাস্তবতার নিরিখে আবশ্যিক হওয়ায় এডহক ভিত্তিক নিযুক্ত কর্মচারী নিয়মিতকরণ বিধিমালা, ১৯৯৪ পুনরায় সংশোধন করে এসআরও নম্বর ৩ এর ২১৩-আইন/২০১২/০৫.১৭০.০২২.০৩.০৬.০১৬.২০১২ জারি করা হয়।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের এডহক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির) চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে ঃ

এডহক ভিত্তিক নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও দ্বিতীয় [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] শ্রেণির চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. এডহক নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

৩. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ :

৪. প্রস্তাবিত পদের নাম :

৫. পদের শ্রেণি ও বেতনস্কেল :

খ. এডহক নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	এডহক নিয়োগাদেশের কপি			
২.	এডহক নিয়োগে কমিশনের সম্মতিপত্র			
৩.	পদ-সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি			
৪.	পেপার কাটিংসহ জারিকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি			
৫.	নিয়োগকালে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশ			
৬.	পদ সৃষ্টির মঞ্জুরিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৭.	পদ সৃষ্টির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সরকারি আদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৮.	কমিশনের নির্ধারিত ছকে পদবিন্যাস ছক			
৯.	এডহক নিয়োগের সময় সরকারের প্রচলিত কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করার স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র			
১০.	নিয়োগবিধি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা/অভিজ্ঞতা ছিল কি-না			
১১.	সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স নিয়োগবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কি-না			
১২.	বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদ			
১৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগাদেশ ও যোগদানপত্র			
১৪.	কর্মকালীন/সর্বোচ্চ ৫ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৫.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত (সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত) চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যয়নপত্র			
১৬.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** উল্লিখিত সকল কাগজপত্র (১৪ ও ১৫ নম্বর ক্রমিক ব্যতীত) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৪.৩. উন্নয়ন খাতভুক্ত পদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ

উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০০৫ অনুযায়ী নিয়মিতকরণের ব্যাপারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে ২০২০ সালে মোট ৪৩টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় মোট ৩৯ জনের চাকরি নিয়মিতকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়। অবশিষ্ট ৪ জনের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার কারণে নিয়মিতকরণ করা সম্ভব হয়নি।

[পরিশিষ্ট-৫(খ)]

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদের **১ম** শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [**১০**ম, **১১**তম, **১২**তম ও **১৩**তম গ্রেড] পদের পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য কমিশনের নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে ঃ

উন্নয়ন প্রকল্প থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ১ম শ্রেণি [৯ম গ্রেড] ও ২য় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদধারীদের চাকরি নিয়মিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. চাকরি নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. প্রার্থীর নাম ও জন্ম তারিখ :

৩. প্রস্তাবিত পদের নাম :

৪. পদের শ্রেণি ও বেতনস্কেল :

৫. নিয়মিতকরণের জন্য প্রযোজ্য বিধির নাম :

খ. নিয়মিতকরণ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা নম্বর	মন্তব্য
১.	উন্নয়ন প্রকল্প শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ সংবলিত কাগজপত্র/পিপির কপি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত কপি			
২.	নিয়োগকালীন সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগবিধি/প্রচলিত বিধানের সত্যায়িত কপি			
৩.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার নিয়োগার্থে খবরের কাগজে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির সত্যায়িত কপি			
৪.	যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত নিয়োগার্থে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশের কপি			
৫.	নিয়োগবিধি/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল কি-না			
৬.	উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট পদে নিয়োগকালে নিয়মিতকরণের জন্য প্রস্তাবিত কর্মকর্তার বয়স প্রকল্প দলিল/নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার মধ্যে ছিল কি-না			
৭.	প্রকল্পের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদ, বয়স প্রমাণের সনদ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার সনদের সত্যায়িত কপি			
৮.	প্রস্তাবিত কর্মকর্তার উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োগাদেশ ও প্রকল্পে যোগদানপত্রের সত্যায়িত কপি			
৯.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১০.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের সত্যায়িত কপি			
১১.	প্রকল্প রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সরকারি অফিস আদেশের সত্যায়িত কপি			
১২.	প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তার রাজস্ব বাজেটের পদে সাময়িক/অস্থায়ী পদায়ন আদেশ ও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে যোগদানপত্রের সত্যায়িত কপি			
১৩.	সর্বশেষ পদ সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণের আদেশের সত্যায়িত কপি			
১৪.	নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিল ও স্বাক্ষর সংবলিত রাজস্ব বাজেটের পদে নিয়োজিত হওয়ার পূর্বের এবং পরের চাকরির ধারাবাহিকতার প্রত্যয়নপত্র			
১৫.	প্রার্থীর নিয়মিতকরণের পূর্বের ৩ বছরের হালনাগাদ বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন			
১৬.	কর্মকর্তাকে প্রকল্পে নিয়োগকালে নির্বাচন/বাছাই কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে নিয়োগ করা হয়েছিল মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র			
১৭.	বিভাগীয়/ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য			

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

পঞ্চম অধ্যায়

অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ও উর্ধ্বতন পদে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ

৫.১. অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা

২৭টি ক্যাডার ও কিছু নন-ক্যাডার পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের চাকরিতে স্থায়ীকরণের জন্য সরকার নির্ধারিত বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এ লক্ষ্যে প্রতিবছর জুন এবং ডিসেম্বর মাসে দুবার ২৭টি ক্যাডার ও কয়েকটি নন-ক্যাডার (শ্রম অধিদপ্তর, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়) পদের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বিভাগীয় পরীক্ষার বিদ্যমান বিধিমালায় বি.সি.এস. (পুলিশ) ও বি.সি.এস. (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডার ব্যতীত অন্যান্য ক্যাডারে তিনটি পত্রের ও পুলিশ ক্যাডারে চারটি পত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রাণিসম্পদ ক্যাডারে শুধু একটি পত্রের (দ্বিতীয় পত্র : হিসাব) পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। নিম্নোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

১. প্রথম পত্র : আইন, বিধি ও পদ্ধতি;

২. দ্বিতীয় পত্র : হিসাব;

৩. তৃতীয় পত্র : সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কাজকর্ম সম্বন্ধীয় বিষয়াবলি।

সকল ক্যাডারের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের বিষয় একই হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্যাডারের অভিন্ন সিলেবাস না থাকায় প্রত্যেকটি ক্যাডারের পরীক্ষা পৃথকভাবে গ্রহণ করতে হয়। এর ফলে সরকারের অহেতুক শ্রম, অর্থ ও সময়ের অপচয় হয়। কমিশন দীর্ঘদিন থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অভিন্ন সিলেবাসে গ্রহণের জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়ে আসছে।

৫.২. ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

১. প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [জুন/২০২০]

- প্রথম অর্ধ–বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা জুন, ২০২০ কোভিড-১৯ এর কারণে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

২. দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০২০]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ১২.০৮.২০২০
- মোট আবেদনকারীর সংখ্যা : ৮৭৭৬ জন
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ৮৬৯৬ জন
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : পরীক্ষা গ্রহণের কাজ চলমান

বি:দ্রঃ ২০১৯ সালের ২য় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা ৩১.১২.২০১৯ তারিখে শুরু হয়ে ১৫.০১.২০২০ তারিখে শেষ হয়। উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত ২৪৪১ জন প্রার্থীর মধ্যে ২০৭৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়। ১৯.০৩.২০২০ তারিখে ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

সারণি-৫.১ : অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৫.১]

পরীক্ষার নাম	বছর		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা
অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা	২০১৫	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৬৫০৯	৩২৪৫
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৬০০৫	৩২৬২
	২০১৬	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৫০৯২	২৪৯০
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৫৮৫২	৩১৫১
	২০১৭	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪৭৭০	২৩৬৪
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৫৭৫৮	২৮০৪
	২০১৮	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪৮৮৩	২২০৮
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৪৯৭৩	৩০৪৬
	২০১৯	১ম অর্ধ-বার্ষিকী	৪১২৮	১৮০৮
		২য় অর্ধ-বার্ষিকী	৩৪৪৬	২০৭৪

লেখচিত্র-৫.১ ঃ অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা

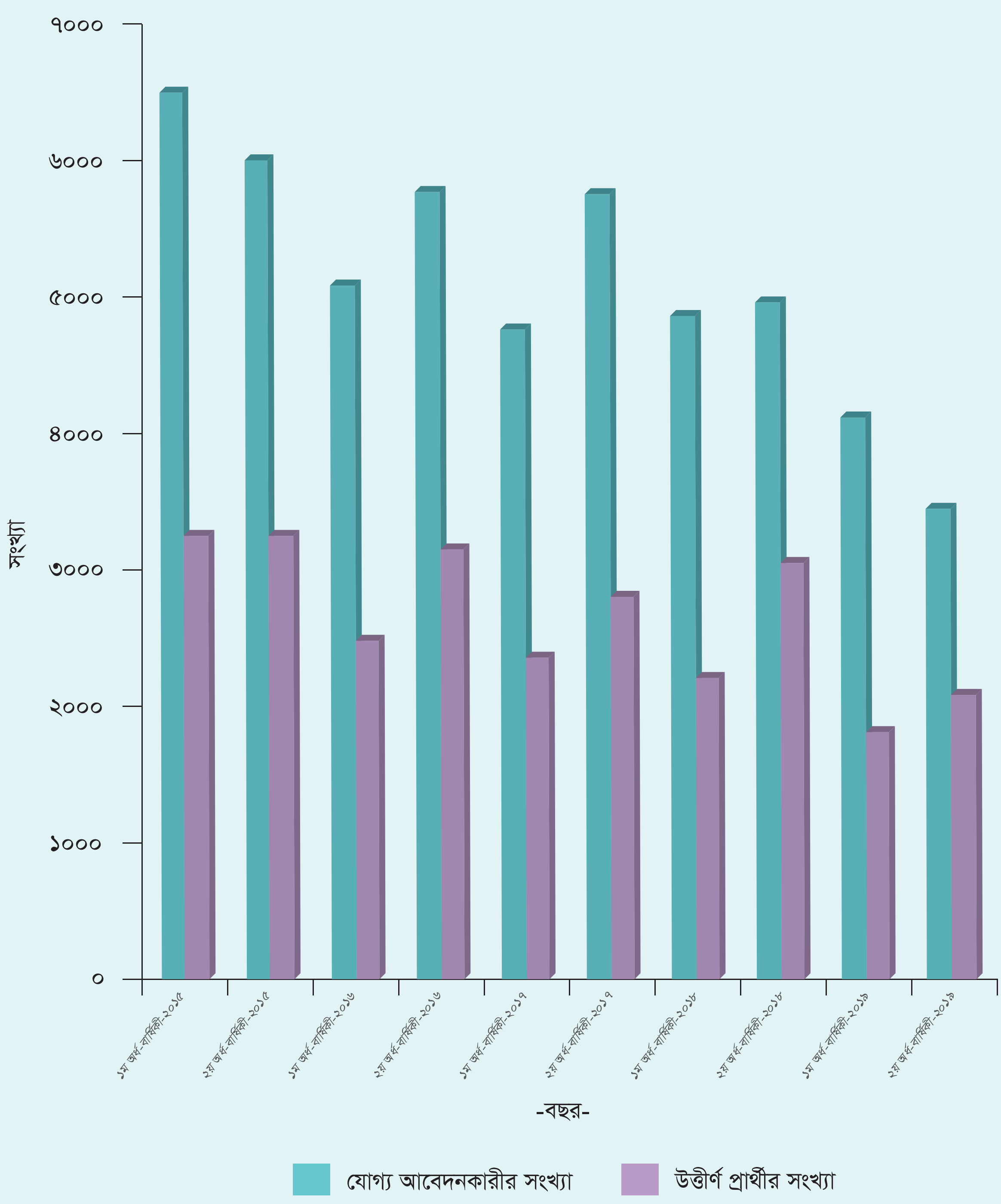

৫.৩. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাগণের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। এ পরীক্ষাটি প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ ফেব্রুয়ারি ও আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতি পঞ্জিকা বছরে অনুষ্ঠিত দুইটি পরীক্ষাতেই একজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করতে পারেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের স্বীয় পদে চাকরি স্থায়ী হলে ও চাকরির মেয়াদ ০৪ বছর পূর্ণ হলে এবং যাদের চাকরির মেয়াদ ক্যাডার পদে ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি তাঁরাই বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পদোন্নতির জন্য পরীক্ষা) বিধিমালার শর্ত সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হন। সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় :

ক. প্রথম পত্র	:	বাংলাদেশ ও চলতি বিষয়াবলি;
খ. দ্বিতীয় পত্র	:	সকল সরকারি অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি ও পদ্ধতি;
গ. তৃতীয় পত্র	:	ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের নিজস্ব কার্যাবলির সংগে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর এবং পরীক্ষার সময়সীমা ০৩ (তিন) ঘণ্টা। প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর ৫০%। ০১ জন প্রার্থী একসাথে একটি/দুইটি/তিনটি পত্রের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উল্লেখ্য, শুধুমাত্র বি.সি.এস. (টেলিকমিউনিকেশন) ক্যাডারের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত ৩য় পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষা কমিশন কর্তৃক গঠিত ০৪ সদস্যবিশিষ্ট বোর্ডের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি পরীক্ষার্থীকে কমিশন কর্তৃক গঠিত বোর্ডের নিকট উপস্থাপনা করতে হয়। উপস্থাপনা সন্তোষজনক না হলে পরীক্ষার্থীকে অনুত্তীর্ণ ধরে নেয়া হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ব্যতীত বর্তমানে ক্যাডার সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পত্রের মোট ৮০টি বিষয়ের উপর প্রার্থী পাওয়া সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

৫.৪. ২০২০ সালে অনুষ্ঠিত সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য বিবরণী

১. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, ফেব্রুয়ারি ২০২০

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ২৮.১১.২০১৯
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ০৫.০১.২০২০
- আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩৯৭২
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩১৮৫
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ২৮.০২.২০২০—০১.০৩.২০২০
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ৩১১৬
- ১ম পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৪৯৩
- ১ম পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১২৫৩
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ৩৩৯৩
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৭৫৬
- ২য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ৯৭৬
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ২৮২২
- ৩য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ১৩৬৭
- ৩য় পত্রে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা : ১২১৭
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ১৮.০৮.২০২০

২. সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট ২০২০

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ২৩.০৭.২০২০
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৩.০৯.২০২০
- আবেদনকারীর সংখ্যা : ৪২১২
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ৩৬০৯
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : পরীক্ষা গ্রহণের কাজ চলমান

[বিঃদ্রঃ সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট, ২০১৯ এর ফলাফল ০৯.০১.২০২০ তারিখে প্রকাশ করা হয়। উক্ত পরীক্ষায় ১ম পত্রে ১১৩২ জন, ২য় পত্রে ১০৪২ জন এবং ৩য় পত্রে ১০৮৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়।]

সারণি-৫.২ : সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র-৫.২]

পরীক্ষার নাম	বছর		যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা		
				১ম পত্র	২য় পত্র	৩য় পত্র
সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা	২০১৬	ফেব্রুয়ারি	২৫৪৭	৭২১	৮২৪	৭০২
		আগস্ট	৩০২২	১৩৭০	১৩৬০	১২৯০
	২০১৭	ফেব্রুয়ারি	৩৯৭৯	১৬৫৭	১৬৪৬	১৭৩৫
		আগস্ট	২৬৬৪	৮২৮	৬৫৭	৮৩৪
	২০১৮	ফেব্রুয়ারি	২৬৪৫	১২১৩	১২১৯	১৩০৫
		আগস্ট	৪৫৫৬	২৪৮৪	২১০৯	২৭৬৩
	২০১৯	ফেব্রুয়ারি	৫০৪৫	১৫১৮	১৯০৫	১৩৬৬
		আগস্ট	৩৭০৪	১১৩২	১০৪২	১০৮৬
	২০২০	ফেব্রুয়ারি	৩১৮৫	১২৫৩	৯৭৬	১২১৭
		আগস্ট	৩৬০৯	পরীক্ষা গ্রহণের কাজ চলমান		

৫.৫. সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা

সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) পদের যে সকল কর্মকর্তা নিজস্ব পদে স্থায়ী হয়েছেন ও উক্ত পদে ৪ বছর পূর্ণ হয়েছে এবং বয়স অনূর্ধ্ব ৫০ বছর তারা সবাই সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল (পদোন্নতির জন্য) পরীক্ষা নীতিমালা, ২০১৮-এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতি পঞ্জিকা বছরে দুইবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দুই পরীক্ষার মধ্যে অন্যূন ০৫ মাসের ব্যবধান থাকে এবং সাধারণভাবে পরীক্ষাসমূহ জুন ও ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উক্ত পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য মোট ৩০০ নম্বরের নিম্নোক্ত ০৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

ক. প্রথম পত্র : বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি;

খ. দ্বিতীয় পত্র : সাধারণ আইন, বিধি ও পদ্ধতি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা; এবং

গ. তৃতীয় পত্র : সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের নিজস্ব কার্যাবলির সংগে সম্পর্কিত বিষয়াবলি।

প্রতিটি পত্রের পরীক্ষার পূর্ণমান ১০০ নম্বর এবং পরীক্ষার সময়সীমা ০৩ (তিন) ঘণ্টা। প্রতিটি বিষয়ের পাশ নম্বর ৪০%। ০১ জন প্রার্থী একই সাথে তিনটি বিষয়ে অথবা কম সংখ্যক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

লেখচিত্র-৫.২ ঃ সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা

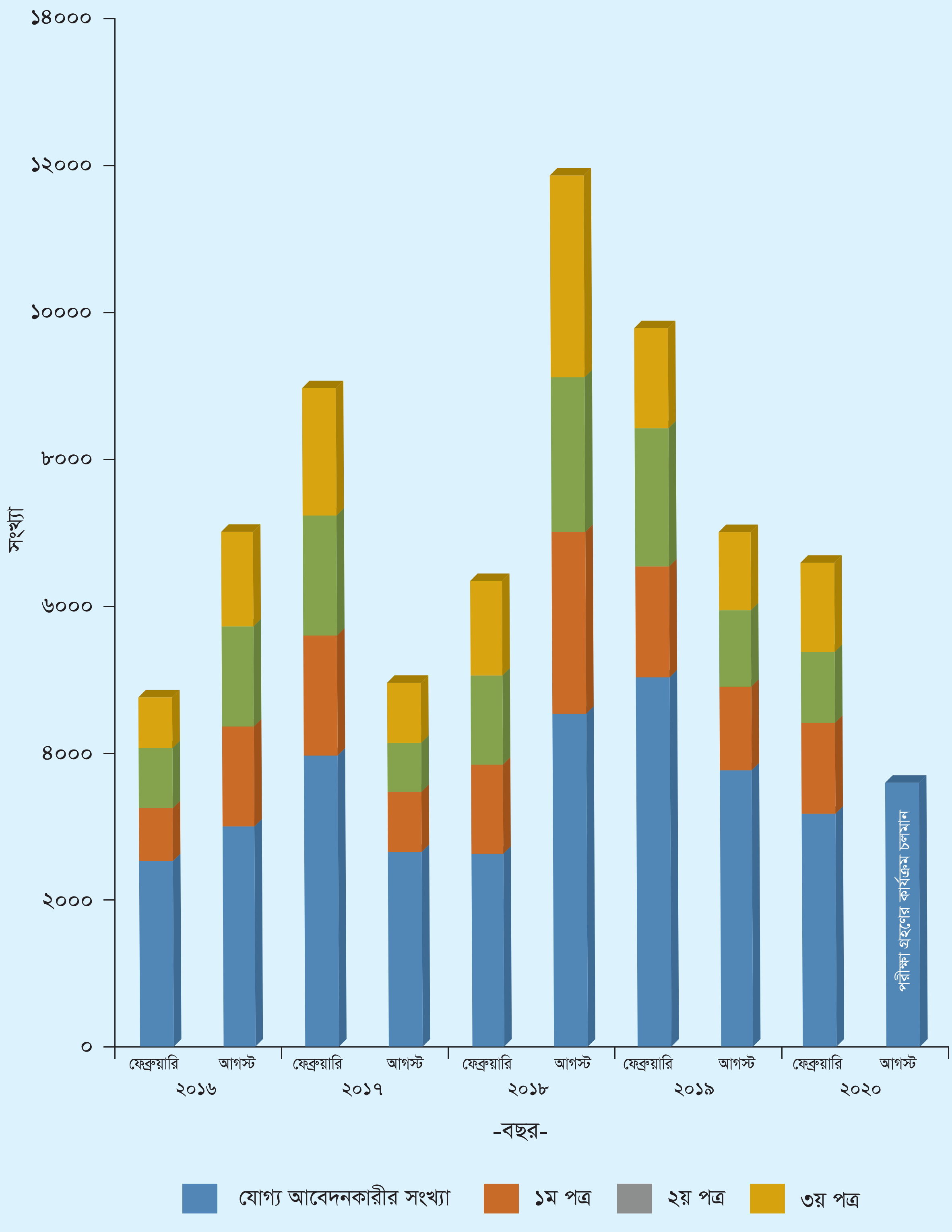

৫.৬. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাগণের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার তথ্য বিবরণী

১. সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [জুন/২০২০]

- বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ : ২৬.০৭.২০২০
- আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ : ৩১.০৮.২০২০
- আবেদনকারীর সংখ্যা : ০৪
- যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা : ০৩
- পরীক্ষা শুরু ও শেষ হওয়ার তারিখ : ২১.১১.২০২০
- ১ম পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : কোন যোগ্য প্রার্থী নেই
- ২য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : ০৩
- ২য় পত্রে উপস্থিত প্রার্থীর সংখ্যা : ০৩ [২য় পত্রে অংশগ্রহণকারী ০১ জন প্রার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে]
- ৩য় পত্রে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা : কোন যোগ্য প্রার্থী নেই
- ফলাফল প্রকাশের তারিখ : ফলাফল প্রকাশের কাজ চলমান।

[বি:দ্রঃ সহকারী সচিব (ক্যাডার বহিভূর্ত) কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা [ডিসেম্বর/২০১৯] এর ফলাফল ১২.০৩.২০২০ তারিখে প্রকাশিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় ২য় পত্রে ০১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয় ও ৩য় পত্রে ০১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়।]

৫.৭. সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ

শিক্ষাগত যোগ্যতায় কম নম্বর প্রাপ্তির কারণে যে সকল কর্মকর্তা উপসচিব বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতি পেতে সক্ষম হননি কর্ম কমিশন সে সমস্ত কর্মকর্তাদের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পদোন্নতি পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে ৫ (পাঁচ) নম্বর অতিরিক্ত হিসাবে প্রদান করা হয়।

সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি বিধিমালা, ২০০২-এর ২য় তফসিলের ২(ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একই বিধিমালার ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো কর্মকর্তার শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত নম্বরের ৬০ শতাংশের কম অর্থাৎ ১৫ নম্বরের কম হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে উপযুক্ততা নিরূপণকল্পে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিধান রয়েছে। উক্ত বিধিমালার ২য় তফসিলের ২(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে নম্বর নির্ধারণের বিধান নিম্নরূপঃ

ডিগ্রি	প্রথম বিভাগ/শ্রেণি	দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি	তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণি
এস.এস.সি	৬	৪	২
এইচ.এস.সি	৬	৪	২
গ্র্যাজুয়েশন	৯	৬	৩
মাস্টার্স	৪	৩	২

উল্লিখিত বিধান অনুযায়ী উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পেতে ইচ্ছুক সংশ্লিষ্ট পদের ফিডার পদধারী প্রার্থীদের মধ্যে যে সকল প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ১৫-এর কম হবে সে সকল প্রার্থীকে নিম্নোক্ত সিলেবাস অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক আয়োজিত উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালনে সক্ষম বিষয়ে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

যাদের পদোন্নতির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর কম হয় সে সব কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের উপসচিব, যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও সচিব পদে পদোন্নতি পরীক্ষার জন্য সিলেবাস নিম্নরূপঃ

ক. ইংরেজি (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১. অনুবাদ (বাংলা থেকে ইংরেজি)-১০

২. অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)-১০

৩. দাপ্তরিক পত্র-২০

৪. ভাব উপলব্ধি (Comprehension)-১৫

৫. ইংরেজি রচনা (ন্যূনতম ২০০ শব্দের মধ্যে)-২৫

৬. সার-সংক্ষেপ-২০

খ. সাধারণ জ্ঞান (মোট নম্বর ১০০, পাস নম্বর : ৫০, সময় : ৩ ঘণ্টা, লিখিত পরীক্ষা, মাধ্যম-ইংরেজি)

১.প্রথম অংশ : বাংলাদেশ বিষয়াবলি-৫০

২.দ্বিতীয় অংশ : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি-৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারি কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা বিষয়ক কার্যক্রম

৬.১. সরকারি কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে কমিশনের পরামর্শ প্রদান

সংবিধানের ১৪০(২)(ঘ) অনুচ্ছেদ এবং Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 মোতাবেক প্রজাতন্ত্রের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] গেজেটেড পদে চাকরিরত কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিষয়ে গুরুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কমিশনের সাথে সরকারের পরামর্শ করার বিধান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিধির ভিত্তিতে কমিশন প্রাপ্ত কাগজপত্র/তথ্য প্রমাণাদি বিচার-বিশ্লেষণান্তে সুপারিশ প্রদান করে থাকে। প্রতি বছর কয়েকশত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশনে প্রেরণ করা হয়। শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ইউনিট পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/তথ্যাদি যাচাই-বাছাই করতে হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলার বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য বর্তমানে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় সুপারিশ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

ক. সাধারণ তথ্যাবলি

১.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ)	:
২.	জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল. এ যাওয়ার তারিখ	:
৩.	চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতন স্কেল	:
৪.	চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না	:
৫.	শিক্ষানবিশকাল অবসান হয়েছে কি-না	:
৬.	অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতনস্কেল	:
৭.	বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না	:
৮.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি-না	:

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	**প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র**	**প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই**	**পৃষ্ঠা**	**মন্তব্য**
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেছেন কি-না এবং ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে কি-না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানি গৃহীত হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগাদেশের কপি			
৭.	সাক্ষীদের জবানবন্দি ও দৈনন্দিন রেকর্ডপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ			
৯.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
১০.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
১১.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের প্রথম শ্রেণি [৯ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব] ও দ্বিতীয় শ্রেণির [১০ম, ১১তম, ১২তম ও ১৩তম গ্রেড] পদে কর্মরত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় মতামত প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

ক. সাধারণ তথ্যাবলি

১. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ) :

২. জন্ম তারিখ ও পি.আর.এল. এ যাওয়ার তারিখ :

৩. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতনস্কেল :

৪. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না :

৫. শিক্ষানবিশকাল অবসান হয়েছে কি-না :

৬. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম, যোগদানের তারিখ এবং এ পদের বেতন স্কেল :

৭. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না :

৮. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত রয়েছেন কি-না :

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	**প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র**	**প্রয়োজনীয় তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই**	**পৃষ্ঠা**	**মন্তব্য**
১.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ/অভিযোগনামা ও অভিযোগের বিবরণী			
২.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৩.	প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৪.	অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেছেন কি-না এবং ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে কি-না			
৫.	ব্যক্তিগত শুনানি গৃহীত হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			
৬.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ			
৭.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানায় যথাযথভাবে জারির প্রমাণপত্র/দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে তার কপি (অভিযুক্ত কর্মকর্তা নোটিশের জবাব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করলে প্রয়োজন নেই)			
৮.	দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব (সংশ্লিষ্ট সকল সংযুক্তিসহ)			
৯.	অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত			

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** সকল কাগজপত্র ও প্রমাণাদি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৬.২. বিভাগীয় মামলায় গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক কাগজপত্র/তথ্যাবলি

১. সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত রেকর্ডপত্র ও তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযোগের বিবরণীসহ অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগনামার জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের আদেশের কপি;

ঘ. সাক্ষীদের জবানবন্দি, তদন্তকালীন দৈনন্দিন রেকর্ড এবং সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ তদন্ত প্রতিবেদন;

ঙ. দ্বিতীয় শোকজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

চ. অভিযুক্তের দ্বিতীয় শোকজ নোটিশের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি)।

২. সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাবলি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযোগনামা (জারি করার প্রমাণস্বরূপ কাগজপত্রের কপিসহ);

খ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে তার কপি);

গ. দ্বিতীয় শোকজ নোটিশ (জারি করার প্রমাণপত্রের কপিসহ); এবং

ঘ. অভিযুক্তের জবাব (সংযুক্তি থাকলে কপিসহ)।

২. উপর্যুক্ত তথ্য ছাড়াও অভিযুক্ত কর্মকর্তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত তথ্যাদি প্রয়োজন হয়। যেমন–

ক. অভিযুক্ত কর্মকর্তার নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্যাডার ও পরিচিতি নম্বরসহ);

খ. জন্ম তারিখ/পিআরএল-এ যাবার প্রাক্কলিত তারিখ;

গ. চাকরিতে যোগদানের তারিখ, যোগদানকালীন পদ ও বেতনস্কেল;

ঘ. চাকরিতে স্থায়ী/নিয়মিত কি-না;

ঙ. শিক্ষানবিশকাল শেষ হয়েছে কি-না;

চ. অভিযোগ দায়েরকালে কর্মরত পদের নাম এবং এ পদের বেতনস্কেল;

ছ. এ পদে অভিযুক্ত কর্মকর্তার যোগদানের তারিখ;

জ. বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি/দুদকের মামলা রুজু আছে কি-না বা কোনো ফৌজদারি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কি-না; এবং

ঝ. অভিযুক্ত কর্মকর্তা সাময়িকভাবে বরখাস্ত কি-না।

৬.৩. ২০২০ সালে বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের তথ্য বিবরণী

- কমিশনে প্রাপ্ত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৬৪
- মতামত প্রদানকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৬৪
- একমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ৬১
- দ্বিমতকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা : ০৩

[পরিশিষ্ট-৬]

সারণি-৬ :বিভাগীয় মামলায় কমিশনের পরামর্শ প্রদানের বিবরণ (২০১২—২০২০)

[লেখচিত্র-৬]

সাল	প্রাপ্ত মোট মামলার সংখ্যা	একমতকৃত মামলার সংখ্যা(%)	দ্বিমতকৃত মামলার সংখ্যা(%)	পরামর্শ প্রদানকৃত মামলার সংখ্যা(%)
২০১২	১৪৭	১৪৩ (৯৭.২৮)	০৪ (২.৭২)	১৪৭ (১০০.০০)
২০১৩	৯৬	৮৬ (৯৬.৬৩)	০৩ (৩.৩৭)	৮৯ (৯২.৭১)
২০১৪	১০২	৮৯ (৯০.৮২)	০৯ (৯.১৮)	৯৮ (৯৬.০৮)
২০১৫	৯১	৮৮(৯৬.৭০)	০৩ (৩.৩০)	৯১ (১০০.০০)
২০১৬	১২৩	১২০ (৯৭.৫৬)	০৩ (২.৪৪)	১২৩ (১০০.০০)
২০১৭	৯৪	৯৪ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৯৪ (১০০.০০)
২০১৮	৬৪	৬৪ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৬৪ (১০০.০০)
২০১৯	৬১	৬১ (১০০.০০)	০০ (০.০০)	৬১ (১০০.০০)
২০২০	৬৪	৬১ (৯৫.৩১)	০৩ (৪.৬৯)	৬৪ (১০০.০০)

লেখচিত্র-৬ ঃ বিভাগীয় মামলার কমিশনের পরামর্শ প্রদানের সংখ্যা

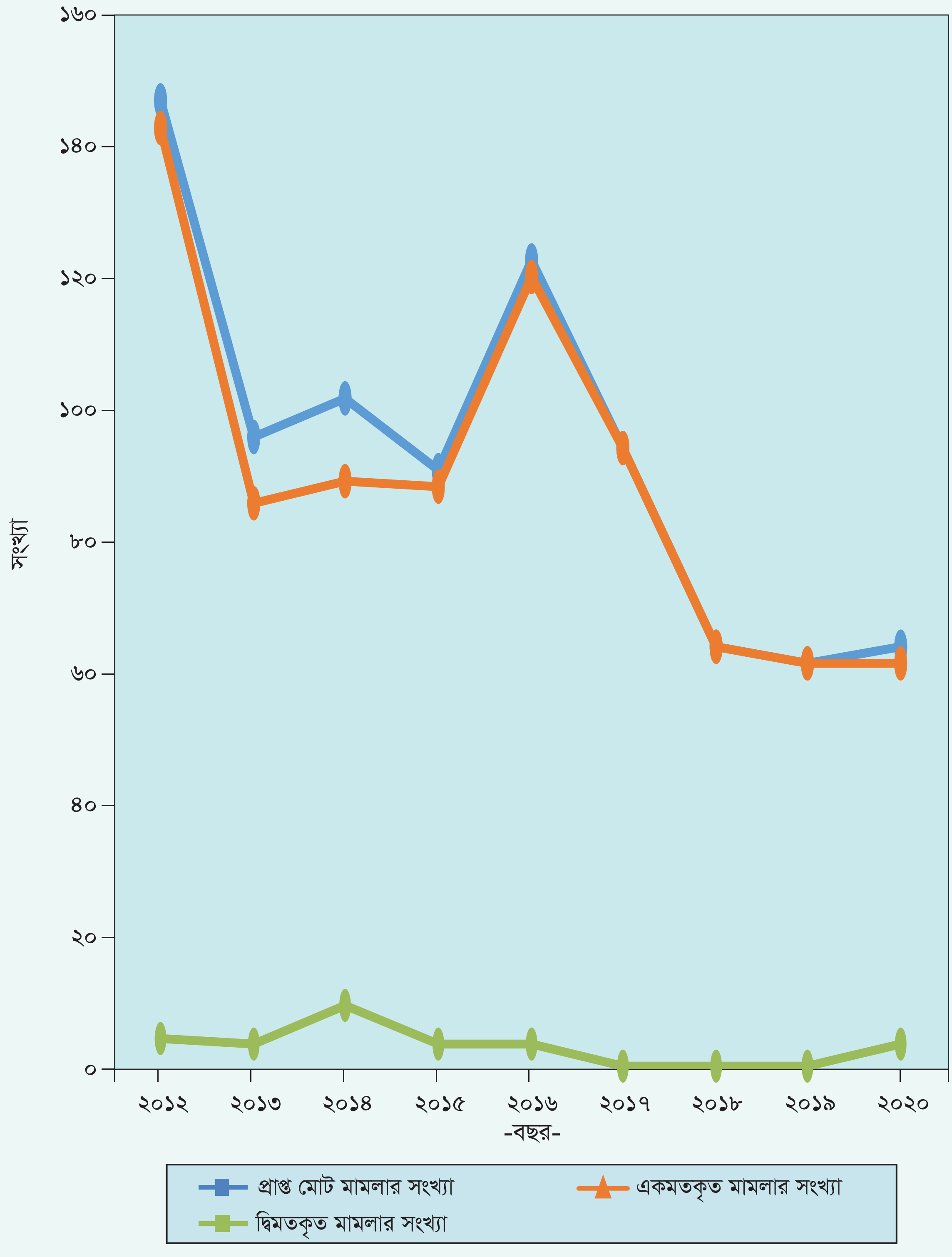

৬.৪. কমিশনের আইন অধিশাখা ও মামলা সংক্রান্ত

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত (নিয়োগ, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিসহ নিয়োগবিধি সংশোধন) সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও অধঃস্তন আদালতে দায়েরকৃত যাবতীয় মামলা মোকদ্দমার বিষয়ে কমিশনের পক্ষে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ (মামলা পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থা) গ্রহণসহ মামলা মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে সার্বিক সহায়তা প্রদানে আইন অধিশাখা কাজ করে থাকে। সাধারণত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কোন শর্ত, নিয়োগ পরীক্ষা, পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল, নিয়োগ বিধিমালা, পদোন্নতি, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রার্থীদের কেউ কেউ সংক্ষুব্ধ হয়ে কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পক্ষ করে রিট মামলা, সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল, এ.টি মামলা, এ.এ.টি মামলা, কনটেম্পট মামলা, দেওয়ানী ও ফৌজদারি মামলা দায়ের করে থাকেন। বিজ্ঞ সলিসিটরের কার্যালয় এবং কমিশনের প্যানেলভুক্ত আইনজীবীগণের মাধ্যমে আপীল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ ও বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা করা হয়। অত্র অধিশাখা হতে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ এবং আইনজীবীগণকে মামলা পরিচালনার ফি প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অত্র অধিশাখা হতে বিভিন্ন মামলার বিষয়ে কমিশন কর্তৃক চাহিত আইনগত মতামতসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও অন্যান্য সরকারি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের শৃঙ্খলামূলক বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত শাস্তির বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান করা হয়।

সপ্তম অধ্যায়

নিয়োগবিধি ও জ্যেষ্ঠতা

৭.১. নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনে পরামর্শ দান

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ গ্রহণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনের মতামত চাওয়া হলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিশন পরামর্শ প্রদান করে।

কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুযায়ী একাধিক বিজ্ঞাপন জারির পরও সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধিতে উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত পূরণ না করার কারণে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধিতে উল্লিখিত সরাসরি নিয়োগের শর্ত পুনঃবিবেচনাপূর্বক বাস্তবসম্মত শর্ত সংযোজনের জন্য নিয়োগবিধি সংশোধনের বিষয়ে কমিশনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

বিভিন্ন সময় মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিয়োগবিধি সংশোধন/পরিবর্তন করে পদ আপগ্রেড করা হয়। কিন্তু পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিবর্তন করা হয় না। ফলে কমিশন কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণের সময় পদের উপযোগী মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হলে অধিকাংশ প্রার্থী অকৃতকার্য হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিয়োগবিধি প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধনের সময় সবদিক বিবেচনা ও সমন্বয় করে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য বর্তমানে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত চেকলিস্ট অনুসরণ করা হচ্ছে :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি অফিসের নিয়োগবিধি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের চেকলিস্ট

ক. মতামত প্রদানের জন্য সাধারণ তথ্যাবলি

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম :

২. অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের নাম :

খ. প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

ক্রমিক নম্বর	প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র	প্রয়োজনীয়তথ্য/ কাগজপত্র আছে/নেই	পৃষ্ঠা	মন্তব্য
১.	নিয়োগবিধি পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপ কমিটির সুপারিশ			
২.	প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ			
৩.	বিদ্যমান নিয়োগবিধি ও প্রস্তাবিত নিয়োগবিধির তুলনামূলক বিবরণী			
৪.	প্রজ্ঞাপন আকারে প্রস্তাবিত খসড়া নিয়োগবিধির কপি			
৫.	সংশোধনের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়োগবিধি			
৬.	অর্গানোগ্রামের কপি			
৭.	প্রস্তাবিত পদসমূহের কার্যাবলি			
৮.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের মঞ্জুরিপত্র			
৯.	পদ সৃষ্টি/মানোন্নয়নের জন্য জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিপত্র এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের জিও (অর্থ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠাঙ্কনসহ)			

[বিশেষ দ্রষ্টব্য: সকল কাগজপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সংযুক্ত করা হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সিল
(যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়)

৭.২. ২০২০ সালে নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ প্রদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- নিয়োগবিধি প্রণয়নের ১৪টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে।
- কমিশন ১৪টি বিষয়েই সুপারিশ প্রদান করেছেন।

[পরিশিষ্ট-৭]

সারণি-৭ : ২০১১—২০২০ সাল পর্যন্ত নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশের পরিসংখ্যান
[লেখচিত্র-৭]

সাল	নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ
২০১১	২২
২০১২	৩২
২০১৩	২৭
২০১৪	১৭
২০১৫	১২
২০১৬	১৬
২০১৭	২১
২০১৮	২৯
২০১৯	২৩
২০২০	১৪

৭.৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদের মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন এবং নম্বর বন্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

১৯.০২.২০১৭ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১৭ সালের ১ম সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সংশোধিত মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের রূপরেখা এবং উক্ত পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক নিম্নরূপ:

ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন উচ্চতর পদে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের গঠন

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/বিজ্ঞ সদস্য	বোর্ডের চেয়ারম্যান
২.	একজন বিভাগীয় বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৩.	একজন বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪.	একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ [eminent physician/ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি/ বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিদ (শুধু কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে)] (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৫.	একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব (eminent person) (কমিশন কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

লেখচিত্র-৭ ঃ নিয়োগবিধি প্রণয়নের সুপারিশ

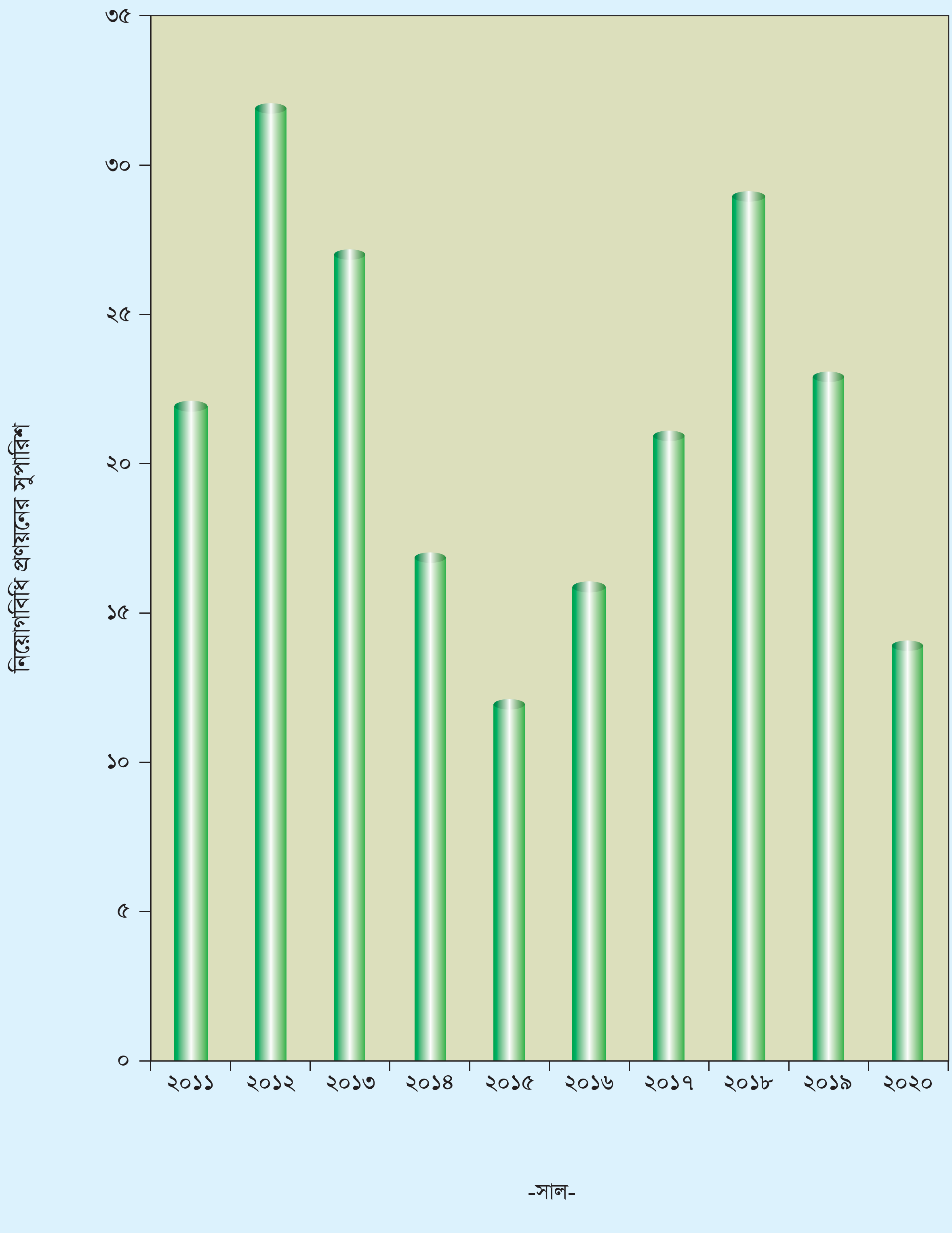

খ. উচ্চতর পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ছক

ক্রমিক নম্বর	মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বণ্টন পদ্ধতি	বিভাজিত মূল্যায়ন নম্বর
১.	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য - ৫ নম্বর	৫
২.	উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক. ন্যূনতম ১ বছরের ডিপ্লোমা - ৩ নম্বর খ. ২ বছরের ডিপ্লোমা/এমফিল/এমএস/এমডি ইত্যাদি - ৫ নম্বর গ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি - ৮-১০ নম্বর প্রার্থীর অর্জিত ডিপ্লোমা/ডিগ্রির কেবল সর্বোচ্চটির ভিত্তিতে নম্বর দেওয়া হবে।	১০
৩.	চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা : ক. ন্যূনতম প্রয়োজনীয় (required) অভিজ্ঞতার জন্য - ৫ নম্বর খ. পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য ১ নম্বর হারে সর্বোচ্চ - ৫ নম্বর	১০
৪.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে (স্বীকৃত জার্নালে) প্রকাশনা অথবা প্রমাণ উপস্থাপন সাপেক্ষে চাকরি জীবনে দেশে বিদেশে অর্জিত পেশাগত কৃতিত্ব/সাফল্য/ঔজ্জ্বল্য (যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য)	১০
৫.	ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন (প্রার্থীর বুদ্ধিমত্তা, নেতৃত্বের গুণাবলি, স্পষ্টভাবে অনুভূতি ও ভাবনা প্রকাশের সক্ষমতা (articulation), আত্মবিশ্বাস, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, শখ ইত্যাদি)	১৫
৬.	মৌখিক পরীক্ষার পারফরমেন্স	৫০

গ. ৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্ম কমিশনের দশম বিশেষ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ৮০.০০.০০০০.৪০৬.১৮.০০৬.২০-৫৪ নং অফিস আদেশের মাধ্যমে উচ্চতর গ্রেডের পদসমূহে সরাসরি প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় মৌখিক পরীক্ষার পাশ নম্বর ৫০% নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘ. যে সব পদে নিয়োগবিধি অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয় সে সব ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার পূর্বে পূর্বোক্ত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে ২৫ নম্বরের (নিয়োগবিধিতে অন্যরূপ কোন নম্বর উল্লেখ না থাকলে) ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং কেবল ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার পাস নম্বর হয় ১০। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিষয়টি বিজ্ঞাপনে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রে তা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

ঙ. কর্ম কমিশন সচিবালয়ের তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) শাখা ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডকে সার্বিক সহযোগিতা বিশেষ করে লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করে থাকে।

৭.৪. জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ

ক. ২০২০ সালে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের থেকে মোট ৬৪টি পদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব কমিশনে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে মোট ৬৪ জনের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণের জন্য কমিশন বরাবর অনুরোধ জানানো হয়। কমিশন প্রস্তাবসমূহ বিচার-বিবেচনাপূর্বক ৬৪ জনের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করে সুপারিশ প্রেরণ করে।

[পরিশিষ্ট-৮]

খ. এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক কর্মচারীদের জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রস্তুত করে সরবরাহ করা হয়।

অষ্টম অধ্যায়

মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও সরকারি সংস্থাকে পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান

৮.১. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য গঠিত বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির (ডিপিসি) সভায় নিয়মিতভাবে কর্ম কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধিগণ বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাযথ বিধি অনুসরণ না করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হলে কমিশন কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দিয়ে তা অবহিত করা হয়। কমিশন লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির (ডিপিসি) সভাসমূহে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যবৃন্দ নিয়মিত উপস্থিত থাকছেন এবং নিয়মিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

২০২০ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে **১,৬৩৯**টি বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় সরকারী কর্ম কমিশনের প্রতিনিধি মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। কমিশনের প্রতিনিধিগণ ডিপিসি সভায় সরকারি বিধি-বিধান বহির্ভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা পরিহারের বিষয়ে অধিক গুরুত্ব সহকারে দায়িত্ব পালন করেন ও নিয়মিত কমিশনে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

৮.২. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর-এর বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় কমিশনের প্রতিনিধি যোগদানের নিয়মাবলি

কমিশন নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করেছে যে, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা বা বাছাই সংক্রান্ত কাজ ৭-৮ ঘণ্টা ধরে চলে। ফলে সভায় যোগদানকারী কর্মকর্তাবৃন্দ ঐ দিন কমিশন সচিবালয়ে আর কোনো কাজ করতে পারেন না। এতে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হয়। এ অবস্থা নিরসনকল্পে এবং বাছাই কমিটির সভায় কমিশন প্রতিনিধির অর্থবহ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কমিশন নিম্নরূপ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছে যা কমিশন প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এর পক্ষে অনুসরণ করা অপরিহার্য।

১. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে কমিশনের প্রতিনিধিকে যাতায়াতসহ সর্বোচ্চ ৪ (চার) ঘণ্টার (যাতায়াতের জন্য দেড় ঘণ্টা, সভার জন্য আড়াই ঘণ্টা) জন্য অনুমতি দেয়া হয়। এ সময়ের মধ্যে কর্মকর্তা কমিশন সচিবালয়ে ফিরে আসবেন।

২. অফিস সময়ের মধ্যে সভা শেষ না হলে কমিশনের কর্মকর্তা বিকাল ৪.৩০ মিনিটের সময় কমিশন সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের সদস্যের কাছ থেকে ফোনে অনুমতি নিয়ে সভায় অবস্থান করবেন।

৩. কোন সভা দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান একাধিক দিনে সভা আহ্বান করতে পারে। তবে সভার মেয়াদ তিন দিনের বেশি হলে পূর্বাহ্নে কমিশনের সাথে পরামর্শ করে সময় নির্ধারণ করতে হবে।

৪. কোন কারণে ডিপিসি'র সভা বিলম্বিত/দীর্ঘায়িত হলে যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে কমিশনের প্রতিনিধির পক্ষে অফিসে ফিরে আসা সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে তিনি ফোনে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার এবং পরবর্তী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা (অর্থাৎ দুজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা)-কে অবহিত করে মৌখিক অনুমোদন গ্রহণ করবেন।

৫. কমিশনের প্রতিনিধিকে সভায় যোগদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের পরিচালকের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

৮.৩. বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের ছকের নমুনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নাম   সভার তারিখ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব/সংস্থা প্রধানের নাম :

১.	সভাপতি/আহ্বায়কের নাম ও পদবি	:
২.	সভার মূল আলোচ্যসূচি	:
৩.	পিএসসি'র প্রতিনিধির নাম ও পদবি	:
৪.	পিএসসি থেকে সভা-এর উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার সময়	:
৫.	সভা থেকে পিএসসিতে ফিরে আসার সময়	:

৬. **নিয়োগের জন্য বাছাই এর ক্ষেত্রে**

	ক. বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	:
	খ. শূন্য পদের সংখ্যা	:
	গ. আবেদনকারীর সংখ্যা	:
	ঘ. লিখিত পরীক্ষার তারিখ	:
	ঙ. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা	:
	চ. মৌখিক পরীক্ষার জন্য আমন্ত্রিত প্রার্থীর সংখ্যা	:
৭.	**আলোচ্য সভায় নিয়োগের জন্য সুপারিশকৃত/বাছাইকৃত প্রার্থী সংক্রান্ত**	
	ক. সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা	:
	খ. কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি-না	:
	গ. মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত অপূরণকৃত পদের সংখ্যা	:
৮.	**পদোন্নতি/টাইমস্কেল প্রদানের ক্ষেত্রে**	
	ক. অনুমোদিত এবং অবিসংবাদিত গ্রেডেশন তালিকা আছে কি-না	:
	খ. পদোন্নতির পদ (সমূহ) স্থায়ী কি-না	:
	গ. প্রস্তাবিত কর্মচারী (বৃন্দ) স্থায়ী কি-না	:
	ঘ. কোন সিনিয়র কর্মচারী অতিক্রান্ত (supersede) হচ্ছে কি-না	:
	ঙ. এসিআর পর্যালোচনা করা হয়েছিল কি-না	:
৯.	নিয়মিতকরণের সময় পিএসসি কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে কি-না (কমিশনের প্রতিনিধি পিএসসি'র ছক সাথে নিয়ে যাবেন)	:
১০.	সভাপতি কোনো বেআইনি বা অন্যায় সিদ্ধান্ত/প্রার্থীর তালিকা চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন কি-না	:
১১.	সভায় পিএসসি'র প্রতিনিধি কোনো অর্থবহ বা গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ/ভূমিকা রেখে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:
১২.	সমাপনী মন্তব্য (যদি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য থাকে)।	:

তারিখ :

কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম ও পদবি

নবম অধ্যায়
কমিশনের বাজেট

৯.১. আয়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। উক্ত কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্ম কমিশন কর্তৃক চাকরি প্রত্যাশীদের নিকট থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষার ফি গ্রহণ করা হয়। বর্তমান বছরে উক্ত খাতে সর্বমোট ৩৭,১৭,৫৭,৬৫০ টাকা এবং অন্যান্য খাতে ৫,০৮,২৪৪ টাকাসহ সর্বমোট ৩৭,২২,৬৫,৮৯৪ টাকা আয় হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী আয়ের সম্পূর্ণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

সারণি-৯.১ : ২০২০ সালে বিভিন্ন খাতে আয়

ক্রমিক নম্বর	কোড নম্বর	আয়ের খাত	মোট আয় (টাকা)
১.	১৪১১২০২	গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সুদ	৯০,৬২২
২.	১৪২২৩২৬	পরীক্ষা ফি	৩৭,১৭,৫৭,৬৫০
৩.	৭২১৫১০১	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	১,৫৭,১৪৩
৪.	৭২১৫১০২	কম্পিউটার অগ্রিম	৯০,০০০
৫.	৭২১৫১০৪	মটর গাড়ি অগ্রিম	১,২৮,২৪২
৬.	৭২১৫১০৫	মোটর সাইকেল অগ্রিম	৪২,২৩৭
		সর্বমোট	৩৭,২২,৬৫,৮৯৪

৯.২. ব্যয়

প্রতি অর্থ বছরের প্রারম্ভে অর্থ বিভাগ কর্তৃক কমিশনের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। আলোচ্য বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাত ও উপ-খাতে সর্বমোট ৪৭,৮৫,৩৪,৬৩২ টাকা ব্যয় হয়েছে।

সারণি-৯.২ : ২০২০ সালে বিভিন্ন খাতে ব্যয়

ক্রমিক নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১.	চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের বেতন	১১৭৮০০০০	০	১১৭৮০০০০
	কর্মকর্তাদের বেতন	৭৬০০৮২৬২	৫৬৭২০৯২	৮১৬৮০৩৫৪
২.	প্রাতিষ্ঠানিক কর্মচারীদের বেতন	৩৬৪২৯১৪৫	২৯৬৭৭৮০	৩৯৩৯৬৯২৫
৩.	**পরিচালন কার্যক্রম**			
	যাতায়াত ভাতা	৮১৭১৪১	১২৪৭০০	৯৪১৮৪১
	শিক্ষা ভাতা	১৭৬৩২৪৯	২২৭০০০	১৯৯০২৪৯
	বাড়ি ভাড়া ভাতা	৪৬১৬০২৫৭	৩৮৬৮৯৪৫	৫০০২৯২০২
	চিকিৎসা ভাতা	৬৯৯২৬৫৩	৬১৩৮৯২	৭৬০৬৫৪৫
	মোবাইল ভাতা	১১৮৯৫২০	০	১১৮৯৫২০
	টেলিফোন নগদায়ন	১৪৭৭০০	৯৫২৮	১৫৭২২৮
	টিফিন ভাতা	৪৯৩৭৫৪	৩৮৯১০	৫৩২৬৬৪

ক্রমিক নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
	ধোলাই ভাতা	১৫৮০৩৭	২২০০০	১৮০০৩৭
	উৎসব ভাতা	১৯৮৭০৫০৪	১০৫৯৮১০	২০৯৩০৩১৪
	অধিকাল ভাতা	৫১৪৩৯০৩	০	৫১৪৩৯০৩
	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	২৮২৭২৯৫	৭৫৯০০	২৯০৩১৯৫
	আপ্যায়ন ভাতা	২০১১৫০	০	২০১১৫০
	সম্মানী ভাতা	২৬০৪৫৮০৮	৩৪৯৬৮৩৫	২৯৫৪২৬৪৩
	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১৯৬১১৯৯	১২৬৫৭২	২০৮৭৭৭১
	অন্যান্য ভাতা	২৩১৬৯০	০	২৩১৬৯০
	পাচক ভাতা	২৭৬২৬৭৯	০	২৭৬২৬৭৯
	নিরাপত্তা ভাতা	২৭৬৬৭৪৪	০	২৭৬৬৭৪৪
	মোট পরিচালন ব্যয়	**২৪,৩৭,৫০,৬৯০**	**১,৮৩,০৩,৯৬৪**	**২৬,২০,৫৪,৬৫৪**
৪.	**প্রশাসনিক ব্যয়**			
	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	৪৫৫০০	০	৪৫৫০০
	ক্ষতিপূরণ	১৩১৯২০	৪৫৮৭৫	১৭৭৭৯৫
	আনু: প্রতি:	১১৪৫৯৪১২	০	১১৪৫৯৪১২
	আপ্যায়ন ব্যয়	২০৭৫৭৫০	০	২০৭৫৭৫০
	শ্রমিকের মজুরি	৪৮৬০৮৩১	৫৪০৫৭৯	৫৪০১৪১০
	আইন খরচ	২২৮৪০০০	০	২২৮৪০০০
	সেমিনার/কনফারেন্স	১৭৮৩৯৭	০	১৭৮৩৯৭
	বিদ্যুৎ	৩২৬০৯০৭	২৪১৯১৫	৩৫০২৮২২
	পানি	৬৫৮৭৫১	৪৮৪৯৯	৭০৭২৫০
	ইন্টারনেট	৭১৭৩০	০	৭১৭৩০
	ডাক	০	১৫০০০	১৫০০০
	টেলিফোন	৫৩৯৯৭১	১৩৫৯৮৮	৬৭৫৯৫৯
	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১৯৩০৬৬৯১	০	১৯৩০৬৬৯১
	বইপত্র ও সাময়িকী	৪৬০১৬৫	৩৫১৭৮	৪৯৫৩৪৩
	অফিস ভবন ভাড়া	০	১৭০৫৫৬৪	১৭০৫৫৬৪
	মোট প্রশাসনিক ব্যয়	**৪,৫৩,৩৪,০২৫**	**২৭,৬৮,৫৯৮**	**৪,৮১,০২,৬২৩**
৫.	**ফি চার্জ ও কমিশন**			
	পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন	৩৪২১৩৪৬	৬৬০৪০৯	৪০৮১৭৫৫
	মোট ফি চার্জ ও কমিশন	৩৪,২১,৩৪৬	৬,৬০,৪০৯	৪০,৮১,৭৫৫

ক্রমিক নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
৬.	**প্রশিক্ষণ**			
	প্রশিক্ষণ	৯২৬৬৮১	৫০০০	৯৩১৬৮১
	মোট প্রশিক্ষণ ব্যয়	৯,২৬,৬৮১	৫,০০০	৯,৩১,৬৮১
৭.	**অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি**			
	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	৯৪৫১৫৬	১৭৭৮২৫	১১২২৯৮১
	মোট অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	**৯,৪৫,১৫৬**	**১,৭৭,৮২৫**	**১১,২২,৯৮১**
৮.	**পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস**			
	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস	৮৩৩০০৩৮	০	৮৩৩০০৩৮
	গ্যাস ও জ্বালানি	৮৭৭৫	০	৮৭৭৫
	মোট পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্টস ব্যয়	**৮৩,৩৮,৮১৩**	**০**	**৮৩,৩৮,৮১৩**
৯.	**জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সামগ্রি সরবরাহ**			
	নিরাপত্তা সেবা সংগ্রহ	৫৭৪৭৫৬০	০	৫৭৪৭৫৬০
	মোট জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সামগ্রি সরবরাহ	**৫৭,৪৭,৫৬০**	**০**	**৫৭,৪৭,৫৬০**
১০.	**মুদ্রণ ও মনিহারি**			
	কম্পিউটার সামগ্রি	১৯৬৯৪০০	১৪৮৯৮৫	২১১৮৩৮৫
	মুদ্রণ ও বাঁধাই	১০১৪৭১৭৩	০	১০১৪৭১৭৩
	অন্যান্য মনিহারি	২৩৫৩৩২০	১৫০০০	২৩৬৮৩২০
	মোট মুদ্রণ ও মনিহারি ব্যয়	**১,৪৪,৬৯,৮৯৩**	**১,৬৩,৯৮৫**	**১,৪৬,৩৩,৮৭৮**
১১.	**সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রি**			
	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৫৯৮৮৯১৪	১৮০৪১৫	৬১৬৯৩২৯
	পোশাক	২৫১৯৯৪৭	৯৭২৮০	২৬১৭২২৭
	মোট সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রি ব্যয়	**৮৫,০৮,৮৬১**	**২,৭৭,৬৯৫**	**৮৭,৮৬,৫৫৬**
১২.	**পেশাগত সেবা, সম্মানি ও বিশেষ ব্যয়**			
	কনসালটেন্সি	**০**	**০**	**০**
	সম্মানি/পারিতোষিক (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	৯৬৪৯০৬৩৯	২৮৬০৭০১	৯৯৩৫১৩৪০
	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	৮৪৯৪০	০	৮৪৯৪০
	মোট পেশাগত সেবা, সম্মানি ও বিশেষ ব্যয়	**৯,৬৫,৭৫,৫৭৯**	**২৮,৬০,৭০১**	**৯,৯৪,৩৬,২৮০**

ক্রমিক নম্বর	খাতসমূহ	প্রধান কার্যালয় (টাকা)	৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় (টাকা)	মোট ব্যয় (টাকা)
১৩.	**মেরামত ও সংরক্ষণ**			
	মোটরযান	**১৮৭৭৭৭২**	**০**	**১৮৭৭৭৭২**
	আসবাবপত্র	৩২০০৯৫	৮৭১০০	৪০৭১৯৫
	কম্পিউটার	১৭৯৬০০	৮৮৯৯০	২৬৮৫৯০
	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৫৯১৭৩০	০	৫৯১৭৩০
	অনাবাসিক ভবন	২০০৭৫	০	২০০৭৫
	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৮৭৩৮৯০৩	০	৮৭৩৮৯০৩
	পৌর কর	৫০০০০০০	০	৫০০০০০০
	মোট মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়	**১,৬৭,২৮,১৭৫**	**১,৭৬,০৯০**	**১,৬৯,০৪,২৬৫**
সংরক্ষিত				
১৪.	সাধারণ থেকে বরাদ্দ	০	০	০
১৫.	**যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি**			
	মোটরযান ক্রয়	**০**	**০**	**০**
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	২১৩১১৩০	৫০৮০০	২১৮১৯৩০
	অফিস সরঞ্জামাদি	৫০০৩৮২৮	০	৫০০৩৮২৮
	আসবাবপত্র ক্রয়	১০২৪৮২৮	১৮৩০০০	১২০৭৮২৮
	মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ব্যয়	**৮১,৫৯,৭৮৬**	**২,৩৩,৮০০**	**৮৩,৯৩,৫৮৬**
	সর্বমোট ব্যয়	**৪৫,২৯,০৬,৫৬৫**	**২,৫৬,২৮,০৬৭**	**৪৭,৮৫,৩৪,৬৩২**

৯.৩. বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ সারণি-৯.৩ এবং লেখচিত্র-৯-তে দেখানো হয়েছে

সারণি-৯.৩: বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ
[লেখচিত্র-৯]

সাল	মোট আয়	মোট ব্যয়
২০১৬	৪৪,৯৪,৮২,৪৪৯	৫২,৩৩,৮৯,৫৮৮
২০১৭	২৭,২৪,১৫,৪২৯	৪৪,৩২,৮৭,৭১০
২০১৮	২৮,৪০,৪৭,৬০২	৫১,৭১,২৫,০০৮
২০১৯	৩৭,০৫,৯৬,১৩৬	৬৬,৭০,৮৯,১৯৯
২০২০	৩৭,২২,৬৫,৮৯৪	৪৭,৮৫,৩৪,৬৩২

লেখচিত্র-৯ ঃ বিভিন্ন বছরে মোট আয় ও ব্যয়

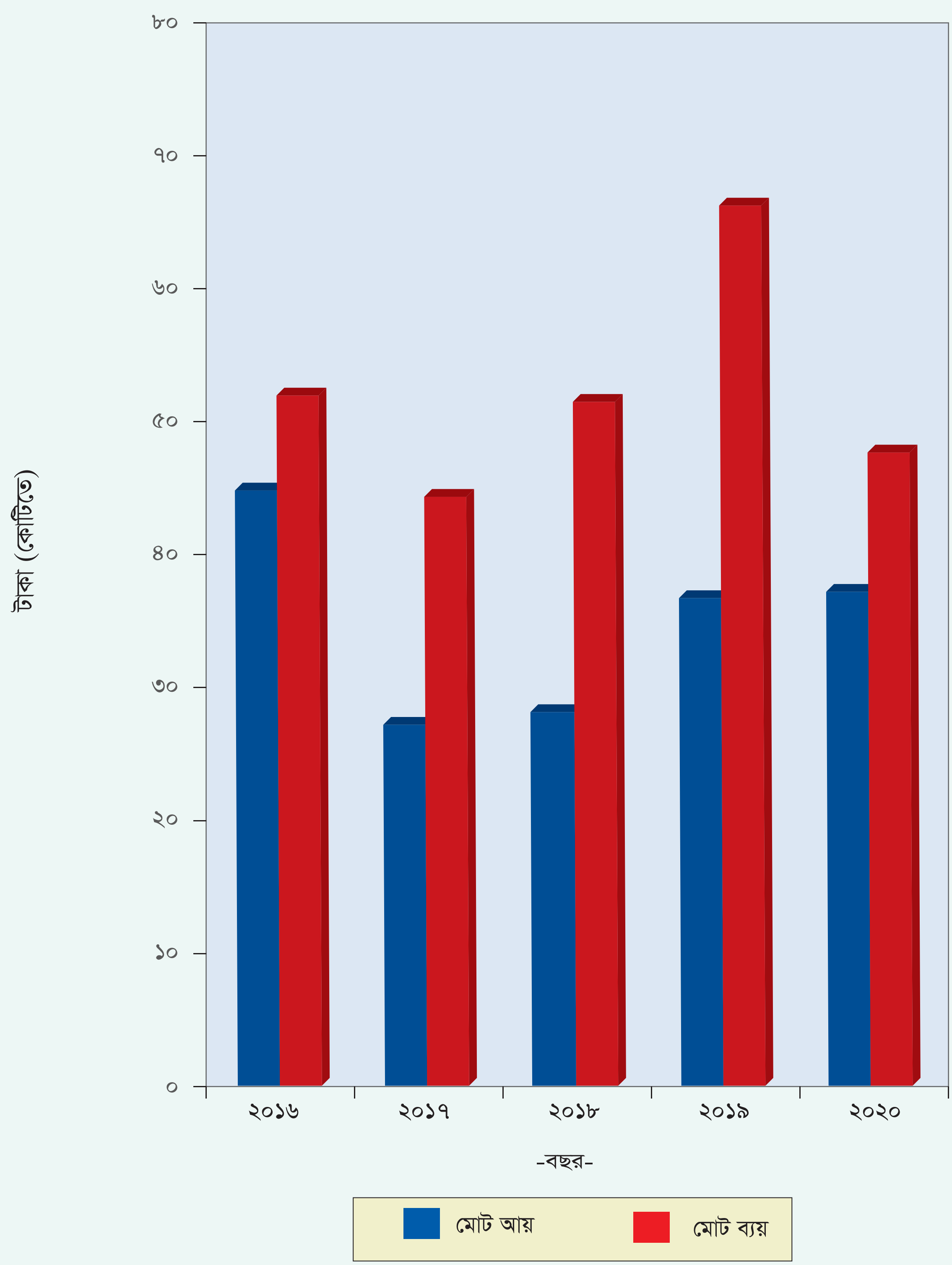

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আয়োজিত সেমিনার ও কর্মশালা

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্ম কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় কর্ম কমিশনের কাজে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং কমিশনে অনলাইন সেবা আরও উন্নতকরণের লক্ষ্যে ২০২০ সালে ০১টি সেমিনার ও ০১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেমিনার ও কর্মশালার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নরূপ ঃ

১০.১. সেমিনারের বিষয় ঃ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সরকারি চাকরিজীবীদের নৈতিকতা, শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অধিক চর্চা।"

করোনা ভাইরাস মহামারী সংক্রমণের মধ্যেও অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে ২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ***"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সরকারি চাকরিজীবীদের নৈতিকতা, শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অধিক চর্চা"*** শিরোনামে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারটি 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের অংশ হিসাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন অনলাইনে যুক্ত ছিলেন। সেমিনারের শুরুতে সবাইকে মহান মুজিববর্ষ ও ১৬ ডিসেম্বরের শুভেচ্ছা জানিয়ে মূল প্রবন্ধ প্রণয়ন ও উপস্থাপনকারী হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ জুম প্লাটফর্মে যুক্ত ছিলেন। প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ তাঁর প্রবন্ধে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন, তাঁর আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতাসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনিক অবকাঠামোর সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নিয়ে সেমিনারে আলোচনা করা হয়।

কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোছাঃ আছিয়া খাতুন এর সভাপতিত্বে সেমিনারটিতে প্রধান আলোচক হিসাবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন। উক্ত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা। জুম প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত সেমিনারটিতে কর্ম কমিশনের সদস্যবৃন্দ, অতিরিক্ত সচিব এবং কমিশন সচিবালয় ও ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে জানানো হয় যে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশকে পুনর্গঠনপূর্বক সোনার বাংলা গড়ার বিষয়ে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তার কারণে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রণয়নের পূর্বেই ৮ এপ্রিল ১৯৭২ তারিখে তিনি বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাকে সামনে রেখে কমিশনের কাজে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করে যাচ্ছে।

১০.২. কর্মশালার বিষয় ঃ "*অনলাইনে নিয়োগ ও পদোন্নতি সেবা সহজীকরণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনা সেবা উন্নয়ন ও সমন্বয়করণ*"

স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের সুপারিশের লক্ষ্যে ৩৩তম বি.সি.এস. হতে কর্ম কমিশনে অনলাইনে সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক নিয়োগ, পদোন্নতি ও ফলাফল ব্যবস্থাপনাকে সহজতর ও উন্নত করার লক্ষ্যে টেলিটকের কারিগরি সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ৭১ মিলনায়তনে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে ***"অনলাইনে নিয়োগ ও পদোন্নতি সেবা সহজীকরণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনা সেবা উন্নয়ন ও সমন্বয়করণ"*** শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কমিশন সচিবালয়ের সাবেক সচিব জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও টেলিটকের এম.ডি প্রকৌশলী মো. সাহাব উদ্দীন। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব বি.এম মামুন, সহকারী ব্যবস্থাপক, টেলিটক বাংলাদেশ। উক্ত কর্মশালায় কর্ম কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষা সফর

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সিভিল সার্ভিস/পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তাদের বিদেশে শিক্ষা ভ্রমণে প্রেরণ করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা ভ্রমণ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ প্রক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল ও যুগোপযোগি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শিক্ষা সফরের উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রক্রিয়া, নিয়োগ পরীক্ষার ধরন, ব্যবস্থাপনা, ফলাফল প্রস্তুতকরণ ও যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন/সুপারিশকরণ পদ্ধতির বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন;
- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন দেশ ও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন।

১১.১. শিক্ষা সফরে সংশ্লিষ্ট দেশের সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা হয়। শিক্ষা সফর শেষে সফরকারী কমিশনের প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগ পদ্ধতির ইতিবাচক দিকগুলো কমিশনে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও কমিশনের প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্ট দেশের নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে কমিশনের নিকট সুপারিশ করে থাকে। সুপারিশের ইতিবাচক দিকগুলো বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নিয়োগ পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কমিশন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে থাকে। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকে। শিক্ষা সফরে ও প্রশিক্ষণে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা কমিশনের পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। **উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে ২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন হতে কোন প্রতিনিধিদল বিদেশে সফর করেন নি।**

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও অনুসৃত উত্তমচর্চা

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন তার কার্যপদ্ধতিতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এক্ষেত্রে কমিশন শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য রোডম্যাপ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কমিশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আকারে প্রস্তুত করে নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের নিয়মিত অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃমন্ত্রণালয়ভিত্তিক সভা এবং নৈতিকতা ও সুশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ সেশনের আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া সাংবিধানিক অনুশাসনের আওতায় প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে বিগত বছরের চলমান কার্যাবলির পাশাপাশি সম্প্রতি কর্ম কমিশন কর্তৃক নিম্নোক্ত উত্তমচর্চাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে :

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক সকল ই-মেইল, সরকারি পত্র, স্মারকপত্র, আধাসরকারি পত্রে যথাযথভাবে মুজিববর্ষের লোগো ব্যবহারের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনের বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার, ভবনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ইত্যাদি সুচারুরূপে প্রতিপালনের জন্য কমিটি ও উপকমিটি গঠন ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

২. কোভিড-১৯ প্রতিরোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান করে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনপূর্বক অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা বজায় রেখে প্রিলিমিনারি টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩. ই-নথি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে ১৩ জন কর্মকর্তাকে ০৭, ০৮ ও ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৪. আঞ্চলিক কার্যালয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩টি ব্যাচে ৩টি ভেন্যুতে [২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ বরিশাল ও খুলনা কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বরিশাল ভেন্যুতে, ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ময়মনসিংহ ভেন্যুতে এবং ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ রাজশাহী ও রংপুর কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ রাজশাহী ভেন্যুতে] Office management and Administrative Procedure [Including E-Filing] শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৫. শুদ্ধাচার চর্চায় কর্মচারীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিমাসে একজন সেরা কর্মচারী এবং বছরে একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬. কমিশন সচিবালয়ের ২৬-১২-২০২০ তারিখ পরিচালকদের অভ্যন্তরীণ Basic Office Management and Administrative Procedure শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া কর্ম কমিশন পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কার্যক্রম ২০২০ সালে সমাপ্ত করেছে যা কমিশনের ওপর অর্পিত সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে কমিশনের সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। কমিশনের সকল কার্যক্রমে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক প্রদেয় সেবা আরো সহজতর হয়েছে যার সুফল বর্তমানে সেবাগ্রহীতারা পাচ্ছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বি.সি.এস. পরীক্ষার ফলাফলের গবেষণা প্রতিবেদন

২০২০ সালে ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। ৩৮তম বি.সি.এস.সহ অন্যান্য বি.সি.এস. পরীক্ষার পরিসংখ্যান অনুসরণে কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১৩.১. বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তথ্য সারণি-১৩.১ (লেখচিত্র-১৩.১ [ক] ও লেখচিত্র-১৩.১ [খ]) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মোট ৩৪৬৪৪০ জন যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ২১৯৮৭৩(৬৩.৪৭%) জন এবং মহিলা ১২৬৫৬৭(৩৬.৫৩%) জন। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৭৩৪০৯(২১.১৯%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৫০৭০৮(১৪.৬৪%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬৫৯০৪(১৯.০২%) জন, খুলনা বিভাগে ৪৯৭৮৬(১৪.৩৭%) জন, বরিশাল বিভাগে ২২৩৯০(৬.৪৬%) জন, সিলেট বিভাগে ১৩৬৮৭(৩.৯৫%) জন, রংপুর বিভাগে ৪২১৭৮(১২.১৮%) জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ২৮৩৭৮(৮.১৯%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ, তৃতীয় অবস্থানে রাজশাহী বিভাগ, চতুর্থ অবস্থানে খুলনা বিভাগ, পঞ্চম অবস্থানে রংপুর বিভাগ, ষষ্ঠ অবস্থানে ময়মনসিংহ বিভাগ,সপ্তম অবস্থানে বরিশাল বিভাগ এবং অষ্টম অবস্থানে সিলেট বিভাগ।

প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ ১৬২৮৬ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ১৩৪৮১(৮২.৭৮%) এবং মহিলা ২৮০৫(১৭.২২%) অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর পাশের আনুপাতিক সংখ্যাও বেশি। প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ ১৬২৮৬ জন প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৩৩৮৯(২০.৮১%) জন, রাজশাহী বিভাগে ২৩৩৩(১৪.৩৩%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৯৮৮(১৮.৩৫%) জন, খুলনা বিভাগে ২৬৫৭(১৬.৩১%) জন, বরিশাল বিভাগে ১০৩০(৬.৩২%) জন, সিলেট বিভাগে ৪৯১(৩.০১%) জন, রংপুর বিভাগে ১৯৩৯(১১.৯১%) জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১৪৫৯(৮.৯৬%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৯৮৬২ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ ৭৯৮৫(৮০.৯৭%) জন এবং মহিলা ১৮৭৭(১৯.০৩%) জন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি তবে মহিলা প্রার্থীর আনুপাতিক হার কিছু বৃদ্ধি হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৯৮৬২ জন প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ২১৪৭(২১.৭৭%) জন, রাজশাহী বিভাগে ১২৯৯(১৩.১৭%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৮৭৯(১৯.০৫%) জন, খুলনা বিভাগে ১৫৬১(১৫.৮২%) জন, বরিশাল বিভাগে ৬৩২(৬.৪১%) জন, সিলেট বিভাগে ২৮৫(২.৮৯%) জন, রংপুর বিভাগে ১১৫৯(১১.৭৬%) জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৯০০(৯.১৩%) জন। তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঢাকা বিভাগে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ।

সুপারিশপ্রাপ্ত ২২০৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬১১ জন পুরুষ এবং মহিলা ৫৯৩ জন অর্থাৎ ৭৩.০৯% পুরুষ এবং ২৬.৯১% মহিলা। সুপারিশপ্রাপ্ত ২২০৪ জন প্রার্থীর মধ্যে সর্বাধিক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রথম অবস্থানে রয়েছেন ঢাকা বিভাগ ৪৯৮(২২.৬০%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে চট্টগ্রাম বিভাগ ৪২৪(১৯.২৪%) জন।

১৩.২. সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি তথ্য সারণি-১৩.২ (লেখচিত্র-১৩.২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৬১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ১১২(১৯.৯০%) জন,রাজশাহী বিভাগে ৩৯(৬.৩৬%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১৫(১৮.৭৭%) জন, খুলনা বিভাগে ৬১(৯.৯৫%) জন, বরিশাল বিভাগে ৩১(৫.০৬%) জন, সিলেট বিভাগে ১২(১.৯৬%) জন, রংপুর বিভাগে ৪৫(৭.৩৪%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪০(৬.৫২%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৩৭(৬.০৩%) জন, রাজশাহী বিভাগে ১৯(৩.১০%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩৭(৬.০৩%) জন, খুলনা বিভাগে ১৬(২.৬১%) জন, বরিশাল বিভাগে ৯(১.৪৭%) জন, সিলেট বিভাগে ৫(০.৮২%) জন, রংপুর বিভাগে ১৩(২.১২%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১২(১.৯৬%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১২২(১৯.৯০%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১১৫(১৮.৭৭%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৬১(৯.৯৫%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৪৫(৭.৩৪%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৪০(৬.৫২%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৩৯(৬.৩৬%) জন, সপ্তম অবস্থানে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩১(৫.০৬%) জন এবং অষ্টম অবস্থানে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১২(১.৯৬%) জন। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে যুগ্মভাবে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৭(৬.০৩%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ১৯(৩.১০%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ১৬(২.৬১%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ১৩(২.১২%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ১২(১.৯৬%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল অর্থাৎ ৯(১.৪৭%) জন এবং সপ্তম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ৫(০.৮২%) জন। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৬১৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৪৬৫ (৭৫.৮৬%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ১৪৮(২৪.১৪%) জন চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছে।

১৩.৩. কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি তথ্য সারণি-১৩.৩ (লেখচিত্র-১৩.৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৮২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ১০৯(১৩.২৪%) জন, রাজশাহী বিভাগে ১০০(১২.১৫%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯১(১১.০৬%) জন, খুলনা বিভাগে ৭৫(৯.১১%) জন, বরিশাল বিভাগে ৩০(৩.৬৫%) জন, সিলেট বিভাগে ১৬(১.৯৪%) জন, রংপুর বিভাগে ৯৫(১১.৫৪%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৬৪(৭.৭৮%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৬৩(৭.৬৫%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৪২(৫.১০%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৩০(৩.৬৫%) জন, খুলনা বিভাগে ২৪(২.৯২%) জন, বরিশাল বিভাগে ১৪(১.৭০%) জন, সিলেট বিভাগে ৩(০.৩৬%) জন, রংপুর বিভাগে ৩৩(৪.০১%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৩৪(৪.১৩%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১০৯(১৩.২৪%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ১০০(১২.১৫%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৯৫(১১.৫৪%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৯১(১১.০৬%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ৭৫(৯.১১%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৬৪(৭.৭৮%) জন, সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩০(৩.৬৫%) জন ও অষ্টম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১৬(১.৯৪%) জন। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যেও ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৬৩(৭.৬৫%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৪২(৫.১০%) জন তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৩৪(৪.১৩%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৩৩(৪.০১%) জন,পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৩০(৩.৬৫%) জন,ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ২৪(২.৯২%) জন, সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ১৪(১.৭০%) জন ও অষ্টম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ৩(০.৩৬%) জন। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৮২৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৫৮০(৭০.৪৭%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ২৪৩(২৯.৫৩) জন চাকরি পেয়েছেন, অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীগণ তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১৩.৪. সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি তথ্য সারণি-১৩.৪ (লেখচিত্র-১৩.৪) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত ৭৬৮ জন প্রার্থীর মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ১১১(১৪.৪৫%) জন, রাজশাহী বিভাগে ৭৪(৯.৬৪%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ১০৮(১৪.০৬%) জন, খুলনা বিভাগে ১০৭(১৩.৯৩%) জন, বরিশাল বিভাগে ৩০(৩.৯১%) জন, সিলেট বিভাগে ১০(১.৩০%) জন, রংপুর বিভাগে ৬১(৭.৯৪%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৬৫(৮.৪৬%) জন এবং মহিলা প্রার্থী রয়েছে ঢাকা বিভাগে ৫৬(৭.২৯%) জন, রাজশাহী বিভাগে ২৫(৩.২৬%) জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৩(৫.৫৯%) জন, খুলনা বিভাগে ২৫(৩.২৬%) জন, বরিশাল বিভাগে ১০(১.৩০%) জন, সিলেট বিভাগে ৪(০.৫২%) জন, রংপুর বিভাগে ২৩(২.৯৯%) জন ও ময়মনসিংহ বিভাগে ১৬(২.০৮%) জন।

এ সারণি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশকৃত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১১১(১৪.৪৫%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ১০৮(১৪.০৬%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ১০৭(১৩.৯৩%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রাজশাহী বিভাগ অর্থাৎ ৭৪(৯.৬৪%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ৬৫(৮.৪৬%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ৬১(৭.৯৪%) জন, সপ্তম অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ৩০(৩.৯১%) জন এবং অষ্টম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ১০(১.৩০%) জন। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৫৬(৭.২৯%) জন, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ ৪৩ (৫.৫৯%) জন, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যুগ্মভাবে রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ অর্থাৎ ২৫(৩.২৬%) জন, চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে রংপুর বিভাগ অর্থাৎ ২৩(২.৯৯%) জন, পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগ অর্থাৎ ১৬(২.০৮%) জন, ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বরিশাল বিভাগ অর্থাৎ ১০(১.৩০%) জন ও সপ্তম অবস্থানে রয়েছে সিলেট বিভাগ অর্থাৎ ৪(০.৫২%) জন। এ সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত ৭৬৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ৮টি বিভাগে পুরুষ প্রার্থী মোট ৫৬৬(৭৩.৭০%) জন এবং মহিলা প্রার্থী মোট ২০২(২৬.৩০%) জন চাকরি পেয়েছেন, অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি চাকরি পেয়েছেন।

১৩.৫. বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি বিবরণ

৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি তথ্য সারণি-১৩.৫ (লেখচিত্র-১৩.৫) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে পুরুষ ২১৯৮৭৩(৬৩.৪৭%) জন এবং মহিলা ১২৬৫৬৭(৩৬.৫৩%) জন অর্থাৎ পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা বেশি। যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ৬.২৫%, ২৯.৮২%, ৩১.৪৬%,২৪.০৮% ও ৮.৩৯%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ৩১.৪৬% এবং ২১-২৩ বয়সের প্রার্থীর সংখ্যা সবচেয়ে কম ৬.২৫%।

প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায় ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ৩.৮৮%, ২৬.৫০%, ৩৬.৩২%, ২৬.৪০% ও ৬.৯০%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৬.৩২% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২১-২৩ বছর বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৩.৮৮% উত্তীর্ণ হয়েছে।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ৫.১৩%, ৩০.৬১%, ৩৬.১০%, ২২.৯০% ও ৫.২৬%। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৫-২৭ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩৬.১০% উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ২১-২৩ বয়সের প্রার্থী সবচেয়ে কম অর্থাৎ ৫.১৩% উত্তীর্ণ হয়েছে।

চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে দেখা যায়, ২১-২৩, ২৩-২৫, ২৫-২৭, ২৭-২৯ ও ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থী যথাক্রমে ৮.৮০%, ৪২.১১%, ৩২.৭১%, ১৩.৯৭% ও ২.৪১% সুপারিশ করা হয়েছে। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ২৩-২৫ বছর বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৪২.১১% সুপারিশ পেয়েছে এবং ২৯-এর উর্ধ্বে বয়সের প্রার্থীগণ সবচেয়ে কম অর্থাৎ ২.৪১% প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছে।

১৩.৬. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ সারণি ১৩.৬ (লেখচিত্র-১৩.৬) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৫তম বি.সি.এস., ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস. ও ৩৮তম বি.সি.এস. হতে সাধারণ ক্যাডারে মেধায় বণ্টনকৃত সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৮৪(৭৭.৩১%) জন, ২২১(৭৮.০৯%) জন, ১৮৫ (৮২.৯৬%) জন ও ২৩৫(৮৫.১৪%) জন এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৫৪(২২.৬৯%) জন, ৬২(২১.৯১%) জন, ৩৮(১৭.০৪%) জন ও ৪১(১৪.৮৬%) জন।

উক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য হতে ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় মেধায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৮৫.১৪% এবং মহিলা প্রার্থীদের মধ্য হতে ৩৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় মেধায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ২২.৬৯%।

১৩.৭. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভিাগওয়ারি বিবরণ সারণি-১৩.৭ (লেখচিত্র-১৩.৭) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৫তম বি.সি.এস., ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে কারিগরি ক্যাডারে মেধায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ৪৪৪(৭৭.০৮%) জন, ৩৭৫(৭৬.০৬%) জন, ৩৬০(৭৭.৯২%) জন, ৪৫২(৭৫.৫৯%) জন ও ২৫০১(৫৪.৮৬%) জন এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ১৩২(২২.৯২%) জন, ১১৮(২৩.৯৪%) জন, ১০২(২২.০৮%) জন, ১৪৬(২৪.৪১%) ও ২০৫৮(৪৫.১৪%) জন।

উক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য হতে ৩৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় মেধায় সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৭৭.৯২% এবং মহিলা প্রার্থীদের মধ্য হতে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষায় মেধায় সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৪৫.১৪%।

১৩.৮. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ সারণি-১৩.৮ (লেখচিত্র-১৩.৮) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৫তম বি.সি.এস., ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস. ও ৩৮তম বি.সি.এস. হতে শিক্ষা ক্যাডারে মেধায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ৫১১(৭৭.৯০%) জন, ৬০৩(৮১.০৫%) জন, ১৩৩(৮৩.৬৫%) জন ও ৪২৮(৭৭.৯৬%) জন এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ১৪৫(২২.১০%) জন, ১৪১(১৮.৯৫%) জন, ২৬(১৬.৩৫%) জন ও ১২১(২২.০৪%) জন।

উক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পুরুষ প্রার্থীদের মধ্য হতে ৩৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় মেধায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৮৩.৮৫% এবং মহিলা প্রার্থীদের মধ্য হতে ৩৫তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় মেধায় তুলনামূলক সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ২২.১০%।

১৩.৯. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা ও সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণ সারণি ১৩.৯ (লেখচিত্র-১৩.৯) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ৩৫তম বি.সি.এস., ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৬২৬৮২(৬৬.৬৬%) জন, ১৪১২৭০(৬৬.৮৬%) জন, ১৫৮৬৫৩(৬৫.১৮%) জন, ২১৯৮৭৩(৬৩.৪৭%) জন ও ১৬৪০১(৪৩.৬৫%) এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৮১৩৮০(৩৩.৩৪%) জন, ৭০০১২(৩৩.১৪%) জন, ৮৪৭৬২(৩৪.৮২%) জন, ১২৬৫৬৭(৩৬.৫৩%) জন, এবং ২১১৭৫(৫৬.৩৫%)। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৩৬তম বি.সি.এস. এ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৬৬.৮৬% এবং মহিলা প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৩৩.১৪% আবেদন করেছেন। অন্যদিকে, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ পুরুষ প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৪৩.৬৫% এবং মহিলা প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৫৬.৩৫% আবেদন করেছেন।

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে ৩৫তম বি.সি.এস., ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে পুরুষ প্রার্থী যথাক্রমে ১৫৭২(৭২.০৮%) জন, ১৭১৪(৭৩.৭৮%) জন, ৯৯০(৭৫.৪০%) জন, ১৬১১(৭৩.০৯%) জন, এবং ৩৬০০(৫৩.০০%) জন এবং মহিলা প্রার্থী যথাক্রমে ৬০৯(২৭.৯২%) জন, ৬০৯(২৬.২২%) জন ৩২৩(২৪.৬০%) জন, ৫৯৩(২৬.৯১%) জন ও ৩১৯২(৪৭.০০%) জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৭তম বি.সি.এস. হতে তুলনামূলক বেশি পুরুষ প্রার্থী অর্থাৎ ৭৫.৪০% এবং তুলনামূলক কম মহিলা প্রার্থী অর্থাৎ ২৪.৬০% সুপারিশ পেয়েছেন। পক্ষান্তরে, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে তুলনামূলক কম পুরুষ প্রার্থী অর্থাৎ ৫৩.০০% এবং তুলনামূলক অধিক মহিলা প্রার্থী অর্থাৎ ৪৭.০০% সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।

১৩.১০. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের কোটাভিত্তিক পরিসংখ্যান

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের কোটাভিত্তিক পরিসংখ্যান সারণি ১৩.১০ (লেখচিত্র-১৩.১০) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৫তম বি.সি.এস. হতে ২১৮১ জন, ৩৬তম বি.সি.এস. হতে ২৩২৩ জন, ৩৭তম বি.সি.এস. হতে ১৩১৩ জন প্রার্থী, ৩৮তম বি.সি.এস. হতে ২২০৪ জন প্রার্থী এবং ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে ৬৭৯২ জন চূড়ান্তভাবে সুপারিশ প্রাপ্ত হন। সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে মেধা কোটায় ৩৫তম বি.সি.এস. হতে ১৪৭২ জন, ৩৬তম বি.সি.এস. হতে ১৫২০ জন, ৩৭তম বি.সি.এস. হতে ৮৪৪ জন, ৩৮তম বি.সি.এস. হতে ১৪২৩ জন ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে ৪৫৫৯ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়।

উক্ত সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে ৩৫তম বি.সি.এস., ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষায় মুক্তিযোদ্ধা কোটায় যথাক্রমে ১৯৮ জন, ২০৯ জন, ১৩৪ জন, ২২৬ জন ও ৫৩১ জন; মহিলা কোটায় যথাক্রমে ২০৫ জন, ২১০ জন, ১২১ জন, ২১১জন ও ৬৭৯ জন; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোটায় যথাক্রমে ২১ জন, ১৬ জন, ১৮ জন, ৩৩ জন ও ৪৩ জন; জেলা কোটায় যথাক্রমে ২৮২ জন, ৩৬৫ জন, ১৯২ জন, ৩১০ জন ও ৯৭৫ জন এবং প্রতিবন্ধী কোটায় যথাক্রমে ৩ জন, ৩ জন, ৪ জন, ১ জন ও ৫ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত হন। তথ্য সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতেই সর্বাধিক প্রার্থী সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছে।

১৩.১১. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার শূন্যপদ, যোগ্য আবেদনকারী, পূরণকৃত পদ ও চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানে ব্যয়িত সময়ের বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার শূন্যপদ, যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা, পূরণকৃত পদ ও চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদানে ব্যয়িত সময়ের বিবরণ সারণি ১৩.১১ (লেখচিত্র-১৩.১১) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৫তম বি.সি.এস., ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস., ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর মাধ্যমে প্রার্থী সুপারিশে ব্যয়িত সময় যথাক্রমে ১ বছর ১০ মাস ২৪ দিন, ২ বছর ৪ মাস ১৬ দিন, ২ বছর ৩ মাস ১৩ দিন, ৩ বছর ১০ দিন ও ১ বছর ২২ দিন। উক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় যে, তুলনামূলকভাবে প্রার্থী মনোনয়নে ৩৮তম বি.সি.এস. এ অধিক সময় অর্থাৎ ৩ বছর ১০ দিন এবং ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ কম সময় অর্থাৎ ১ বছর ২২ দিন ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য ৩৮তম বি.সি.এস.এর লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র দুইজন পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকায় এ কাজে কিছু অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় ফলে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান কার্যক্রম বিলম্বিত হয়েছে।

১৩.১২. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিবরণী সারণি-১৩.১২ (লেখচিত্র-১৩.১২) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে পুরুষ প্রার্থী রয়েছে, ৩৫তম বি.সি.এস. এ ১৫৭২(৭২.০৮%) জন, ৩৬তম বি.সি.এস. এ ১৭১৪ (৭৩.৭৮%) জন, ৩৭তম বি.সি.এস. এ ৯৯০(৭৫.৪০%) জন, ৩৮তম বি.সি.এস. এ ১৬১১(৭৩.০৯%) জন ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ৩৬০০(৫৩.০০%) জন। উক্ত সারণি হতে আরও দেখা যায় যে, বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ প্রার্থীদের মধ্যে ৩৭তম বি.সি.এস. এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৭৫.৪০% এবং ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ সবচেয়ে কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৫৩.০০%।

আবার সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী রয়েছে ৩৫তম বি.সি.এস. এ ৬০৯(২৭.৯২%) জন, ৩৬তম বি.সি.এস. এ ৬০৯(২৬.২২%) জন, ৩৭তম বি.সি.এস. এ ৩২৩(২৪.৬০%) জন, ৩৮তম বি.সি.এস. এ ৫৯৩(২৬.৯১%) জন ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ ৩১৯২(৪৭.০০%) জন। উক্ত সারণি থেকে আরও দেখা যায় যে, সুপারিশপ্রাপ্ত মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ সবচেয়ে বেশি চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ৪৭.০০% এবং ৩৭তম বি.সি.এস. এ কম চাকরি পেয়েছেন অর্থাৎ ২৪.৬০%।

১৩.১৩. বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণ

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার যোগ্য আবেদনকারী ও সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক বিবরণ সারণি ১৩.১৩(লেখচিত্র ১৩.১৩) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যোগ্য আবেদনকারীর মধ্যে ৩৫তম বি.সি.এস., ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ বিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ৫৫২৩৫(২২.৬৩%) জন, ৪৫২৩৩(২১.৪১%) জন, ৫১৯৭৯(২১.৩৫%) জন, ৮১১১৬(২৩.৪১) জন ও ১৬৪১৬(৪৩.৬৯%) জন এবং অবিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ১৮৮৮২৭(৭৭.৩৭%) জন, ১৬৬০৪৯(৭৮.৫৯%) জন, ১৯১৪৩৬(৭৮.৬৫%) জন, ২৬৫৩২৪(৭৬.৫৯) ও ২১১৬০(৫৬.৩১%) জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৪৩.৬৯% এবং ৩৭তম বি.সি.এস. এ বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ২১.৩৫% আবেদন করেছেন। অন্যদিকে ৩৭তম বি.সি.এস. এ অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৭৮.৬৫% এবং ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এ অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৫৬.৩১% আবেদন করেছেন।

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মধ্যে ৩৫তম বি.সি.এস., ৩৬তম বি.সি.এস., ৩৭তম বি.সি.এস., ৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে বিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ৩৫৫(১৬.২৮%) জন, ৩২৬(১৪.০৩%) জন, ২০২(১৫.৩৮%) জন, ৩৫২(১৫.৯৭) জন ও ২৯৮০(৪৩.৮৮%) জন এবং অবিবাহিত প্রার্থী যথাক্রমে ১৮২৬(৮৩.৭২%) জন, ১৯৯৭(৮৫.৯৭%) জন, ১১১১(৮৪.৬২%) জন, ১৮৫২(৮৪.০৩%) জন ও ৩৮১২(৫৬.১২%) জন। উক্ত সারণি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৪৩.৮৮% এবং ৩৬তম বি.সি.এস. হতে বিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ১৪.০৩% সুপারিশ পেয়েছেন। অন্যদিকে, ৩৬তম বি.সি.এস. হতে অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক বেশি অর্থাৎ ৮৫.৯৭% এবং ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. হতে অবিবাহিত প্রার্থী তুলনামূলক কম অর্থাৎ ৫৬.১২% সুপারিশ পেয়েছেন।

সারণি-১৩.১

৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.১ [ক] লেখচিত্র-১৩.১ [খ] দ্রষ্টব্য)

বিভাগের নাম	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
১	২	৩	৪	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
ঢাকা	৪২৮৪২ ১২.৩৭	৩০৫৬৭ ৮.৮২	৭৩৪০৯ ২১.১৯	২৭২৬ ১৬.৭৪	৬৬৩ ৪.০৭	৩৩৮৯ ২০.৮১	১৬৭৯ ১৭.০২	৪৬৮ ৪.৭৫	২১৪৭ ২১.৭৭	৩৪২ ১৫.৫২	১৫৬ ৭.০৮	৪৯৮ ২২.৬০
রাজশাহী	৩২৫৩৫ ৯.৩৯	১৮১৭৩ ৫.২৫	৫০৭০৮ ১৪.৬৪	১৮৯৪ ১১.৬৩	৪৩৯ ২.৭০	২৩৩৩ ১৪.৩৩	১০৩০ ১০.৪৫	২৬৯ ২.৭২	১২৯৯ ১৩.১৭	২১৩ ৯.৬৬	৮৬ ৩.৯০	২৯৯ ১৩.৫৬
চট্টগ্রাম	৪২৮৫০ ১২.৩৭	২৩০৫৪ ৬.৬৫	৬৫৯০৪ ১৯.০২	২৪৮৭ ১৫.২৭	৫০১ ৩.০৮	২৯৮৮ ১৮.৩৫	১৫৩০ ১৫.৫১	৩৪৯ ৩.৫৪	১৮৭৯ ১৯.০৫	৩১৪ ১৪.২৫	১১০ ৪.৯৯	৪২৪ ১৯.২৪
খুলনা	৩২৭৬৪ ৯.৪৬	১৭০২২ ৪.৯১	৪৯৭৮৬ ১৪.৩৭	২২৬১ ১৩.৮৮	৩৯৬ ২.৪৩	২৬৫৭ ১৬.৩১	১৩১৩ ১৩.৩১	২৪৮ ২.৫১	১৫৬১ ১৫.৮২	২৪৩ ১১.০২	৬৫ ২.৯৫	৩০৮ ১৩.৯৭
বরিশাল	১৫১০৬ ৪.৩৬	৭২৮৪ ২.১০	২২৩৯০ ৬.৪৬	৮৬৬ ৫.৩২	১৬৪ ১.০০	১০৩০ ৬.৩২	৫২২ ৫.৩০	১১০ ১.১১	৬৩২ ৬.৪১	৯১ ৪.১৩	৩৩ ১.৫০	১২৪ ৫.৬৩
সিলেট	৮৬৯৫ ২.৫১	৪৯৯২ ১.৪৪	১৩৬৮৭ ৩.৯৫	৪১২ ২.৫৩	৭৯ ০.৪৮	৪৯১ ৩.০১	২৩৩ ২.৩৬	৫২ ০.৫৩	২৮৫ ২.৮৯	৩৮ ১.৭২	১২ ০.৫৫	৫০ ২.২৭
রংপুর	২৭৪৩৪ ৭.৯২	১৪৭৪৪ ৪.২৬	৪২১৭৮ ১২.১৮	১৬৪৪ ১০.১০	২৯৫ ১.৮১	১৯৩৯ ১১.৯১	৯৬৮ ৯.৮২	১৯১ ১.৯৪	১১৫৯ ১১.৭৬	২০১ ৯.১২	৬৯ ৩.১৩	২৭০ ১২.২৫
ময়মনসিংহ	১৭৬৪৭ ৫.০৯	১০৭৩১ ৩.১০	২৮৩৭৮ ৮.১৯	১১৯১ ৭.৩১	২৬৮ ১.৬৫	১৪৫৯ ৮.৯৬	৭১০ ৭.২০	১৯০ ১.৯৩	৯০০ ৯.১৩	১৬৯ ৭.৬৭	৬২ ২.৮১	২৩১ ১০.৪৮
সর্বমোট	২১৯৮৭৩ ৬৩.৪৭	১২৬৫৬৭ ৩৬.৫৩	৩৪৬৪৪০ ১০০	১৩৪৮১ ৮২.৭৮	২৮০৫ ১৭.২২	১৬২৮৬ ১০০	৭৯৮৫ ৮০.৯৭	১৮৭৭ ১৯.০৩	৯৮৬২ ১০০	১৬১১ ৭৩.০৯	৫৯৩ ২৬.৯১	২২০৪ ১০০

লেখচিত্র-১৩.১ [ক] ঃ ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা (শতকরা হার)

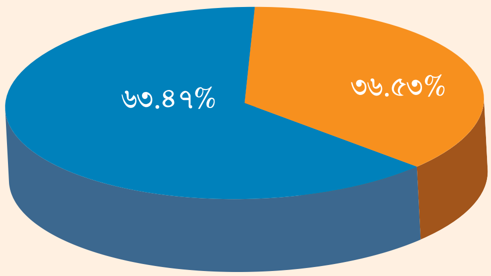

যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা (শতকরা হার)

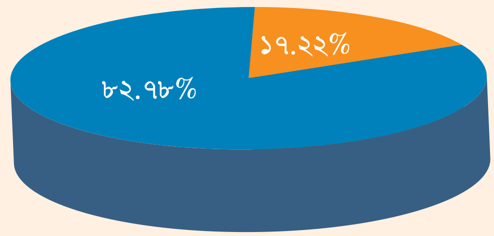

প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

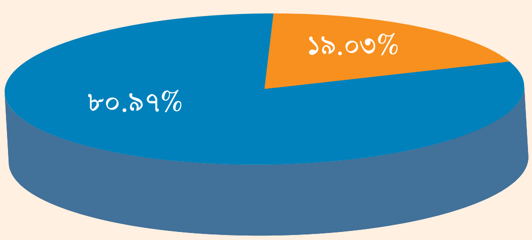

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

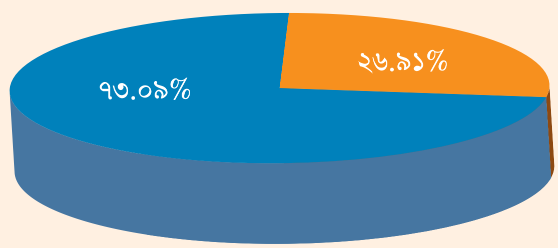

সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা (শতকরা হার)

পুরুষ   মহিলা

লেখচিত্র-১৩.১ [খ] ঃ ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা (শতকরা হার)

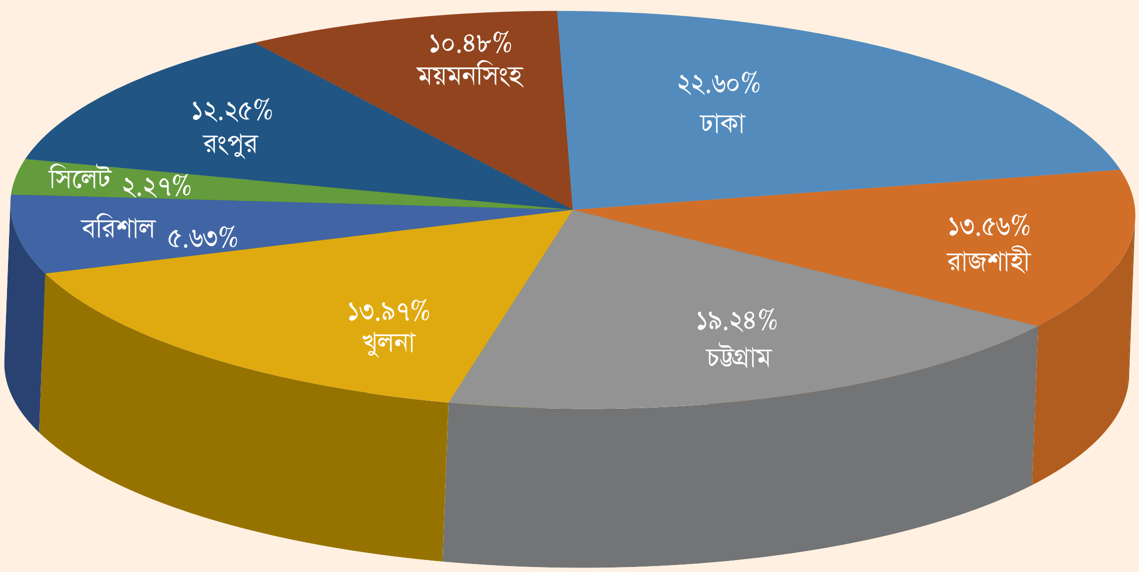

সুপারিশকৃত প্রার্থীদের বিভাগভিত্তিক সংখ্যা (শতকরা হার)

সারণি-১৩.২

৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.২ দ্রষ্টব্য)

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
বি.সি.এস. (প্রশাসন)	৫২ ৮.৪৮	২২ ৩.৫৯	১৫ ২.৪৫	১৩ ২.১২	৫৪ ৮.৮২	২৩ ৩.৭৫	৩৪ ৫.৫৫	১০ ১.৬৩	১৬ ২.৬৩	৬ ০.৯৮	৭ ১.১৪	৩ ০.৪৯	১৭ ২.৭৭	৯ ১.৪৭	১৪ ২.২৮	১১ ১.৭৯	২০৯ ৩৪.১০	৯৭ ১৫.৮২	৩০৬ ৪৯.৯২
বি.সি.এস. (আনসার)	৬ ০.৯৮	৪ ০.৬৫	২ ০.৩৩	১ ০.১৬	৬ ০.৯৮	৪ ০.৬৫	৩ ০.৪৯	১ ০.১৬	২ ০.৩৩	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	৫ ০.৮২	০ ০.০০	৩ ০.৪৯	০ ০.০০	২৮ ৪.৫৭	১০ ১.৬৩	৩৮ ৬.২০
বি.সি.এস. (নিরীক্ষা ও হিসাব)	১৬ ২.৬১	১ ০.১৬	২ ০.৩৩	১ ০.১৬	৯ ১.৪৭	২ ০.৩৩	২ ০.৩৩	২ ০.৩৩	০ ০.০০	১ ০.১৬	১ ০.১৬	১ ০.১৬	২ ০.৩৩	১ ০.১৬	৪ ০.৬৫	০ ০.০০	৩৬ ৫.৮৭	৯ ১.৪৭	৪৫ ৭.৩৪
বি.সি.এস. (সমবায়)	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩৩	০ ০.০০	২ ০.৩৩
বি.সি.এস. (পরিবার পরিকল্পনা)	৩ ০.৪৯	২ ০.৩৩	১ ০.১৬	০ ০.০০	২ ০.৩৩	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৯ ১.৪৭	২ ০.৩৩	১১ ১.৮০
বি.সি.এস. (খাদ্য)	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	১ ০.১৬	৫ ০.৮১
বি.সি.এস. (পররাষ্ট্র)	৪ ০.৬৫	২ ০.৩৩	২ ০.৩৩	১ ০.১৬	৬ ০.৯৮	১ ০.১৬	২ ০.৩৩	০ ০.০০	২ ০.৩৩	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩৩	০ ০.০০	২ ০.৩৩	০ ০.০০	২০ ৩.২৬	৫ ০.৮২	২৫ ৪.০৮

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
বি.সি.এস. (তথ্য) সহঃ পরিচালক ও সমমানের পদ	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	১ ০.১৬
বি.সি.এস. (তথ্য) সহঃ পরিচালক, অনুষ্ঠান	২ ০.৩৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৪৯	০ ০.০০	২ ০.৩৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	৮ ১.৩১	১ ০.১৬	৯ ১.৪৭
বি.সি.এস. (তথ্য) সহঃ বার্তা নিয়ন্ত্রক	২ ০.৩৩	১ ০.১৬	১ ০.১৩	০ ০.০০	৩ ০.৪৯	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৪৯	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৪৯	০ ০.০০	১২ ১.৯৬	২ ০.৩২	১৪ ২.২৮
বি.সি.এস. (পুলিশ)	২২ ৩.৫৯	৩ ০.৪৯	১২ ১.৯৬	১ ০.১৬	১৫ ২.৪৫	৩ ০.৪৯	১১ ১.৭৯	১ ০.১৬	৫ ০.৮২	১ ০.১৬	৩ ০.৪৯	১ ০.১৬	১২ ১.৯৬	২ ০.৩৩	৭ ১.১৪	১ ০.১৬	৮৭ ১৪.১৯	১৩ ২.১২	১০০ ১৬.৩১
বি.সি.এস. (ডাক)	২ ০.৩৩	১ ০.১৬	২ ০.৩৩	০ ০.০০	৫ ০.৮২	০ ০.০০	২ ০.৩৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৪৯	০ ০.০০	১৪ ২.২৯	১ ০.১৬	১৫ ২.৪৫
বি.সি.এস. (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	৩ ০.৪৯	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৬ ০.৯৮	১ ০.১৬	৭ ১.১৪
বি.সি.এস. (কর)	১০ ১.৬৩	১ ০.১৬	১ ০.১৬	১ ০.১৬	৭ ১.১৪	২ ০.৩৩	৩ ০.৪৯	২ ০.৩৩	২ ০.৩৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.৩৩	০ ০.০০	৪ ০.৬৫	০ ০.০০	২৯ ৪.৭৩	৬ ০.৯৮	৩৫ ৫.৭১
সর্বমোট=	১২২ ১৯.৯০	৩৭ ৬.০৩	৩৯ ৬.৩৬	১৯ ৩.১০	১১৫ ১৮.৭৭	৩৭ ৬.০৩	৬১ ৯.৯৫	১৬ ২.৬১	৩১ ৫.০৬	৯ ১.৪৭	১২ ১.৯৬	৫ ০.৮২	৪৫ ৭.৩৪	১৩ ২.১২	৪০ ৬.৫২	১২ ১.৯৬	৪৬৫ ৭৫.৮৬	১৪৮ ২৪.১৪	৬১৩ ১০০

লেখচিত্র-১৩.২ ঃ ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি সংখ্যা

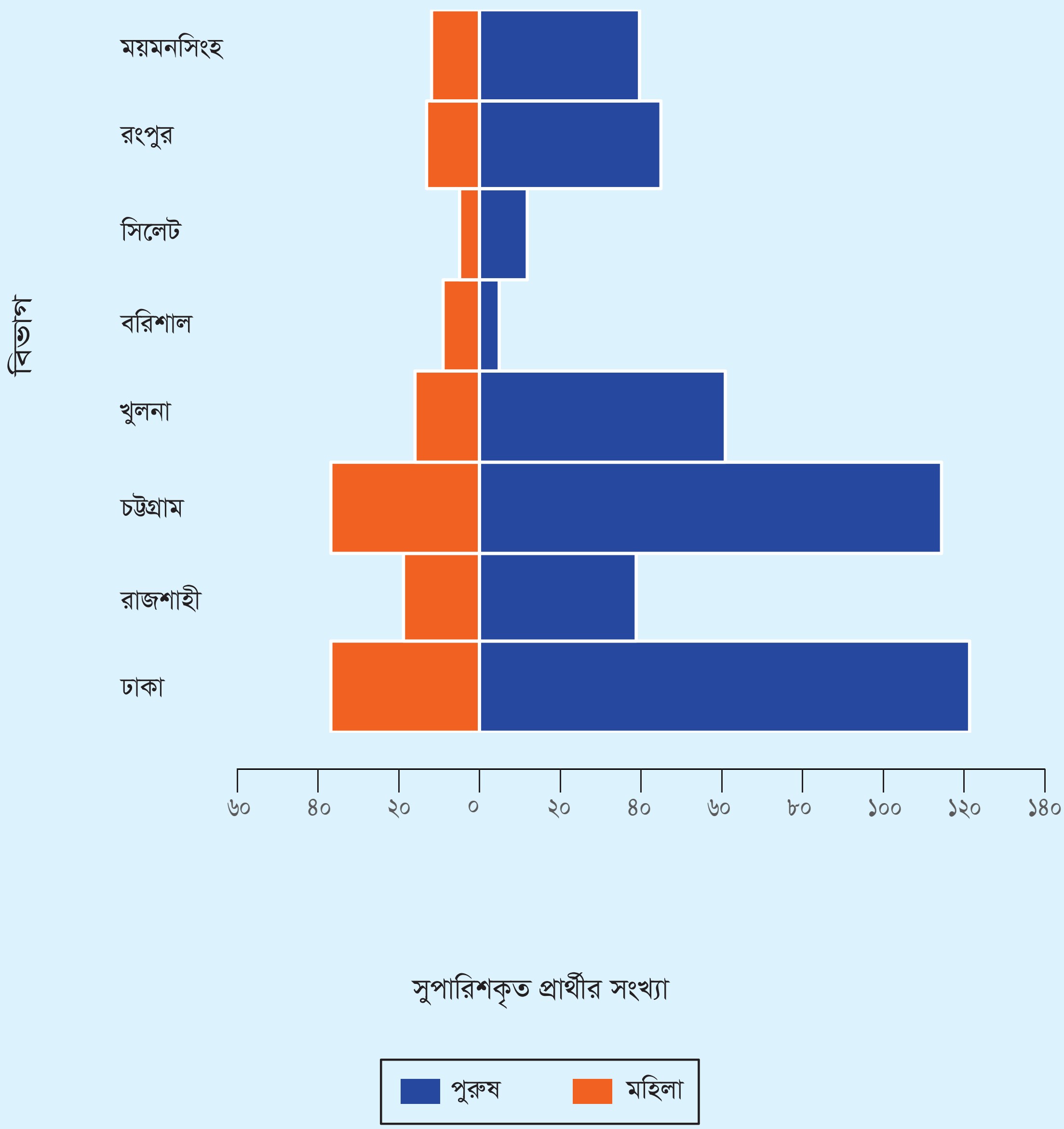

সারণি-১৩.৩
৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান
(লেখচিত্র-১৩.৩ দ্রষ্টব্য)

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
বি.সি.এস. (কৃষি) কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	২৩ ২.৭৯	১৬ ১.৯৪	২৯ ৩.৫২	১৬ ১.৯৪	১২ ১.৪৬	২ ০.২৪	২৩ ২.৭৯	৬ ০.৭৩	১২ ১.৪৬	৩ ০.৩৬	২ ০.২৪	০ ০.০০	৪২ ৫.১০	১৭ ২.০৭	২৭ ৩.২৮	৯ ১.০৯	১৭০ ২০.৬৬	৬৯ ৮.৩৮	২৩৯ ২৯.০৪
বি.সি.এস. (কৃষি) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৪	২ ০.২৪
বি.সি.এস. (মৎস্য) উপজেলা মৎস কর্মকর্তা	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	১ ০.১২	৫ ০.৬১
বি.সি.এস. (মৎস্য) খামার ব্যবস্থাপক	১ ০.১২	০ ০.০০	৩ ০.৩৬	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৪	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৪	৭ ০.৮৫	৩ ০.৩৬	১০ ১.২২
বি.সি.এস. (মৎস্য) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৪	০ ০.০০	২ ০.২৪
বি.সি.এস. (মৎস্য) মাইক্রোবায়োলজিস্ট	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২
বি.সি.এস. (মৎস্য) সম্প্রসারণ প্রশিক্ষক	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২
বি.সি.এস. (মৎস্য) লিমনোলজিস্ট	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২
বি.সি.এস. (বন) সহকারী বন সংরক্ষক	৪ ০.৪৯	১ ০.১২	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	৬ ০.৭৩	১ ০.১২	২ ০.২৪	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১৯ ২.৩১	৩ ০.৩৬	২২ ২.৬৭

[83] ১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) সহকারী সার্জন	৩৯ ৪.৭৪	২৪ ২.৯২	১৭ ২.০৭	৮ ০.৯৭	৩০ ৩.৬৫	১৬ ১.৯৪	১৯ ২.৩১	১২ ১.৪৬	৫ ০.৬১	৬ ০.৭৩	৬ ০.৭৩	৩ ০.৩৬	১০ ১.২২	৭ ০.৮৫	৬ ০.৭৩	১২ ১.৪৬	১৩২ ১৬.০৪	৮৮ ১০.৬৯	২২০ ২৬.৭৩
বি.সি.এস. (স্বাস্থ্য) সহকারী ডেন্টাল সার্জন	৮ ০.৯৭	৯ ১.০৯	২ ০.২৪	৮ ০.৯৭	১০ ১.২২	৬ ০.৭৩	৩ ০.৩৬	৪ ০.৪৯	২ ০.২৪	২ ০.২৪	০ ০.০০	০ ০.০০	৬ ০.৭৩	৩ ০.৩৬	৩ ০.৩৬	৫ ০.৬১	৩৪ ৪.১৩	৩৭ ৪.৫০	৭১ ৮.৬৩
বি.সি.এস. (তথ্য) সহকারী বেতার প্রকৌশলী	২ ০.২৪	১ ০.১২	৩ ০.৩৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৪	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১০ ১.২২	১ ০.১২	১১ ১.৩৪
বি.সি.এস. (পশুসম্পদ) ভেটেরিনারি সার্জন/ এসও/থানা লাইভস্টক অফিসার/ প্রভাষক	৬ ০.৭৩	২ ০.২৪	১১ ১.৩৪	২ ০.২৪	৬ ০.৭৩	১ ০.১২	২ ০.২৪	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	২ ০.২৪	২ ০.২৪	০ ০.০০	১২ ১.৪৬	২ ০.২৪	৮ ০.৯৭	৪ ০.৪৯	৫১ ৬.২০	১৩ ১.৫৮	৬৪ ৭.৭৮
বি.সি.এস. (পশুসম্পদ) পিডিও/ এপিডিও/জু-অফিসার	২ ০.২৪	১ ০.১২	৪ ০.৪৯	২ ০.২৪	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	১ ০.১২	৪ ০.৪৯	২ ০.২৪	১৫ ১.৮২	৬ ০.৭৩	২১ ২.৫৫
বি.সি.এস. (গণপূর্ত) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৭ ০.৮৫	৪ ০.৪৯	১৫ ১.৮২	০ ০.০০	৮ ০.৯৭	১ ০.১২	১০ ১.২২	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১০ ১.২২	১ ০.১২	৫ ০.৬১	০ ০.০০	৫৭ ৬.৯৩	৭ ০.৮৫	৬৪ ৭.৭৮
বি.সি.এস. (গণপূর্ত) সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম)	৬ ০.৭৩	১ ০.১২	৩ ০.৩৬	৩ ০.৩৬	৭ ০.৮৫	২ ০.২৪	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৬	১ ০.১২	২ ০.২৪	০ ০.০০	২৬ ৩.১৬	৭ ০.৮৫	৩৩ ৪.০১
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৪	০ ০.০০	২ ০.২৪
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী সংকেত ও টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৪	১ ০.১২	৩ ০.৩৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৪—— বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	২ ০.২৪	০ ০.০০	২ ০.২৪
বি.সি.এস. (রেলওয়ে প্রকৌশল) সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী	২ ০.২৪	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৪	০ ০.০০	২ ০.২৪
বি.সি.এস. (সড়ক ও জনপথ) সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৫ ০.৬১	২ ০.২৪	৬ ০.৭৩	১ ০.১২	৭ ০.৮৫	০ ০.০০	৪ ০.৪৯	০ ০.০০	২ ০.২৪	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৪	০ ০.০০	৩ ০.৩৬	০ ০.০০	২৯ ৩.৫২	৪ ০.৪৯	৩৩ ৪.০১
বি.সি.এস. (সড়ক ও জনপথ) সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	৩ ০.৩৬	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৪	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৬	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	১০ ১.২২	১ ০.১২	১১ ১.৩৪
বিসিএস (পরিসংখ্যান) পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১২	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৪	০ ০.০০	২ ০.২৪
সর্বমোট=	১০৯ ১৩.২৪	৬৩ ৭.৬৫	১০০ ১২.১৫	৪২ ৫.১০	৯১ ১১.০৬	৩০ ৩.৬৫	৭৫ ৯.১১	২৪ ২.৯২	৩০ ৩.৬৫	১৪ ১.৭০	১৬ ১.৯৪	৩ ০.৩৬	৯৫ ১১.৫৪	৩৩ ৪.০১	৬৪ ৭.৭৮	৩৪ ৪.১৩	৫৮০ ৭০.৪৭	২৪৩ ২৯.৫৩	৮২৩ ১০০

লেখচিত্র-১৩.৩ ঃ ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি সংখ্যা

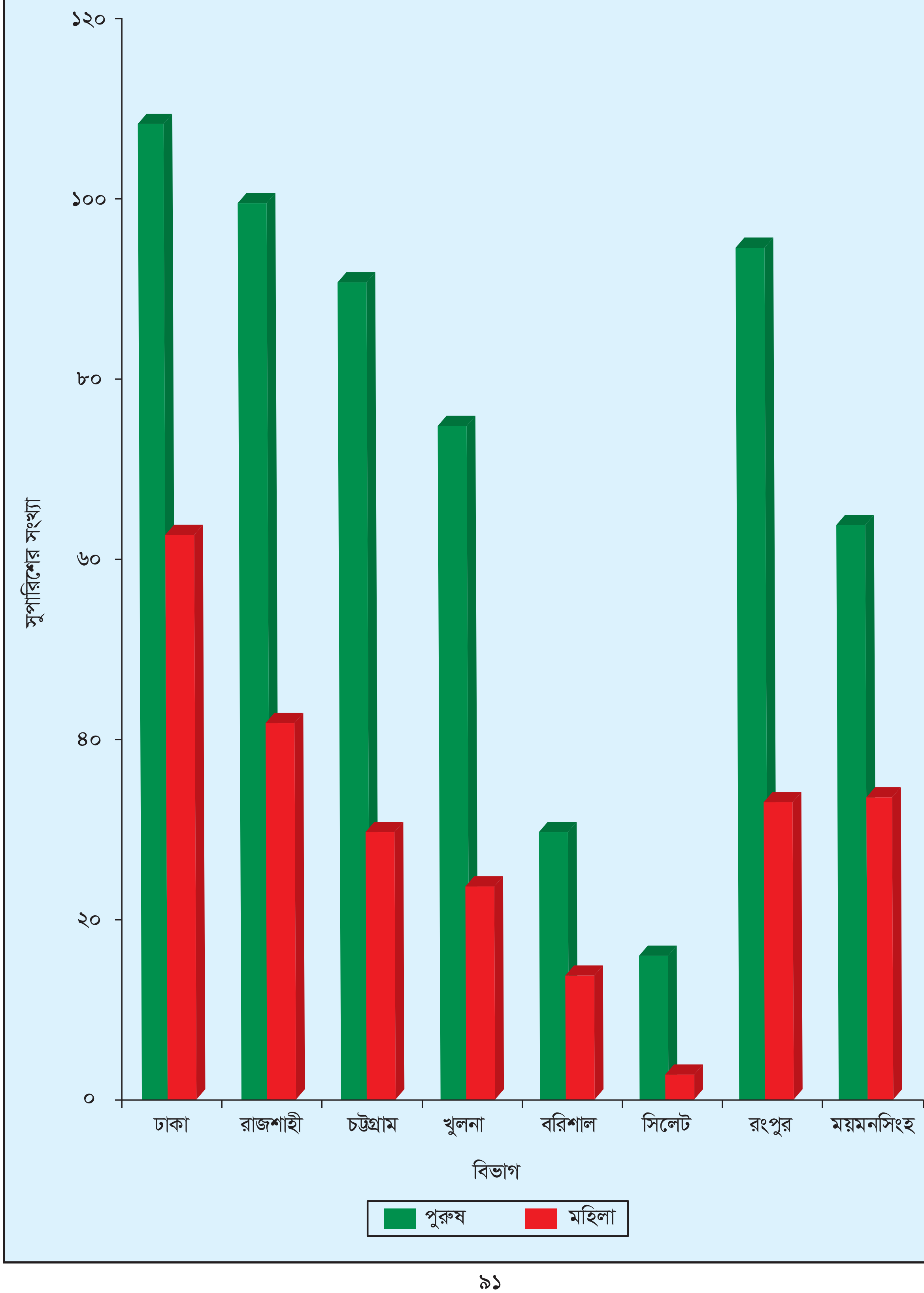

সারণি-১৩.৪

৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৪ দ্রষ্টব্য)

ক্যাডারের নাম	বিভাগের নাম																		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ		মোট		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
বি.সি.এস. শিক্ষা (বাংলা)	৯ ১.১৭	৫ ০.৬৫	৩ ০.৩৯	২ ০.২৬	৫ ০.৬৫	২ ০.২৬	৬ ০.৭৮	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	৪ ০.৫২	৩ ০.৩৯	৩১ ৪.০৪	১৩ ১.৬৯	৪৪ ৫.৭৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইংরেজি)	৪ ০.৫২	৫ ০.৬৫	৪ ০.৫২	২ ০.২৬	৯ ১.১৭	৮ ১.০৪	৯ ১.১৭	৩ ০.৩৯	১ ০.১৩	২ ০.২৬	১ ০.১৩	১ ০.১৩	১ ০.১৩	৩ ০.৩৯	৬ ০.৭৮	২ ০.২৬	৩৫ ৪.৫৬	২৬ ৩.৩৯	৬১ ৭.৯৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	৫ ০.৬৫	৪ ০.৫২	২ ০.২৬	১ ০.১৩	৪ ০.৫২	৩ ০.৩৯	৪ ০.৫২	৪ ০.৫২	২ ০.২৬	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০.০০	৩ ০.৩৯	২ ০.২৬	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	২৪ ৩.১৩	১৫ ১.৯৫	৩৯ ৫.০৮
বি.সি.এস. শিক্ষা (দর্শন)	৭ ০.৯১	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	২ ০.২৬	৪ ০.৫২	২ ০.২৬	৪ ০.৫২	৫ ০.৬৫	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	৪ ০.৫২	২ ০.২৬	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	২৩ ২.৯৯	১৬ ২.০৮	৩৯ ৫.০৮
বি.সি.এস. শিক্ষা (অর্থনীতি)	৫ ০.৬৫	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	৩ ০.৩৯	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	৪ ০.৫২	২ ০.২৬	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	১ ০.১৩	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	২১ ২.৭৩	১৪ ১.৮২	৩৫ ৪.৫৬
বি.সি.এস. শিক্ষা (প্রাণিবিদ্যা)	৫ ০.৬৫	৫ ০.৬৫	২ ০.২৬	১ ০.১৩	৩ ০.৩৯	২ ০.২৬	৯ ১.১৭	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৯	১ ০.১৩	২ ০.২৬	১ ০.১৩	২৬ ৩.৩৯	১০ ১.৩০	৩৬ ৪.৬৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইতিহাস)	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	১ ০.১৩	২ ০.২৬	৬ ০.৭৮	০ ০.০০	৫ ০.৬৫	২ ০.২৬	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	২ ০.২৬	২ ০.২৬	২২ ২.৮৬	৭ ০.৯১	২৯ ৩.৭৮

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
বি.সি.এস. শিক্ষা (সমাজকল্যাণ)	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	২ ০.২৬	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	৬ ০.৭৮	২ ০.২৬	৮ ১.০৪
বি.সি.এস. শিক্ষা (রসায়ন)	২ ০.২৬	৩ ০.৩৯	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	৩ ০.৩৯	২ ০.২৬	২ ০.২৬	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৬	২ ০.২৬	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	১৮ ২.৩৪	৮ ১.০৪	২৬ ৩.৩৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইসলাম শিক্ষা)	০ ০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	৩ ০.৩৯	১ ০.১৩	৪ ০.৫২
বি.সি.এস. শিক্ষা (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	৪ ০.৫২	৪ ০.৫২	৫ ০.৬৫	২ ০.২৬	৯ ১.১৭	২ ০.২৬	৬ ০.৭৮	১ ০.১৩	৩ ০.৩৯	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০.০০	৩ ০.৩৯	১ ০.১৩	৪ ০.৫২	০ ০.০০	৩৫ ৪.৫৬	১১ ১.৪৩	৪৬ ৫.৯৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (পদার্থ বিদ্যা)	৭ ০.৯১	২ ০.২৬	৮ ১.০৪	১ ০.১৩	৬ ০.৭৮	৩ ০.৩৯	৭ ০.৯১	২ ০.২৬	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	৩৬ ৪.৬৯	১০ ১.৩০	৪৬ ৫.৯৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (উদ্ভিদ বিদ্যা)	৩ ০.৩৯	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	২ ০.২৬	৩ ০.৩৯	৩ ০.৩৯	২ ০.২৬	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৫ ০.৬৫	২ ০.২৬	১ ০.১৩	১ ০.১৩	১৫ ১.৯৫	১১ ১.৪৩	২৬ ৩.৩৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (সমাজবিজ্ঞান)	১ ০.১৩	১ ০.১৩	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০.০০	১ ০.১৩	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	৮ ১.০৪	৩ ০.৩৯	১১ ১.৪৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (গণিত)	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	১ ০.১৩	১ ০.১৩	২ ০.২৬	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	৮ ১.০৪	৪ ০.৫২	১২ ১.৫৬
বি.সি.এস. শিক্ষা (ভূগোল)	১ ০.১৩	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	৫ ০.৬৫
বি.সি.এস. শিক্ষা (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	১ ০.১৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (হিসাব বিজ্ঞান)	৮ ১.০৪	২ ০.২৬	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	৬ ০.৭৮	৩ ০.৩৯	৬ ০.৭৮	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	৪ ০.৫২	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	১ ০.১৩	২ ০.২৬	৩১ ৪.০৪	১০ ১.৩০	৪১ ৫.৩৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
বি.সি.এস. শিক্ষা (ব্যবস্থাপনা)	৫ ০.৬৫	২ ০.২৬	৪ ০.৫২	১ ০.১৩	৭ ০.৯১	১ ০.১৩	২ ০.২৬	১ ০.১৩	২ ০.২৬	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	২৩ ২.৯৯	৬ ০.৭৮	২৯ ৩.৭৮
বি.সি.এস. শিক্ষা (মনোবিজ্ঞান)	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	৫ ০.৬৫	১ ০.১৩	৬ ০.৭৮
বি.সি.এস. শিক্ষা (কৃষি বিজ্ঞান)	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৬	১ ০.১৩	৩ ০.৩৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (পরিসংখ্যান)	০ ০	১ ০.১৩	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৯	২ ০.২৬	৫ ০.৬৫
বি.সি.এস. শিক্ষা (সংস্কৃত)	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	২ ০.২৬
বি.সি.এস. শিক্ষা (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	০ ০	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	৫ ০.৬৫	৫ ০.৬৫
বি.সি.এস. শিক্ষা (আরবী ও ইসলামী শিক্ষা)	১ ০.১৩	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	৪ ০.৫২	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	৯ ১.১৭	১ ০.১৩	১০ ১.৩০
বিসিএস শিক্ষা (আরবী)	০ ০	০ ০	২ ০.২৬	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	২ ০.২৬	০ ০.০০	২ ০.২৬
বি.সি.এস. শিক্ষা (শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক)	০ ০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	১ ০.১৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (প্রাতিষ্ঠানিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা)	০ ০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	১ ০.১৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি)	২৭ ৩.৫২	২ ০.২৬	২৩ ২.৯৯	১ ০.১৩	২৪ ৩.১৩	৩ ০.৩৯	৩০ ৩.৯১	২ ০.২৬	৯ ১.১৭	৩ ০.৩৯	১ ০.১৩	০ ০.০০	১৮ ২.৩৪	৫ ০.৬৫	২১ ২.৭৩	১ ০.১৩	১৫৩ ১৯.৯২	১৭ ২.২১	১৭০ ২২.১৪

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
বি.সি.এস. শিক্ষা (সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ) (ইংরেজি)	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	৩ ০.৩৯	০ ০.০০	৩ ০.৩৯
বি.সি.এস. শিক্ষা (সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ) (ভূগোল)	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	১ ০.১৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ) (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান)	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	১ ০.১৩
বি.সি.এস. শিক্ষা (সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ) (শিক্ষা)	৬ ০.৭৮	১ ০.১৩	১ ০.১৩	০ ০.০০	২ ০.২৬	২ ০.২৬	২ ০.২৬	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	০ ০.০০	০ ০.০০	১ ০.১৩	১ ০.১৩	২ ০.২৬	০ ০.০০	১৫ ১.৯৫	৪ ০.৫২	১৯ ২.৪৭
বি.সি.এস. শিক্ষা (সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ) (ইসলামিক আদর্শ)	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	১ ০.১৩	০ ০.০০	১ ০.১৩	০ ০.০০	১ ০.১৩
সর্বমোট=	১১১ ১৪.৪৫	৫৬ ৭.২৯	৭৪ ৯.৬৪	২৫ ৩.২৬	১০৮ ১৪.০৬	৪৩ ৫.৫৯	১০৭ ১৩.৯৩	২৫ ৩.২৬	৩০ ৩.৯১	১০ ১.৩০	১০ ১.৩০	৪ ০.৫২	৬১ ৭.৯৪	২৩ ২.৯৯	৬৫ ৮.৪৬	১৬ ২.০৮	৫৬৬ ৭৩.৭০	২০২ ২৬.৩০	৭৬৮ ১০০

লেখচিত্র-১৩.৪ ঃ ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি সংখ্যা

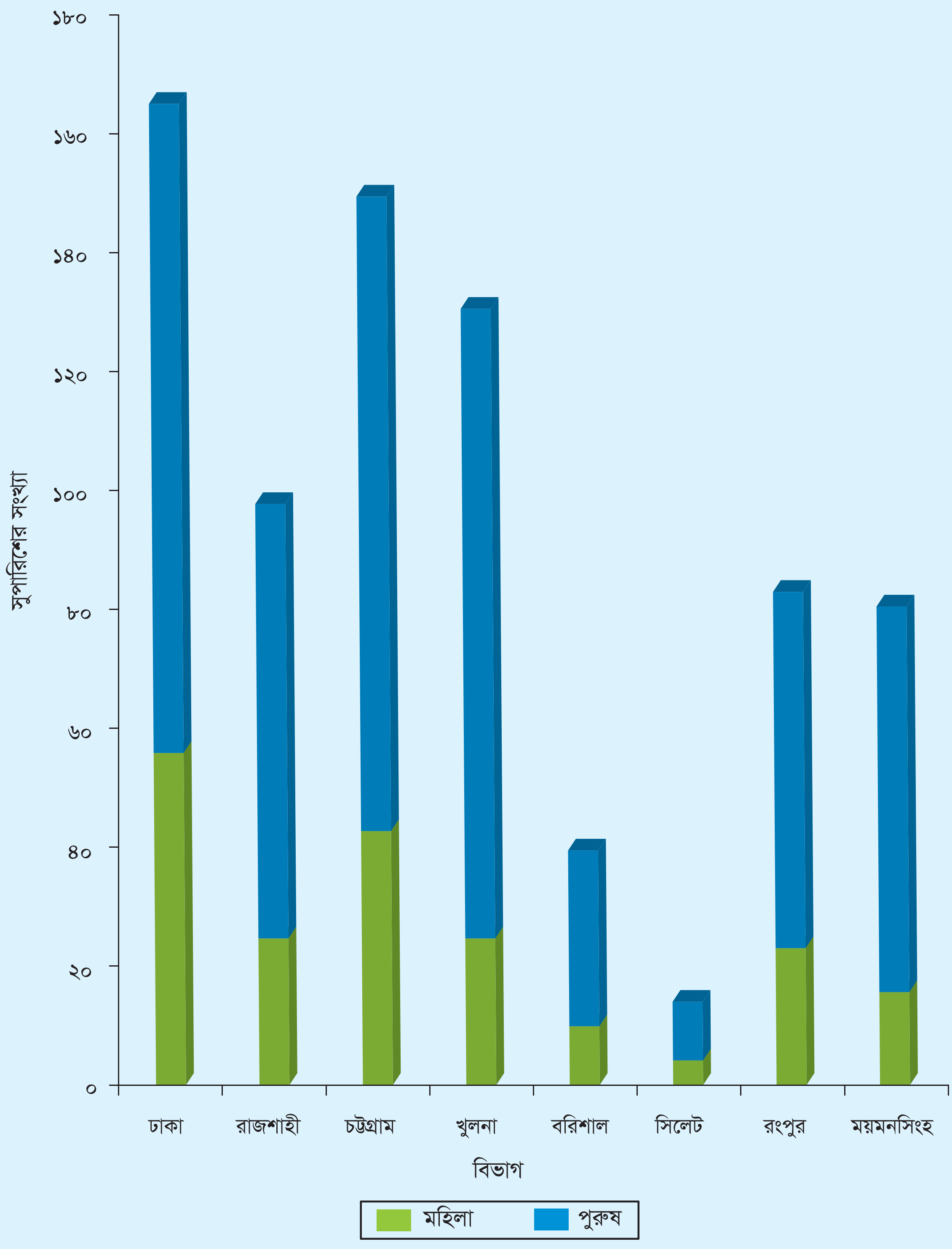

সারণি-১৩.৫

৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৫ দ্রষ্টব্য)

বয়সের শ্রেণি বিন্যাস	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
২১—২৩	১২৮৭৬ ৩.৭২	৮৭৬৪ ২.৫৩	২১৬৪০ ৬.২৫	৫৪০ ৩.৩২	৯১ ০.৫৬	৬৩১ ৩.৮৮	৪২৯ ৪.৩৫	৭৭ ০.৭৮	৫০৬ ৫.১৩	১৫৪ ৬.৯৯	৪০ ১.৮১	১৯৪ ৮.৮০
২৩—২৫	৬২৪৪৭ ১৮.০৩	৪০৮৫৮ ১১.৭৯	১০৩৩০৫ ২৯.৮২	৩৪৮০ ২১.৩৭	৮৩৬ ৫.১৩	৪৩১৬ ২৬.৫০	২৩৭৪ ২৪.০৭	৬৪৫ ৬.৫৪	৩০১৯ ৩০.৬১	৬৭৪ ৩০.৫৮	২৫৪ ১১.৫৩	৯২৮ ৪২.১১
২৫—২৭	৬৯০৫৫ ১৯.৯৩	৩৯৯৬৩ ১১.৫৩	১০৯০১৮ ৩১.৪৬	৪৮৭০ ২৯.৯০	১০৪৬ ৬.৪২	৫৯১৬ ৩৬.৩২	২৮৬৫ ২৯.০৫	৬৯৫ ৭.০৫	৩৫৬০ ৩৬.১০	৫২৯ ২৪.০০	১৯২ ৮.৭১	৭২১ ৩২.৭১
২৭—২৯	৫৫৬২০ ১৬.০৫	২৭৮০৩ ৮.০৩	৮৩৪২৩ ২৪.০৮	৩৬২২ ২২.২৪	৬৭৭ ৪.১৬	৪২৯৯ ২৬.৪০	১৮৭৬ ১৯.০৩	৩৮২ ৩.৮৭	২২৫৮ ২২.৯০	২১৪ ৯.৭১	৯৪ ৪.২৬	৩০৮ ১৩.৯৭
২৯-এর উর্ধ্বে	১৯৮৭৫ ৫.৭৪	৯১৭৯ ২.৬৫	২৯০৫৪ ৮.৩৯	৯৬৯ ৫.৯৫	১৫৫ ০.৯৫	১১২৪ ৬.৯০	৪৪১ ৪.৪৭	৭৮ ০.৭৯	৫১৯ ৫.২৬	৪০ ১.৮১	১৩ ০.৬০	৫৩ ২.৪১
সর্বমোট	২১৯৮৭৩ ৬৩.৪৭	১২৬৫৬৭ ৩৬.৫৩	৩৪৬৪৪০ ১০০	১৩৪৮১ ৮২.৭৮	২৮০৫ ১৭.২২	১৬২৮৬ ১০০	৭৯৮৫ ৮০.৯৭	১৮৭৭ ১৯.০৩	৯৮৬২ ১০০	১৬১১ ৭৩.০৯	৫৯৩ ২৬.৯১	২২০৪ ১০০

লেখচিত্র-১৩.৫ ঃ ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন স্তরে উত্তীর্ণ পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বয়সওয়ারি সংখ্যা

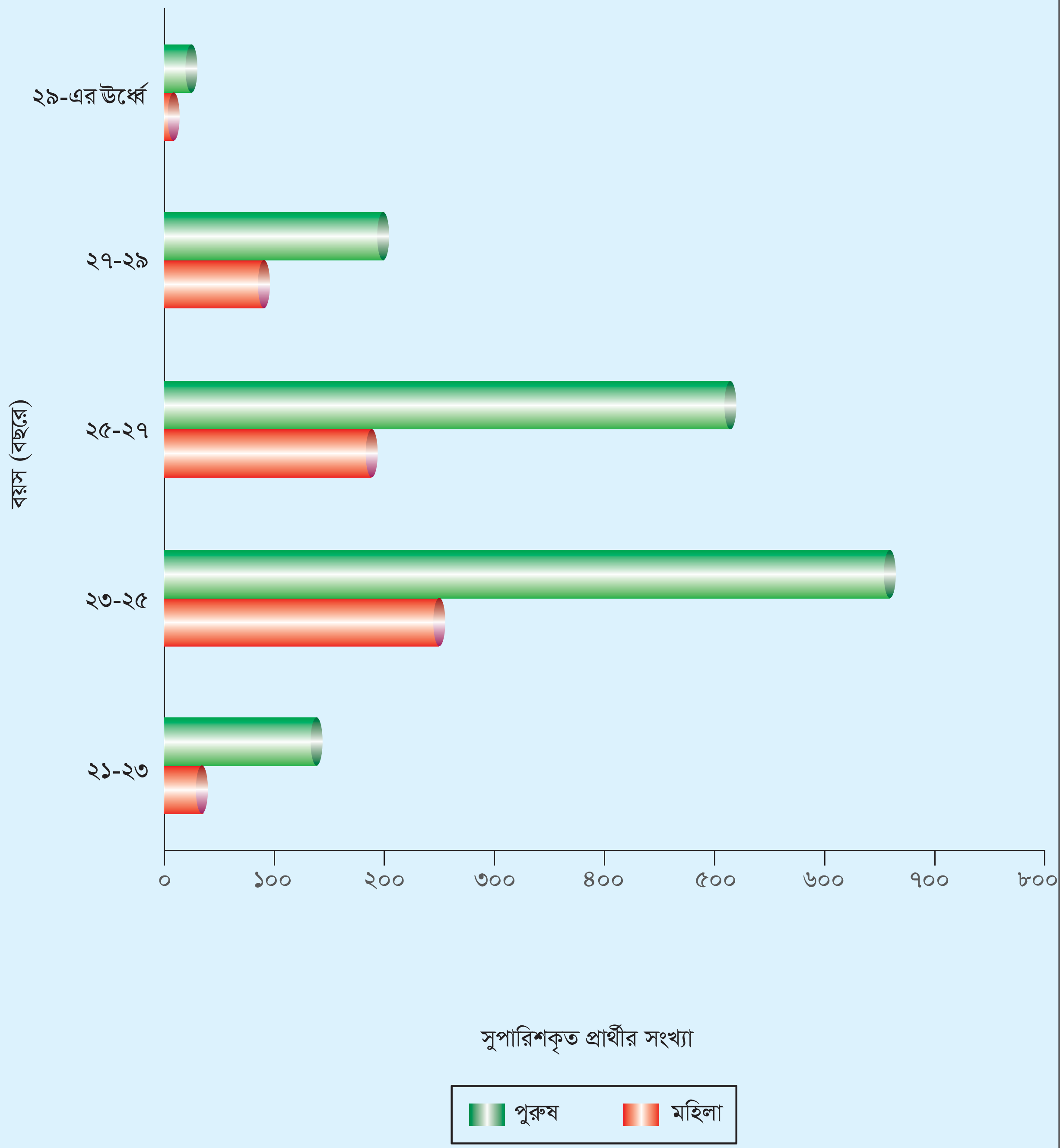

১৫—

সারণি-১৩.৬

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি বিবরণ

(লেখচিত্র-১৩.৬ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বিভাগের নাম																মোট		সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ				
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩৫তম	৪৫ ১৮.৯১	১২ ৫.০৪	১৪ ৫.৮৮	৪ ১.৬৮	৪২ ১৭.৬৫	১৩ ৫.৪৬	২৯ ১২.১৮	৭ ২.৯৪	১৯ ৭.৯৮	৩ ১.২৬	৮ ৩.৩৬	২ ০.৮৪	১১ ৪.৬২	৮ ৩.৩৬	১৬ ৬.৭২	৫ ২.১০	১৮৪ ৭৭.৩১	৫৪ ২২.৬৯	২৩৮ ১০০
৩৬তম	৩৮ ১৩.৪৩	১৩ ৪.৫৯	১৮ ৬.৩৬	৮ ২.৮৩	৬১ ২১.৫৫	১০ ৩.৫৩	৩৯ ১৩.৭৮	১১ ৩.৮৯	১৯ ৬.৭১	৫ ১.৭৭	১১ ৩.৮৯	৪ ১.৪১	১৫ ৫.৩০	৬ ২.১২	২০ ৭.০৭	৫ ১.৭৭	২২১ ৭৮.০৯	৬২ ২১.৯১	২৮৩ ১০০
৩৭তম	৪৫ ২০.১৮	১২ ৫.৩৮	২১ ৯.৪২	৬ ২.৬৯	৩৯ ১৭.৪৯	৪ ১.৭৯	২৬ ১১.৬৬	৫ ২.২৪	১৪ ৬.২৮	২ ০.৯০	৩ ১.৩৫	১ ০.৪৫	১৫ ৬.৭৩	৭ ৩.১৪	২২ ৯.৮৭	১ ০.৪৫	১৮৫ ৮২.৯৬	৩৮ ১৭.০৪	২২৩ ১০০
৩৮তম	৬২ ২২.৪৬	৮ ২.৯০	২১ ৭.৬১	৩ ১.০৯	৬৩ ২২.৮৩	১০ ৩.৬২	২৯ ১০.৫১	৩ ১.০৯	১৭ ৬.১৬	৫ ১.৮১	৪ ১.৪৫	২ ০.৭২	২৪ ৮.৭০	৫ ১.৮১	১৫ ৫.৪৩	৫ ১.৮১	২৩৫ ৮৫.১৪	৪১ ১৪.৮৬	২৭৬ ১০০

লেখচিত্র-১৩.৬ ঃ বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা (শতকরা হার)

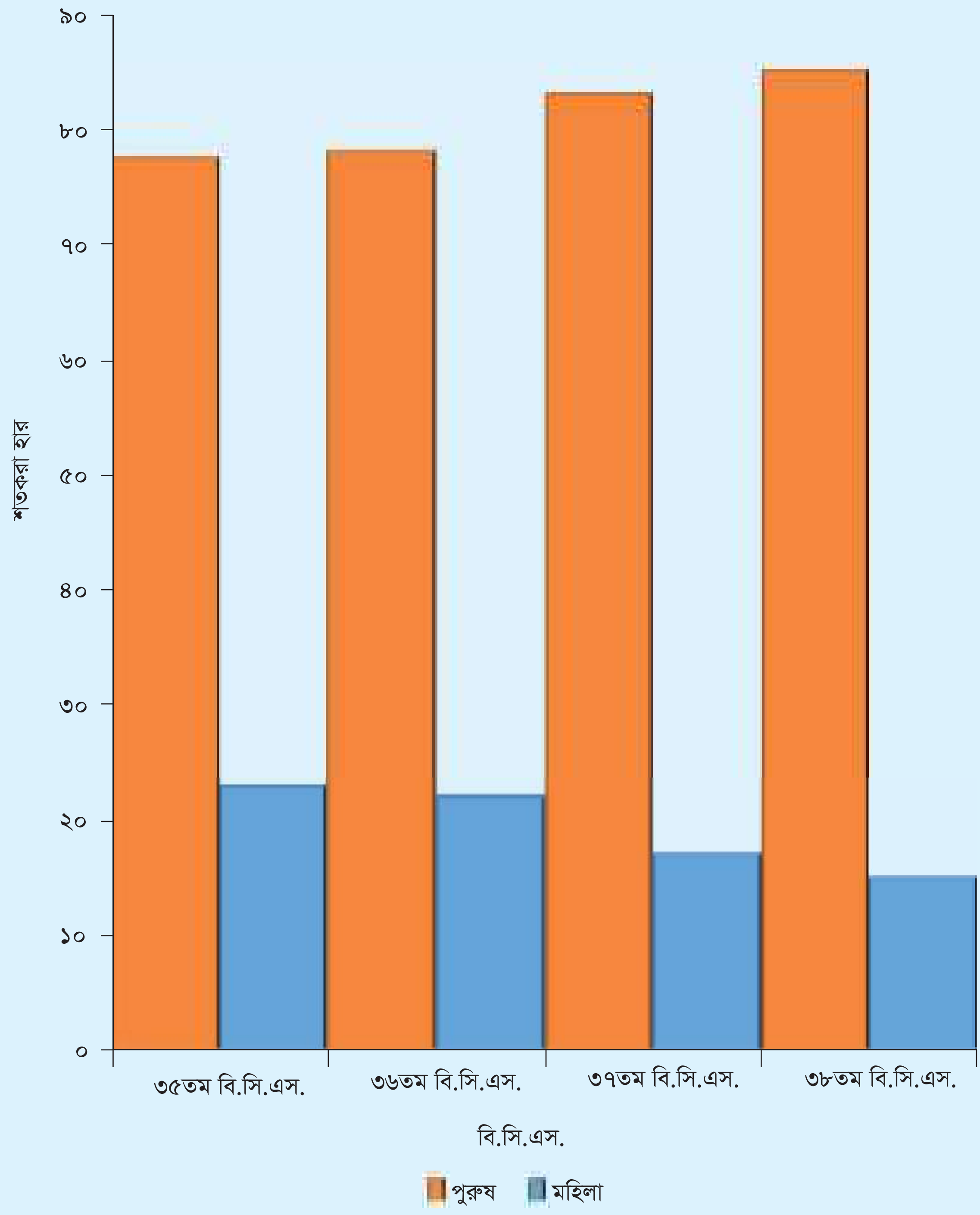

সারণি-১৩.৭

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত কারিগরি ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৭ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বিভাগের নাম																মোট		সর্বমোট (সংখ্যা ও %)
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ				
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩৫তম	৯১ ১৫.৮০	৩৫ ৬.০৮	৭৫ ১৩.০২	২২ ৩.৮২	৭৫ ১৩.০২	১৯ ৩.৩০	৫৭ ৯.৯০	১৫ ২.৬০	২৯ ৫.০৩	৪ ০.৬৯	১৪ ২.৪৩	২ ০.৩৫	৬৮ ১১.৮১	২০ ৩.৪৭	৩৫ ৬.০৮	১৫ ২.৬০	৪৪৪ ৭৭.০৮	১৩২ ২২.৯২	৫৭৬ ১০০
৩৬তম	৬৬ ১৩.৩৯	২৪ ৪.৮৭	৭৩ ১৪.৮১	১৫ ৩.০৪	৪২ ৮.৫২	১৩ ২.৬৪	৫১ ১০.৩৪	১০ ২.০৩	৩৩ ৬.৬৯	১১ ২.২৩	১২ ২.৪৩	২ ০.৪১	৬০ ১২.১৭	২২ ৪.৪৬	৩৮ ৭.৭১	২১ ৪.২৬	৩৭৫ ৭৬.০৬	১১৮ ২৩.৯৪	৪৯৩ ১০০
৩৭তম	৫৬ ১২.১২	২২ ৪.৭৬	৬৯ ১৪.৯৪	১৭ ৩.৬৮	৭৪ ১৬.০২	১৫ ৩.২৫	৪৫ ৯.৭৪	১৪ ৩.০৩	২৭ ৫.৮৪	৬ ১.৩০	১০ ২.১৬	৪ ০.৮৭	৪৯ ১০.৬১	১২ ২.৬০	৩০ ৬.৪৯	১২ ২.৬০	৩৬০ ৭৭.৯২	১০২ ২২.০৮	৪৬২ ১০০
৩৮তম	৭৯ ১৩.২১	৩৩ ৫.৫২	৮৭ ১৪.৫৫	২৪ ৪.০১	৬০ ১০.০৩	১৯ ৩.১৮	৫৮ ৯.৭০	১৭ ২.৮৪	২০ ৩.৩৪	১০ ১.৬৭	১০ ১.৬৭	১ ০.১৭	৮৩ ১৩.৮৮	১৯ ৩.১৮	৫৫ ৯.২০	২৩ ৩.৮৫	৪৫২ ৭৫.৫৯	১৪৬ ২৪.৪১	৫৯৮ ১০০
৩৯তম (বিশেষ)	৫৭৩ ১২.৫৭	৫২৩ ১১.৪৭	৩৬৫ ৮.০১	২৯৪ ৬.৪৯	৬৪৮ ১৪.২১	৫২৮ ১১.৫৮	৩১৯ ৭.০০	২৬৩ ৫.৭৭	১০৬ ২.৩৩	৬৭ ১.৪৭	৮৯ ১.৯৫	৫০ ১.১০	২৫৭ ৫.৬৪	১৯১ ৪.১৯	১৪৪ ৩.১৬	১৪২ ৩.১১	২৫০১ ৫৪.৮৬	২০৫৮ ৪৫.১৪	৪৫৫৯ ১০০

লেখচিত্র-১৩.৭ ঃ বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত কারিগরি ক্যাডারে সুপরিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা (শতকরা হার)

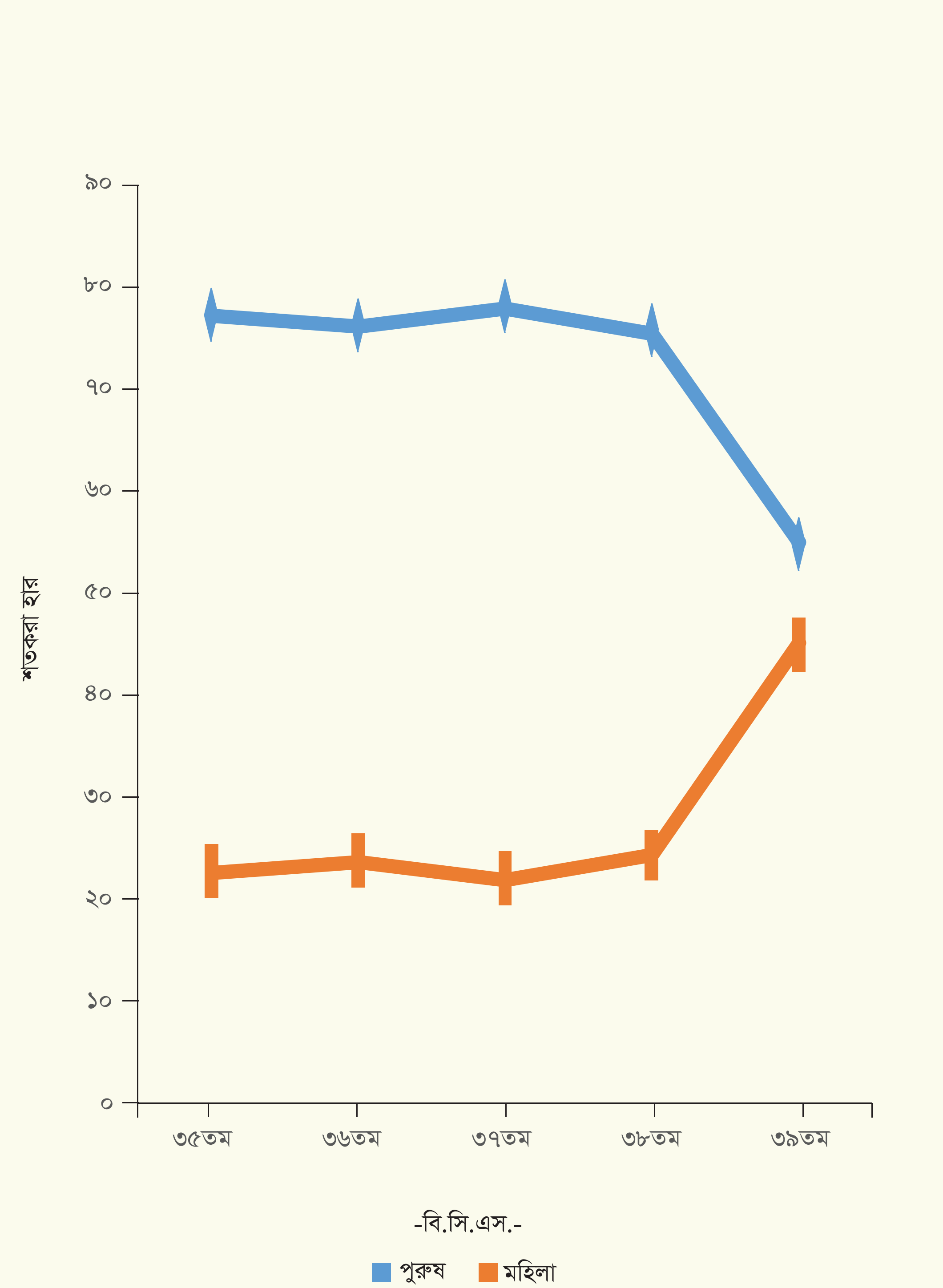

সারণি-১৩.৮

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বন্টনকৃত সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বিভাগওয়ারি পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৮ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বিভাগের নাম																মোট		সর্বমোট
	ঢাকা		রাজশাহী		চট্টগ্রাম		খুলনা		বরিশাল		সিলেট		রংপুর		ময়মনসিংহ				
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩৫তম	৯৩ ১৪.১৮	৩৯ ৫.৯৫	৫১ ৭.৭৭	১৬ ২.৪৪	১০৩ ১৫.৭০	২১ ৩.২০	১১৩ ১৭.২৩	১৯ ২.৯০	৩৩ ৫.০৩	১১ ১.৬৮	২২ ৩.৩৫	১১ ১.৬৮	৫২ ৭.৯৩	১০ ১.৫২	৪৪ ৬.৭১	১৮ ২.৭৪	৫১১ ৭৭.৯০	১৪৫ ২২.১০	৬৫৬ ১০০
৩৬তম	১৩৯ ১৮.৬৮	৩৫ ৪.৭০	৬০ ৮.০৬	১৩ ১.৭৫	৯৯ ১৩.৩১	১৯ ২.৫৫	১২১ ১৬.২৬	২০ ২.৬৯	৩৮ ৫.১১	২১ ২.৮২	৭ ০.৯৪	৫ ০.৬৭	৭১ ৯.৫৪	১৩ ১.৭৫	৬৮ ৯.১৪	১৫ ২.০২	৬০৩ ৮১.০৫	১৪১ ১৮.৯৫	৭৪৪ ১০০
৩৭তম	২৯ ১৮.২৪	৮ ৫.০৩	৮ ৫.০৩	১ ০.৬৩	৩২ ২০.১৩	৩ ১.৮৯	২৮ ১৭.৬১	৫ ৩.১৪	১১ ৬.৯২	৩ ১.৮৯	২ ১.২৬	০ ০.০০	১৪ ৮.৮১	২ ১.২৬	৯ ৫.৬৬	৪ ২.৫২	১৩৩ ৮৩.৬৫	২৬ ১৬.৩৫	১৫৯ ১০০
৩৮তম	৮৭ ১৫.৮৫	৩২ ৫.৮৩	৫৭ ১০.৩৮	১০ ১.৮২	৮০ ১৪.৫৭	২৬ ৪.৭৪	৮২ ১৪.৯৪	১৭ ৩.১০	২২ ৪.০১	৮ ১.৪৬	৫ ০.৯১	২ ০.৩৬	৪৬ ৮.৩৮	১৩ ২.৩৭	৪৯ ৮.৯৩	১৩ ২.৩৭	৪২৮ ৭৭.৯৬	১২১ ২২.০৪	৫৪৯ ১০০

লেখচিত্র-১৩.৮ ঃ বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে মেধায় বণ্টনকৃত সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা (শতকরা হার)

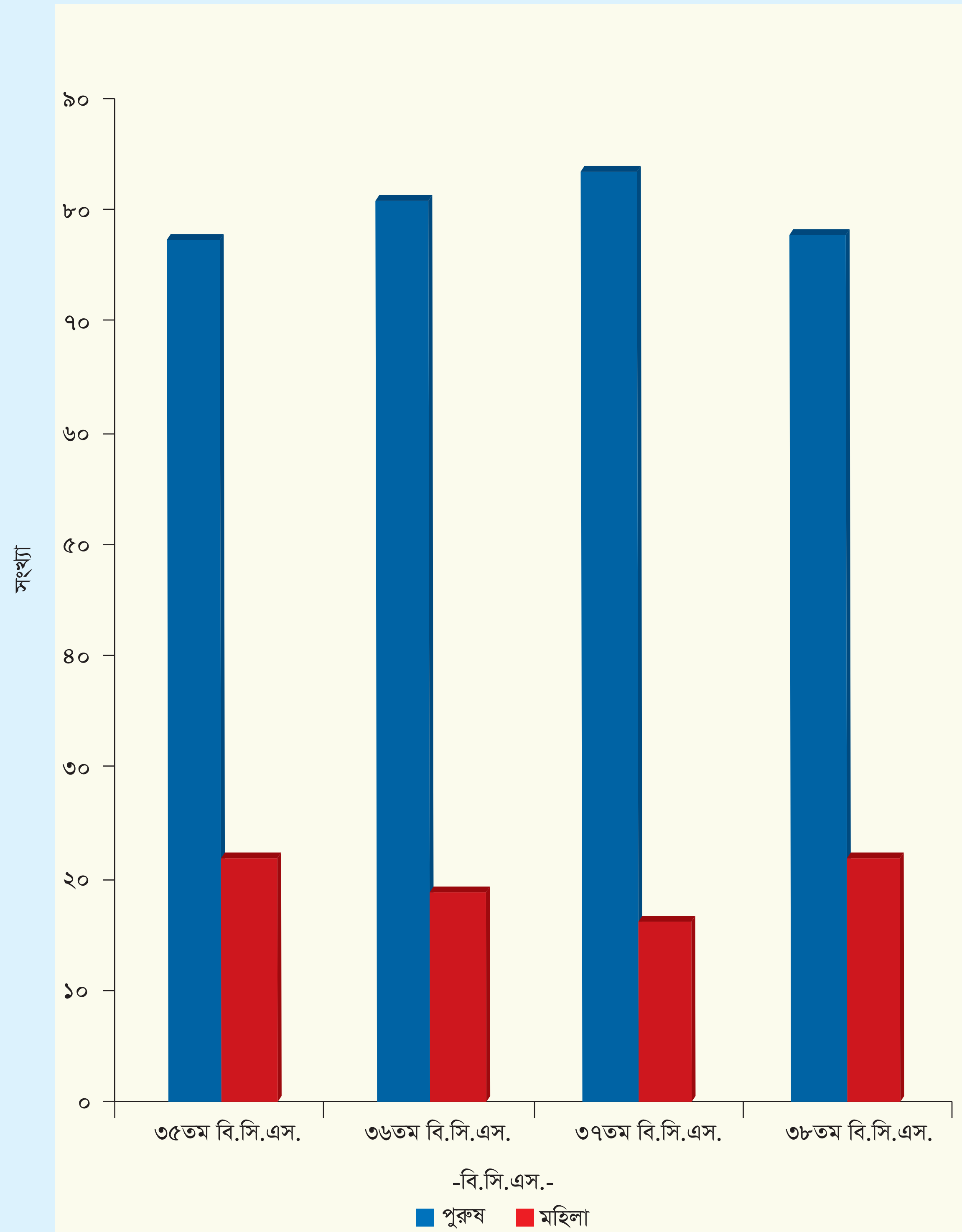

সারণি-১৩.৯

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলা ভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.৯ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
৩৫তম	১৬২৬৮২ ৬৬.৬৬	৮১৩৮০ ৩৩.৩৪	২৪৪০৬২ ১০০	১৫৭২ ৭২.০৮	৬০৯ ২৭.৯২	২১৮১ ১০০
৩৬তম	১৪১২৭০ ৬৬.৮৬	৭০০১২ ৩৩.১৪	২১১২৮২ ১০০	১৭১৪ ৭৩.৭৮	৬০৯ ২৬.২২	২৩২৩ ১০০
৩৭তম	১৫৮৬৫৩ ৬৫.১৮	৮৪৭৬২ ৩৪.৮২	২৪৩৪১৫ ১০০	৯৯০ ৭৫.৪০	৩২৩ ২৪.৬০	১৩১৩ ১০০
৩৮তম	২১৯৮৭৩ ৬৩.৪৭	১২৬৫৬৭ ৩৬.৫৩	৩৪৬৪৪০ ১০০	১৬১১ ৭৩.০৯	৫৯৩ ২৬.৯১	২২০৪ ১০০
৩৯তম (বিশেষ)	১৬৪০১ ৪৩.৬৫	২১১৭৫ ৫৬.৩৫	৩৭৫৭৬ ১০০	৩৬০০ ৫৩.০০	৩১৯২ ৪৭.০০	৬৭৯২ ১০০

[বি:দ্র: ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. এর ১ম দফায় ৩০.০৪.২০১৯ তারিখে ৪৯৭২ জনকে এবং ২য় দফায় ৩০.০৪.২০২০ তারিখে ২০০০ জনকে সুপারিশ করা হয় ।]

লেখচিত্র-১৩.৯ ঃ বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারী এবং সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের সংখ্যা (শতকরা হার)

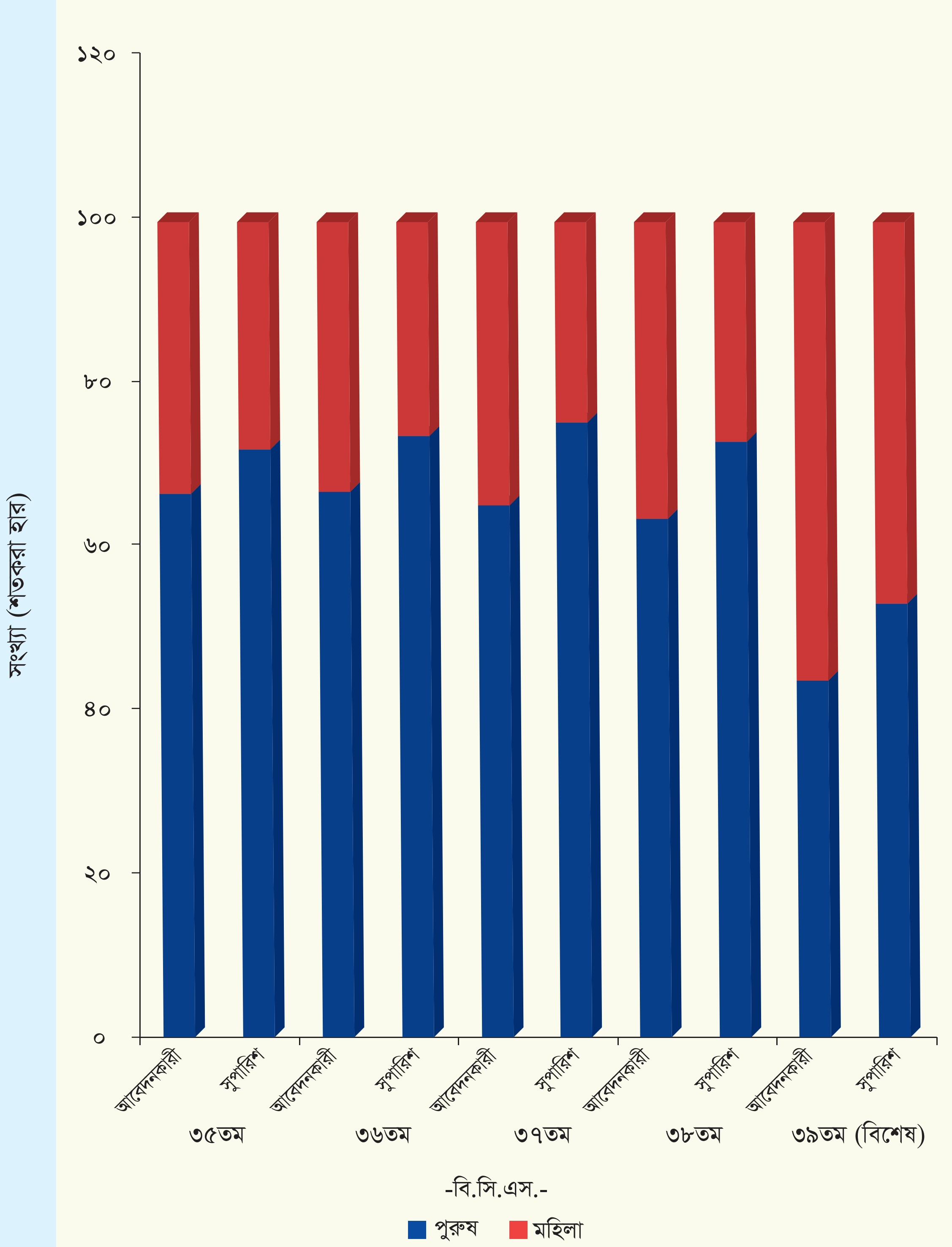

১৬—

সারণি-১৩.১০

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মেধা ও কোটাভিত্তিক পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.১০ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	কোটা						সর্বমোট
	মেধা	মুক্তিযোদ্ধা	মহিলা	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	জেলা	প্রতিবন্ধী	
৩৫তম	১৪৭২	১৯৮	২০৫	২১	২৮২	৩	২১৮১
৩৬তম	১৫২০	২০৯	২১০	১৬	৩৬৫	৩	২৩২৩
৩৭তম	৮৪৪	১৩৪	১২১	১৮	১৯২	৪	১৩১৩
৩৮তম	১৪২৩	২২৬	২১১	৩৩	৩১০	১	২২০৪
৩৯তম (বিশেষ)	৪৫৫৯	৫৩১	৬৭৯	৪৩	৯৭৫	৫	৬৭৯২

[বি:দ্র: ৩৯তম (বিশেষ) বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে ১ম দফায় ৩০.০৪.২০১৯ তারিখে ৪৯৭২ জনকে এবং ২য় দফায় ৩০.০৪.২০২০ তারিখে ২০০০ জনকে সুপারিশ করা হয় ।]

লেখচিত্র-১৩.১০ : বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের মেধা ও কোটাভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র

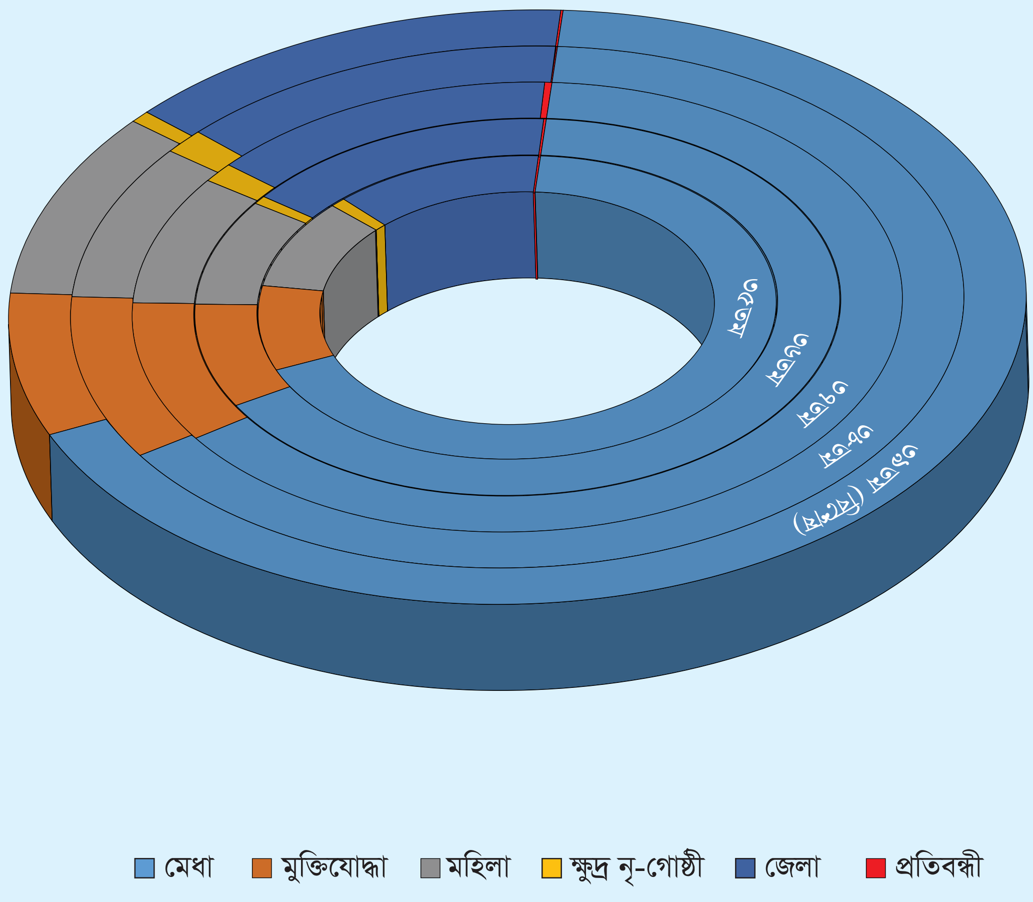

সারণি-১৩.১১

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণকৃত শূন্য পদ, যোগ্য আবেদনকারী এবং প্রার্থী মনোনয়নে ব্যয়িত সময়ের বিস্তারিত পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.১১ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	শূন্য পদের সংখ্যা	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা	সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	সুপারিশের তারিখ	ব্যয়িত সময় (মাসে)	মন্তব্য
৩৫তম	২৫৪৫	২৩.০৯.১৪	২৪৪০৬২	২১৮১	১৭.০৮.১৬	১ বছর ১০ মাস ২৪ দিন	
৩৬তম	২৭৫০	৩১.০৫.১৫	২১১২৮২	২৩২৩	১৭.১০.১৭	২ বছর ৪ মাস ১৬ দিন	
৩৭তম	১৩৪২	২৯.০২.১৬	২৪৩৪১৫	১৩১৩	১২.০৬.১৮	২ বছর ৩ মাস ১৩ দিন	
৩৮তম	২৪০০	২০.০৬.২০১৭	৩৪৬৪৪০	২২০৪	৩০.০৬.২০২০	৩ বছর ১০ দিন	
৩৯তম (বিশেষ)	৪৭৯২+২০০০ =৬৭৯২	০৮.০৪.১৮	৩৭৫৭৬	৪৭৯২+২০০০ =৬৭৯২	৩০.০৪.২০১৯ (১ম দফা) ৩০.০৪.২০২০ (২য় দফা)	১ বছর ২২ দিন	

লেখচিত্র-১৩.১১ : বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় প্রার্থী মনোনয়নে ব্যয়িত সময় (মাস)

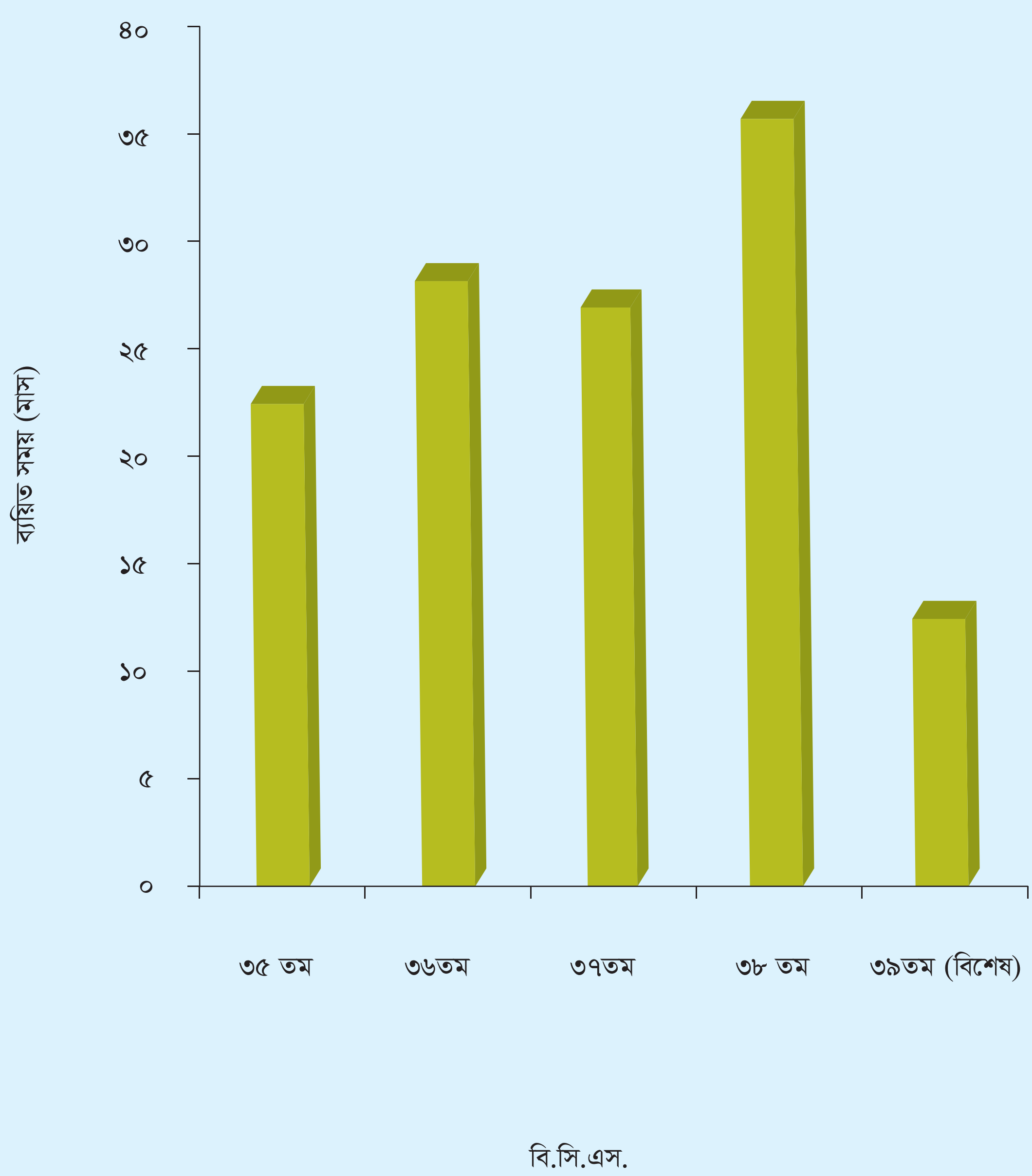

সারণি -১৩.১২
বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.১২ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
৩৫তম	১৫৭২ ৭২.০৮	৬০৯ ২৭.৯২	২১৮১ ১০০.০০
৩৬তম	১৭১৪ ৭৩.৭৮	৬০৯ ২৬.২২	২৩২৩ ১০০.০০
৩৭তম	৯৯০ ৭৫.৪০	৩২৩ ২৪.৬০	১৩১৩ ১০০
৩৮তম	১৬১১ ৭৩.০৯	৫৯৩ ২৬.৯১	২২০৪ ১০০
৩৯তম (বিশেষ)	৩৬০০ ৫৩.০০	৩১৯২ ৪৭.০০	৬৭৯২ ১০০

লেখচিত্র-১৩.১২ : বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের পুরুষ ও মহিলাভিত্তিক সংখ্যা (শতকরা হার)

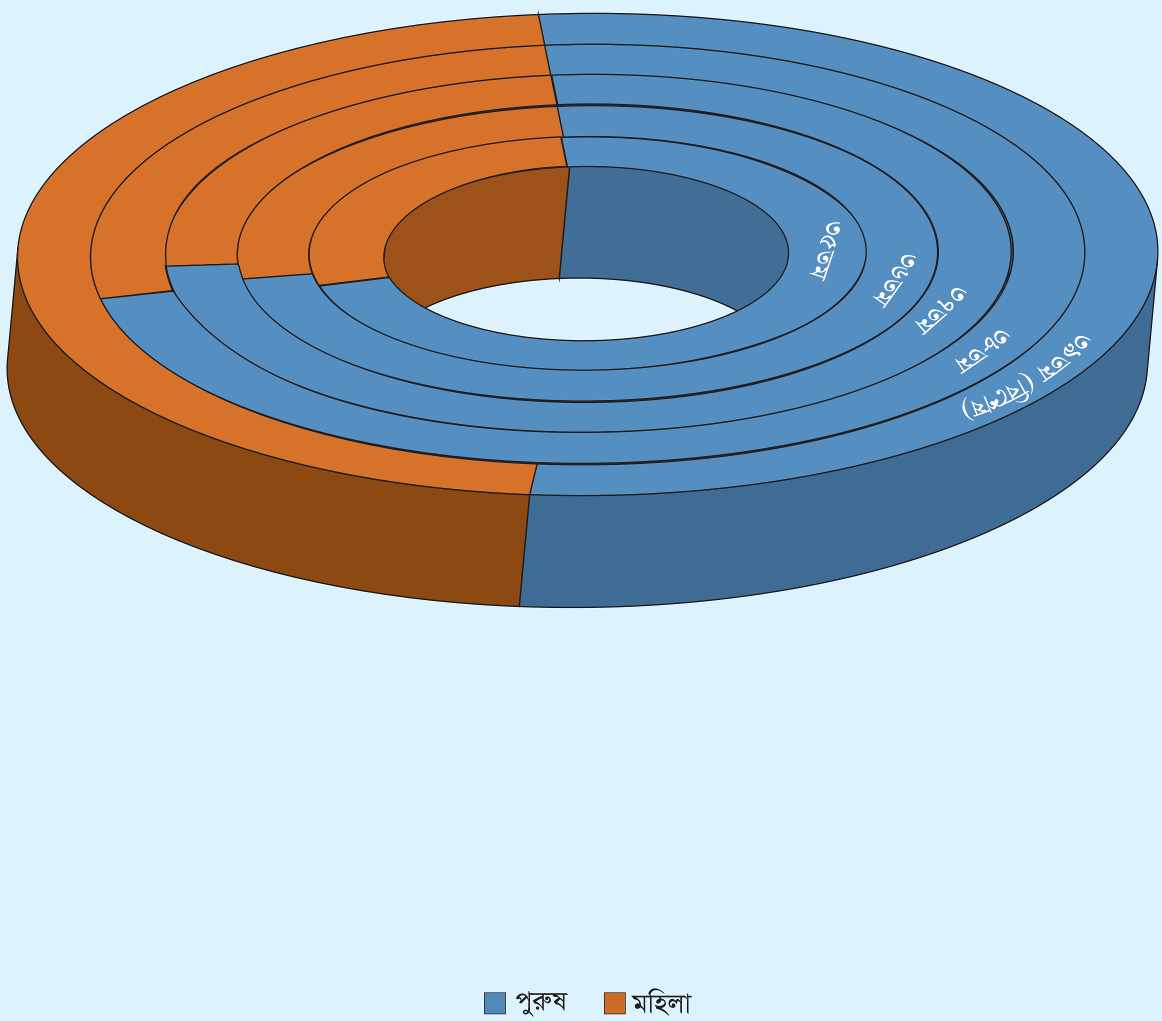

সারণি-১৩.১৩

বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় যোগ্য আবেদনকারী এবং সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

(লেখচিত্র-১৩.১৩ দ্রষ্টব্য)

বি.সি.এস. পরীক্ষার নাম	বৈবাহিক অবস্থা	যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা			সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা		
		পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)	পুরুষ (সংখ্যা ও %)	মহিলা (সংখ্যা ও %)	মোট (সংখ্যা ও %)
১	২	৩	৪	৬	৭	৮	১০
৩৫তম	বিবাহিত	২৩২১৪ ৯.৫১	৩২০২১ ১৩.১২	৫৫২৩৫ ২২.৬৩	১৭১ ৭.৮৪	১৮৪ ৮.৪৪	৩৫৫ ১৬.২৮
	অবিবাহিত	১৩৯৪৭৮ ৫৭.১৫	৪৯৩৪৯ ২০.২২	১৮৮৮২৭ ৭৭.৩৭	১৪০১ ৬৪.২৪	৪২৫ ১৯.৪৯	১৮২৬ ৮৩.৭২
	সর্বমোট	১৬২৬৯২ ৬৬.৬৬	৮১৩৭০ ৩৩.৩৪	২৪৪০৬২ ১০০.০০	১৫৭২ ৭২.০৮	৬০৯ ২৭.৯২	২১৮১ ১০০.০০
৩৬তম	বিবাহিত	১৯১১৯ ৯.০৫	২৬১১৪ ১২.৩৬	৪৫২৩৩ ২১.৪১	১৫৩ ৬.৫৯	১৭৩ ৭.৪৫	৩২৬ ১৪.০৩
	অবিবাহিত	১২২১৫৪ ৫৭.৮২	৪৩৮৯৫ ২০.৭৮	১৬৬০৪৯ ৭৮.৫৯	১৫৬১ ৬৭.২০	৪৩৬ ১৮.৭৭	১৯৯৭ ৮৫.৯৭
	সর্বমোট	১৪১২৭৩ ৬৬.৮৭	৭০০০৯ ৩৩.১৩	২১১২৮২ ১০০.০০	১৭১৪ ৭৩.৭৮	৬০৯ ২৬.২২	২৩২৩ ১০০.০০
৩৭তম	বিবাহিত	২০৯৯২ ৮.৬২	৩০৯৮৭ ১২.৭৩	৫১৯৭৯ ২১.৩৫	১০৬ ৮.০৭	৯৬ ৭.৩১	২০২ ১৫.৩৮
	অবিবাহিত	১৩৭৬৬৫ ৫৬.৫৬	৫৩৭৭১ ২২.০৯	১৯১৪৩৬ ৭৮.৬৫	৮৮৪ ৬৭.৩৩	২২৭ ১৭.২৯	১১১১ ৮৪.৬২
	সর্বমোট	১৫৮৬৫৭ ৬৫.১৮	৮৪৭৫৮ ৩৪.৮২	২৪৩৪১৫ ১০০.০০	৯৯০ ৭৫.৪০	৩২৩ ২৪.৬০	১৩১৩ ১০০.০০
৩৮তম	বিবাহিত	৩২১১৪ ৯.২৭	৪৯০০২ ১৪.১৪	৮১১১৬ ২৩.৪১	১৬১ ৭.৩০	১৯১ ৮.৬৭	৩৫২ ১৫.৯৭
	অবিবাহিত	১৮৭৭৫৯ ৫৪.২০	৭৭৫৬৫ ২২.৩৯	২৬৫৩২৪ ৭৬.৫৯	১৪৫০ ৬৫.৭৯	৪০২ ১৮.২৪	১৮৫২ ৮৪.০৩
	সর্বমোট	২১৯৮৭৩ ৬৩.৪৭	১২৬৫৬৭ ৩৬.৫৩	৩৪৬৪৪০ ১০০	১৬১১ ৭৩.০৯	৫৯৩ ২৬.৯১	২২০৪ ১০০
৩৯তম (বিশেষ)	বিবাহিত	৫৪৩৩ ১৪.৪৬	১০৯৮৩ ২৯.২৩	১৬৪১৬ ৪৩.৬৯	১২৪৩ ১৮.৩০	১৭৩৭ ২৫.৫৭	২৯৮০ ৪৩.৮৮
	অবিবাহিত	১০৯৬৮ ২৯.১৯	১০১৯২ ২৭.১২	২১১৬০ ৫৬.৩১	২৩৫৭ ৩৪.৭০	১৪৫৫ ২১.৪২	৩৮১২ ৫৬.১২
	সর্বমোট	১৬৪০১ ৪৩.৬৫	২১১৭৫ ৫৬.৩৫	৩৭৫৭৬ ১০০.০০	৩৬০০ ৫৩.০০	৩১৯২ ৪৭.০০	৬৭৯২ ১০০

লেখচিত্র-১৩.১৩ : বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশকৃত পুরুষ ও মহিলা প্রার্থীদের বৈবাহিক অবস্থা (শতকরা হার)

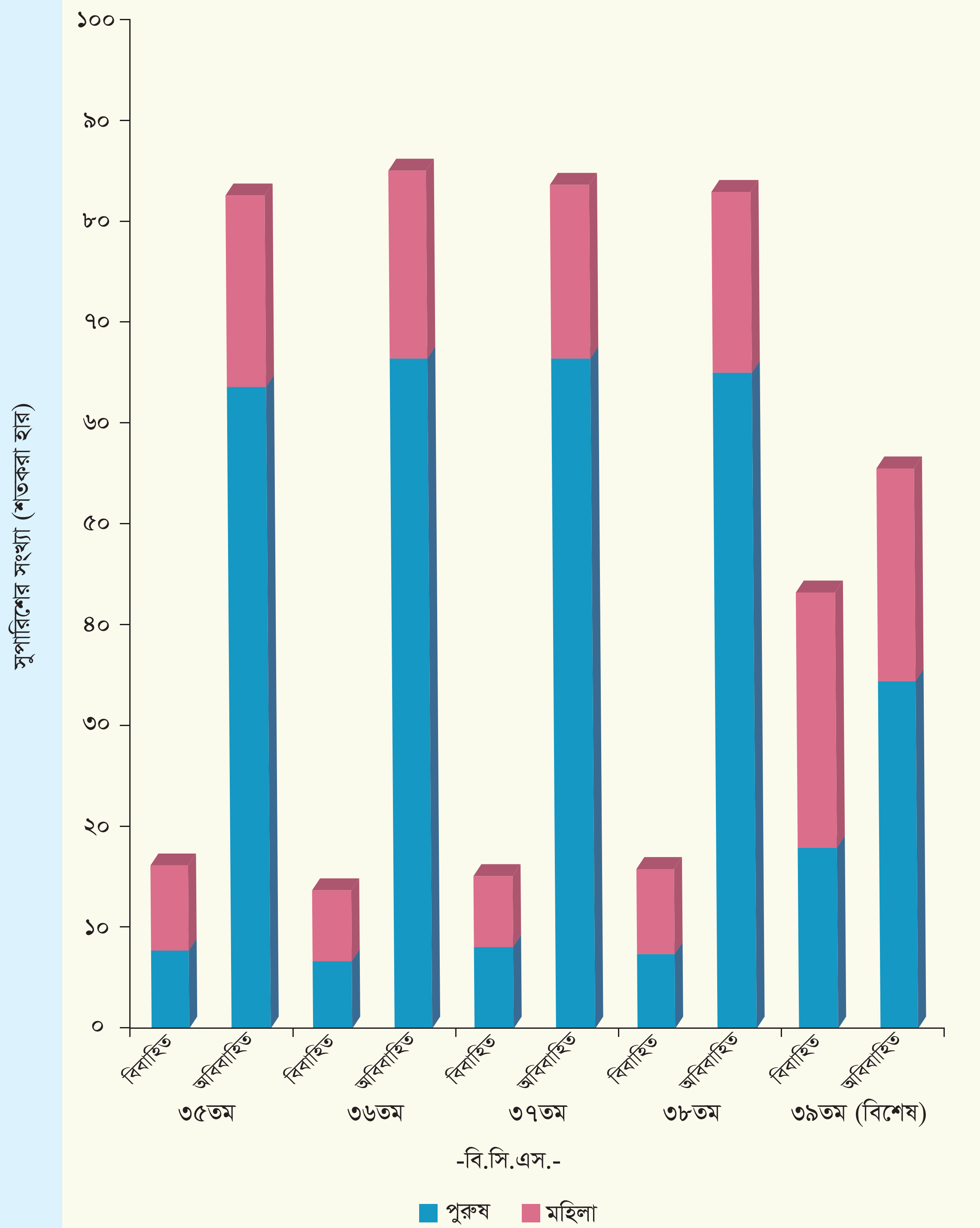

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের দিবসওয়ারি সম্পাদিত কার্যক্রম

জানুয়ারি ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০১.২০২০	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পুর]', 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]', 'সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]' ও 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]' পদসমূহের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি এর 'ডাটা এনালিস্ট' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর বিসিএস কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের পদসমূহের জন্য লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষার আবশ্যিক বিষয়সমূহের লিখিত পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার হল ও আসনবিন্যাস প্রকাশ।
০২.০১.২০২০	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের সদস্য জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং সদস্য জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান এর অবসর অভিনন্দন অনুষ্ঠিত।
০৩.০১.২০২০	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
০৪.০১.২০২০	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
০৫.০১.২০২০	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
০৬.০১.২০২০	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
০৭.০১.২০২০	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ হাসান মাহমুদ কর্তৃক কমিশনের নবনিয়ুক্ত সদস্য জনাব ফয়েজ আহম্মদ এবং জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম* এর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত।
০৮.০১.২০২০	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের নবনিয়ুক্ত সদস্য জনাব ফয়েজ আহম্মদ এবং জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম* কর্তৃক কমিশন সচিবালয় চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতার ম্যুরাল এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত শহিদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিসৌধ 'মৃত্যুঞ্জয়ীতে' পুষ্পস্তবক অর্পণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৯.০১.২০২০	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের নবনিযুক্ত সদস্য জনাব ফয়েজ আহম্মদ এবং জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা, *বিপিএম, পিপিএম* কর্তৃক ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা আগস্ট-২০১৯ এর ফলাফল প্রকাশ।
১২.০১.২০২০	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৩.০১.২০২০	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৪.০১.২০২০	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন একাডেমি চট্টগ্রাম-এর 'ফোরম্যান [উপ-সহকারী প্রকৌশলী]' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের 'ফোরম্যান' পদে ০৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন কোস্ট গার্ড- এর 'নার্স' পদে ০২ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
১৫.০১.২০২০	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'প্রোগ্রামার' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের 'ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার' পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের 'প্রোগ্রামার' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির 'নার্স' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
১৬.০১.২০২০	দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা-২০১৯ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' ও 'সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]' পদসমূহের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৯.০১.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
২০.০১.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
২১.০১.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
২২.০১.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর 'ডকুমেন্টেশন অফিসার' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী স্থপতি' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৩.০১.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং সদস্য প্রফেসর ডা. শাহ্ আব্দুল লতিফ এর অবসর অভিনন্দন অনুষ্ঠিত।
২৬.০১.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের সেশন অনুষ্ঠিত।
	তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের 'রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৭.০১.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের সেশন অনুষ্ঠিত।
২৮.০১.২০২০	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের বাছাই পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের 'এ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের সেশন অনুষ্ঠিত।
২৯.০১.২০২০	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের 'ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার' পদের ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
৩০.০১.২০২০	৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।

ফেব্রুয়ারি ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০২.০২.২০২০	ময়মনসিংহ ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে নির্মিতব্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ের নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত।
	৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
০৩.০২.২০২০	৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের 'পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
০৪.০২.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তরের 'সহকারী বিদ্যুৎ পরিদর্শক' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের 'সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার' পদের বাছাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের 'চিফ ইন্সট্রাক্টর' পদে ০৭ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের 'সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর [ট্রেড] [বৃত্তিমূলক, বাণিজ্যিক ও শিল্প ও নকশা শাখা]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	মালদ্বীপ সিভিল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত করেন।
০৫.০২.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের প্রিলিমিনারি টেস্টের সূচি প্রকাশ।
০৬.০২.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) এর 'ডকুমেন্টেশন অফিসার' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৯.০২.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষা এর লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন 'সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'এস্টিমেটর [পুর]' ও এস্টিমেটর [তড়িৎ]' পদসমূহের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের 'ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার' পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল ও মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১০.০২.২০২০	টেলিটকের কারিগরি সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ে 'অনলাইনে নিয়োগ ও পদোন্নতি সেবা সহজীকরণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনা সেবা উন্নয়ন ও সমন্বয়করণ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত।
	৩৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
১১.০২.২০২০	৩৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারী কর্মচারী হাসপাতালের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
১২.০২.২০২০	তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের 'রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় ৩৭তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে ১৬৭ জন এবং ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে ৫৬৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
	কমিশনের ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয় কর্তৃপক্ষের সাথে সভা অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৩.০২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী স্থপতি’ পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তোশাখানা ইউনিটের ‘প্রশাসনিক কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তোশাখানা ইউনিটের ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘এস্টিমেটর [তড়িৎ]’ ও ‘এস্টিমেটর [পুর]’ পদসমূহের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ‘নিরাপত্তা কর্মকর্তা’ পদের এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
১৬.০২.২০২০	ভূমি মন্ত্রণালয়ের ‘প্রোগ্রামার’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ‘এ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম এনালিস্ট’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৭.০২.২০২০	শিল্প মন্ত্রণালয়ের ‘প্রোগ্রামার’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ‘সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর [ট্রেড] [বৃত্তিমূলক, বাণিজ্যিক ও শিল্প ও নকশা শাখা]’ পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
১৮.০২.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী/নক্সাকার [উপ-সহকারী প্রকৌশলী]’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
১৯.০২.২০২০	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ পদের প্রিলিমিনারি টেস্ট নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ‘প্রশাসনিক কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষা-২০১৮ এর ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২০.০২.২০২০	‘ভাষা আন্দোলনের ঊষালগ্নের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান’ শিরোনামে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।
	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি-২০২০ এর পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৩.০২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ‘সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২৪.০২.২০২০	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘প্রশাসনিক কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের ‘জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর [কারিগরি]’ পদের বাছাই পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৫.০২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন ‘সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী’ পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	কমিশনের ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পারীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ‘প্রশিক্ষক [স্টেনো-টাইপিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র]’ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন খনিজ সম্পদ ব্যুরোর ‘সহকারী পরিচালক [খনি প্রকৌশল]’ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ‘উপ-সহকারী পরিচালক [ড্রিলিং প্রকৌশলী]’ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৬.০২.২০২০	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ‘পুষ্টি উন্নয়ন কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৭.০২.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ হাসান মাহমুদ কর্তৃক কমিশনের নবনিযুক্ত সদস্য ও. এন. সিদ্দিকা খানমের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত।
২৮.০২.২০২০	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২৯.০২.২০২০	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।

মার্চ ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০৩.২০২০	সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	কমিশনের নবনিযুক্ত সদস্য ও. এন. সিদ্দিকা খানম কর্তৃক কমিশন সচিবালয় চত্বরে স্থাপিত জাতির পিতার ম্যুরাল এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত শহিদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতিসৌধ ‘মৃত্যুঞ্জয়ীতে’ পুষ্পস্তবক অর্পণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিপ্তরের ‘সিনিয়র স্টাফ নার্স’ পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি।
০২.০৩.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তোশাখানা ইউনিটের ‘প্রশাসনিক কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
০৩.০৩.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তোশাখানা ইউনিটের ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ‘ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
০৪.০৩.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘এস্টিমেটর [তড়িৎ]’ ও ‘এস্টিমেটর [পুর]’ পদসমূহের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
০৫.০৩.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের ‘জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর [কারিগরি]’ পদের বাছাই পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ‘সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার’ পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘চিত্রগ্রাহক [গ্রেড-২]’ ও ‘শিল্প নির্দেশক/গ্রাফিক্স শিল্প নির্দেশক/দৃশ্য পটকার [গ্রেড-২]’ পদসমূহের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ‘উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৭.০৩.২০২০	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে সরকারি বন্ধের দিনেও অফিস খোলা রাখা হয়।
০৮.০৩.২০২০	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [বিদ্যুৎ]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
০৯.০৩.২০২০	৪০তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'মিডওয়াইফ' পদের বাছাই পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১০.০৩.২০২০	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'প্রশিক্ষক [স্টেনো-টাইপিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
১১.০৩.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১২.০৩.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন খনিজ সম্পদ ব্যুরোর 'সহকারী পরিচালক [খনি প্রকৌশল]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অ্যাপ্টিচিউড টেস্টের সূচি প্রকাশ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৫.০৩.২০২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
১৫.০৩.২০২০	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের 'ইন্সট্রাক্টর [বিজ্ঞান]', 'ইন্সট্রাক্টর [শারীরিক শিক্ষা]', পিটিআইসমূহের 'ইন্সট্রাক্টর [কৃষি]' ও 'ইন্সট্রাক্টর [চারু ও কারুকলা]' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১৬.০৩.২০২০	কমিশনের জরুরি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পেক্ষাপটে আগামী ১৮ মার্চ, ২০২০ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য সকল পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। তবে ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল প্রকাশ অব্যাহত থাকবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'প্রোগ্রামার' পদে ০১ জন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট' পদে ০১ জন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলের 'প্রোগ্রামার' পদে ০১ জন সর্বমোট ০৩ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের 'সিনিয়র টেকনেশিয়ান' পদের প্রিলিমিনারি টেস্টের ফলাফল প্রকাশ।
১৮.০৩.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের 'সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ট্রেড) [দপ্তর বিজ্ঞান শাখা]' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
১৯.০৩.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	২০১৯ সালের দ্বিতীয় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
২২.০৩.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৩.০৩.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৪.০৩.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৫.০৩.২০২০	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৬.০৩.২০২০ হতে ৩১.০৩.২০২০	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলা এবং এর ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার কর্তৃক সাধারণ ছুটি ঘোষণা।

এপ্রিল ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০৪.২০২০ হতে ২৫.০৪.২০২০	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলা এবং এর ব্যাপক বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরকার কর্তৃক সাধারণ ছুটি ঘোষণা।
২৬.০৪.২০২০	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলায় জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ কার্যক্রমের জন্য সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে আংশিক অফিস খোলা রাখা হয়।
	কমিশন সচিবালয়ে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণের উপিস্থিতিতে জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগের বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
২৭.০৪.২০২০	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলায় জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ কার্যক্রমের জন্য সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে আংশিক অফিস খোলা রাখা হয়।
২৮.০৪.২০২০	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলায় জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ কার্যক্রমের জন্য সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে আংশিক অফিস খোলা রাখা হয়।
	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলায় জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বিশেষ কমিশন সভা অনুষ্ঠিত।
২৯.০৪.২০২০	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলায় জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ কার্যক্রমের জন্য সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে আংশিক অফিস খোলা রেখে সুপারিশ প্রণয়নের কার্যক্রম চালানো হয়।
৩০.০৪.২০২০	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলায় জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ কার্যক্রমের জন্য সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে আংশিক অফিস খোলা রেখে সুপারিশ প্রণয়নের কার্যক্রম চালানো হয়।
	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলায় জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ সুপারিশ প্রণয়নের জন্য কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষা-২০১৮ হতে ইতঃপূর্বে [৩০ এপ্রিল ২০১৯] ক্যাডার পদে সুপারিশ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধিযাচন মোতাবেক কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসাসেবা দেয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে ২০০০ [দুই হাজার] জনকে বিসিএস [স্বাস্থ্য] ক্যাডারের সহকারী সার্জন পদের নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করা হয়। তাছাড়াও সারাদেশে হাসপাতালসমূহে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় রাষ্ট্রীয় জরুরি প্রয়োজনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিযাচন মোতাবেক ৫০৫৪ জনকে সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করা হয়।

মে ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৯.০৫.২০২০	কোভিড-১৯ এর মহামারি মোকাবেলায় জরুরি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বি.সি.এস. [স্বাস্থ্য] ক্যাডারে সুপারিশকৃত ২০০০ জন ডাক্তারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্যে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যে আংশিক অফিস খোলা রাখা হয়।
৩১.০৫.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।

জুন ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০২.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রণয়ন সংক্রান্ত উপ-কমিটির সভা অনুষ্ঠিত।
০৩.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৪.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	বিভিন্ন গ্রেডে উচ্চতর বেতন স্কেল নিয়োগের নিমিত্ত ৩৩টি বিজ্ঞপ্তি জারি।
	বিভিন্ন গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্যে আবেদন আহ্বান করে কমিশনের ২০২০ সালের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০২-৩৪/২০২০ প্রকাশ।
০৭.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	কমিশন সচিবালয়ের সচিব হিসেবে মোছাঃ আছিয়া খাতুনের যোগদান।
০৮.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৯.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
১০.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	কমিশন সচিবালয়ের সচিব হিসেবে মোছাঃ আছিয়া খাতুনের দায়িত্ব গ্রহণ।
১১.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	বিভিন্ন গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্যে আবেদন আহ্বান করে কমিশনের ২০২০ সালের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩৫-৪৪/২০২০ প্রকাশ।
১৪.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
১৫.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
১৬.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৭.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
১৮.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
২১.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২২.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৩.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৪.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৫.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৮.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
২৯.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
৩০.০৬.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ। ২,২০৪ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের সুপারিশ।

জুলাই ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০২.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৫.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৬.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৭.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৮.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
০৯.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
১২.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে উত্তরপত্র নিরীক্ষণ কার্যক্রম শুরু।
১৩.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে উত্তরপত্র নিরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
১৪.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে উত্তরপত্র নিরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
১৫.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে উত্তরপত্র নিরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ‘এ্যাসিস্ট্যান্ট সিস্টেম এনালিস্ট’ পদে ০১ জনকে সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ‘ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার’ পদে ০১ জনকে সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
১৬.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে উত্তরপত্র নিরীক্ষণ কর্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
১৯.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
২০.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
২১.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২২.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
২৩.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা, আগস্ট ২০২০ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
২৬.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী [পুর]’, ‘সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]’ ও ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
২৭.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী [সিভিল]’ ও ‘সহকারী প্রোগ্রামার’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
২৮.০৭.২০২০	সরকারি ঘোষণা মোতাবেক সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
২৯.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
৩০.০৭.২০২০	সীমিত পরিসরে অফিস খোলা রাখা হয়।
	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের স্থগিতকৃত মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।

আগস্ট ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৩.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
০৪.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
০৫.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
০৬.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
০৯.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
১০.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
১২.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত নন-ক্যাডার কর্মকর্তাগণের ২০২০ সালের অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
১৩.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে অনলাইন প্লাটফর্মে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
১৫.০৮.২০২০	জাতীয় শোক দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে জাতির পিতার ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
১৬.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৭.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের ‘জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর [কারিগরি]’ পদের বাছাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ‘বয়লার পরিদর্শক’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ‘ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
	তথ্য মন্ত্রণায়ের অধীন তথ্য অধিদপ্তরের ‘সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক’ পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
১৮.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি-২০২০ এর ফলাফল প্রকাশ।
১৯.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী’ পদের পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২০.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদের পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [বিজ্ঞান]', 'ইন্সট্রাক্টর [কৃষি]', ইন্সট্রাক্টর [শারীরিক শিক্ষা]' ও 'ইন্সট্রাক্টর [চারু ও কারুকলা]' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৩.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদের পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের 'উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পিটিআইসমূহের 'ইন্সট্রাক্টর' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৪.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
২৫.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
২৬.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'চিত্রগ্রাহক [গ্রেড-২]' ও 'শিল্প নির্দেশক [গ্রেড-২]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৭.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'শিল্প নির্দেশক/গ্রাফিক্স শিল্প নির্দেশক/দৃশ্য পটকার [গ্রেড-২]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
৩১.০৮.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।

সেপ্টেম্বর ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় বি.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে সুপারিশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
০২.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের 'উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
০৩.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের 'উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
০৫.০৯.২০২০	বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'শিল্প নির্দেশক/গ্রাফিক্স শিল্প নির্দেশক/দৃশ্য পটকার [গ্রেড-২]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
০৬.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
০৭.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের 'উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক' পদে ০৭ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৮.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'চিত্রগ্রাহক [গ্রেড-২]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
০৯.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [বিজ্ঞান]' ও 'ইন্সট্রাক্টর [কৃষি]' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী' পদের ২৮৬ জনকে সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'চিত্রগ্রাহক [গ্রেড-২]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১০.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [কৃষি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১৩.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [কৃষি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [ইলেকট্রিক্যাল]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের 'প্রোগ্রামার' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'অধ্যাপক [কারিগরি]', সহকারী অধ্যাপক [ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন]', 'সহকারী অধ্যাপক [মেকানিক্যাল]', 'সহকারী অধ্যাপক [ইলেকট্রিক্যাল]' ও 'সুপারিনটেনডেন্ট' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৪.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [শারীরিক শিক্ষা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের 'সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর [ট্রেড]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১৫.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	৩৮তম বি.সি.এস. ও ৩৯তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ প্রক্রিয়াকরণ।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ 'ইন্সটিটিউট [পিটিআই]' এর 'ইন্সট্রাক্টর [শারীরিক শিক্ষা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৬.০৯.২০২০	সীমিত পরিসরে প্রশ্নপত্র মডারেশন, উত্তরপত্র নিরীক্ষণ, লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [চারু ও কারুকলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৭.০৯.২০২০	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় বিসিএস [স্বাস্থ্য] ক্যাডারের 'সহকারী সার্জন' পদে নিয়োগের জন্যে বিধিমালা অনুমোদন করা হয়।
	কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক এর বিদায় অভিনন্দন অনুষ্ঠিত হয়।
১৯.০৯.২০২০	তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'চিত্রগ্রাহক [গ্রেড-২]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
২০.০৯.২০২০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের 'সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর [ট্রেড]' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২১.০৯.২০২০	কমিশনের নব-নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন এর শপথ অনুষ্ঠিত।
	কমিশনের নব-নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন এর চেয়ারম্যান পদে যোগদান।
	কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন কর্তৃক ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এ শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ও তাঁদের আত্মার শান্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত।
২২.০৯.২০২০	কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন কর্তৃক কমিশন সচিবালয় ভবনে অবস্থিত জাতির পিতার ম্যুরালে ও মৃত্যুঞ্জয়ীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। চেয়ারম্যান মহোদয়ের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২৩.০৯.২০২০	মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে কমিশনের চেয়ারম্যানের সৌজন্য সাক্ষাৎ।
২৪.০৯.২০২০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের 'সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর [ট্রেড]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
২৬.০৯.২০২০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [ইলেকট্রিক্যাল]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
২৭.০৯.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালেয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' ও 'ফোরম্যান' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের 'প্রোগ্রামার' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৮.০৯.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৯.০৯.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা' পদের মৌখিক পরীক্ষার পরবর্তী সূচি প্রকাশ।
৩০.০৯.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের অ্যাপ্টিচিউড টেস্টের সূচি প্রকাশ।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির 'ডাটা এনালিস্ট' পদের অ্যাপ্টিচিউড টেস্টের সূচি প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালেয়ের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'প্রভাষক [ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা' পদের মৌখিক পরীক্ষার পরবর্তী সূচি প্রকাশ।

অক্টোবর ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডেগ্রহণ।
০৪.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডেগ্রহণ।
	কমিশনের নবনিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য জনাব মোঃ শামীম আহসান এর শপথ অনুষ্ঠিত। জনাব মোঃ শামীম আহসান কর্তৃক ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে অবস্থিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ।
০৫.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'অধ্যাপক [কারিগরি]', 'সহকারী অধ্যাপক [মেকানিক্যাল]' ও 'সহকারী অধ্যাপক [ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন]' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষা ০৩ টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ শামীম আহসান কর্তৃক কমিশন সচিবালয় ভবনের অবস্থিত জাতির পিতার ম্যুরালে ও 'মৃত্যুঞ্জয়ীতে' পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। কমিশনের চেয়ারম্যানের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পূর্ত]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন কোস্ট গার্ড এর 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পূর্ত]' পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
০৬.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'সুপারিনটেনডেন্ট', 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' ও 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মুদ্রণালয়ের 'ম্যানেজার [প্রেস]' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
০৭.১০.২০২০	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের 'প্রোগ্রামার' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০৮.১০.২০২০	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের 'প্রোগ্রামার' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৪টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের 'প্রোগ্রামার' পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
০৯.১০.২০২০	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের অ্যাপ্টিচিউড টেস্ট অনুষ্ঠিত।
১০.১০.২০২০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালেয়ের বস্ত্র অধিদপ্তরের 'ফোরম্যান' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের অ্যাপ্টিচিউড টেস্ট অনুষ্ঠিত।
১১.১০.২০২০	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'প্রশাসনিক কর্মকর্তা' পদে ৩৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'অধ্যাপক [কারিগরি]' পদের পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষায় কোন প্রার্থী উত্তীর্ণ না হওয়ায় কোন প্রার্থীকে সুপারিশ না করে ফলাফল প্রকাশ। 'সহকারী অধ্যাপক [মেকানিক্যাল]' পদে ০৫ জন ও 'সহকারী অধ্যাপক [ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন]' পদে ০২ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের অ্যাপ্টিচিউড টেস্টের ফলাফল প্রকাশ। কোনো প্রার্থী অ্যাপ্টিচিউড টেস্টে উত্তীর্ণ হন নি।
১২.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'সহকারী অধ্যাপক [ইলেকট্রিক্যাল]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৩.১০.২০২০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ‘সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর [ট্রেড]’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ‘সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমির ‘ডাটা এনালিস্ট’ পদের অ্যাপ্টিচিউড টেস্ট অনুষ্ঠিত।
১৪.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ‘সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ‘সুপারিনটেনডেন্ট’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের ‘প্রোগ্রামার’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ‘সহকারী প্রোগ্রামার’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ‘সহকারী অধ্যাপক [ইলেকট্রিক্যাল]’ পদে ০৩ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
১৫.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ‘সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ‘সুপারিনটেনডেন্ট’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘সহকারী প্রকৌশলী [পুর]’, ‘সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]’ ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]’ পদেসমূহের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১৭.১০.২০২০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালেয়ের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ‘প্রভাষক [ফ্যাশন এন্ড ডিজাইন]’ পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
১৮.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ‘সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ‘সুপারিনটেনডেন্ট’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ‘প্রোগ্রামার’ পদে ০১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৯.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'সুপারিনটেনডেন্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার' পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ।
২০.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'সুপারিনটেনডেন্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন কোস্ট গার্ড-এর 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [পূর্ত]' পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় ৩৮তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু ক্যাডার পদে সুপারিশ পান নি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে ৯ম গ্রেডের বিভিন্ন নন-ক্যাডার পদে ৫৪১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়।
২১.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [বাংলা]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০২টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'সুপারিনটেনডেন্ট' পদে ০৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা' পদের মৌখিক পরীক্ষার পরবর্তী [৩য় পর্যায়] সূচি প্রকাশ।
২২.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ইংরেজি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের সাক্ষাৎ।
২৫.১০.২০২০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের প্রিলিমিনারি টেস্টের সূচি প্রকাশ।
২৭.১০.২০২০	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন।
২৮.১০.২০২০	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট [পিটিআই] এর 'ইন্সট্রাক্টর [বিজ্ঞান]' পদে ২৪ জন, 'ইন্সট্রাক্টর [কৃষি]' পদে ৩৫ জন, 'ইন্সট্রাক্টর [শারীরিক শিক্ষা]' পদে ১৪ জন ও 'ইন্সট্রাক্টর [চারু ও কারুকলা]' পদে ২৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ।
	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের 'সিনিয়র ইন্সট্রাক্টর [ট্রেড]' পদের মৌখিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ। কোন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি।
	বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৯.১০.২০২০	সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা জুন-২০২০ এর সূচি প্রকাশ।
৩১.১০.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।

নভেম্বর ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ইংরেজি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের 'প্রোগ্রামার' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
০২.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ইংরেজি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৩.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ইংরেজি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৫টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৫টি বোর্ডে এবং 'সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'সহকারী প্রোগ্রামার' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৪.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ইংরেজি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
	একদিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত।
০৫.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ইংরেজি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৩টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৭.১১.২০২০	বস্ত্র অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'ফিজিক্যাল ইন্সট্রাক্টর' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
০৮.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ইংরেজি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহের 'টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
০৯.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ইংরেজি]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৬টি বোর্ডে গ্রহণ।
১০.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [সামাজিক বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
১১.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [সামাজিক বিজ্ঞান]', ও 'সহকারী শিক্ষক [ভৌত বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর গতি পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১২.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ভৌত বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৪.১১.২০২০	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদের প্রিলিমিনারি টেস্ট নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
১৫.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক [ভৌত বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রামের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর [রেডিও কমিউনিকেশন]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১৬.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [ভৌত বিজ্ঞান]' এবং 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [জীববিজ্ঞান]' ' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৭.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [জীব বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কমিশনের সদস্য শেখ আলতাফ আলী এর অবসর অভিনন্দন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত।
১৮.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [জীব বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৯.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা [জীব বিজ্ঞান]' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
২১.১১.২০২০	সহকারী সচিব [ক্যাডার বহির্ভূত] কর্মকর্তাদের সিনিয়র স্কেল পদোন্নতি পরীক্ষা জুন-২০২০ এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
২৬.১১.২০২০	কমিশনের চেয়ারম্যান মোঃ সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে জুম প্লাটফর্মে কমিশনের দ্বাদশ বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত।
২৮.১১.২০২০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ দপ্তরসমূহের 'টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
২৯.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
৩০.১১.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	কমিশনের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত। উক্ত সভায় ৪৩ তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষা, ২০২০ এর বিজ্ঞাপন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের স্বাস্থ্য ক্যাডারের ২০০০ টি 'সহকারী সার্জন' পদ পূরণের নিমিত্ত ৪২তম বি.সি.এস. [বিশেষ] পরীক্ষা ২০২০ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন ক্যাডারের ১৮১৪ টি ক্যাডার পদ পূরণের নিমিত্ত ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষা ২০২০ এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।

ডিসেম্বর ২০২০

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
০২.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন বস্ত্র অধিদপ্তরের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর [কারিগরি]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
০৩.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৫.১২.২০২০	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'ব্যক্তিগত কর্মকর্তা' পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সাঁটলিপি ও কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর গতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রামের 'জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর [রেডিও কমিউনিকেশন]' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
০৬.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৭.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৮.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
০৯.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
১০.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের 'মিডওয়াইফ' পদের বাছাই পরীক্ষা সূচি প্রকাশ।
১১.১২.২০২০	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার' পদের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের স্ট্যান্ডার্ড এ্যাপটিচ্যুড টেস্টে অনুষ্ঠিত।
১২.১২.২০২০	কারা অধিদপ্তরের 'ডিপ্লোমা নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন কারা অধিদপ্তরের 'ডিপ্লোমা নার্স' পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
১৩.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [বিদ্যুৎ]' পদের লিখিত পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পিটিআইসমূহের 'ইন্সট্রাক্টর [বিজ্ঞান]' পদের ২৪ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে পুনর্মূল্যায়িত চূড়ান্ত ফল প্রকাশ।
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পিটিআইসমূহের 'ইন্সট্রাক্টর [কৃষি]' পদের ৩৫ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে পুনর্মূল্যায়িত চূড়ান্ত ফল প্রকাশ।
১৪.১২.২০২০	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের 'সহকারী শিক্ষক' পদের মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
১৫.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের 'বয়লার পরিদর্শক'; তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের 'রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক'; ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'ডাটা এন্ট্রি/ কন্ট্রোল সুপারভাইজার' এবং 'মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার' পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
১৬.১২.২০২০	বিজয় দিবস উপলক্ষে কমিশন ভবনে জাতির পিতার ম্যুরাল ও কমিশন সচিবালয়ে অবস্থিত মৃত্যুঞ্জয়িতে শ্রদ্ধা নিবেদন। জুম প্লাটফর্মে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।
১৭.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
২০.১২.২০২০	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের 'সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার' পদের স্ট্যান্ডার্ড এ্যাপটিচুড টেস্টের ফল প্রকাশ।
	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
২১.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
২২.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
২৩.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী' মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'সিস্টেম এনালিস্ট' পদে ০১ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [পুর]' পদে ৩৬ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]' পদে ০৩ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ।
	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের 'উপ-সহকারী প্রকৌশলী [তড়িৎ]' পদে ২৫ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ।

তারিখ	সম্পাদিত কার্যক্রম
২৪.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী’ মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সাধারণ পুলের অধীন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ‘সহকারী প্রোগ্রামার’ পদে ১৪ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ।
২৭.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী’ মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ‘নিরাপত্তা কর্মকর্তা’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
২৮.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী’ মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ‘বয়লার পরিদর্শক’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ‘মিডওয়াইফ’ পদের বাছাই পরীক্ষার অনুষ্ঠিত।
২৯.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী’ মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ‘অধ্যাপক’ পদে মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ‘সহকারী শিক্ষক’ পদে ২,১৫৫ জনকে নিয়োগের সুপারিশ।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ‘বয়লার পরিদর্শক’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	৩৮তম বি.সি.এস. মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদের সুপারশ পাননি এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে ৪৪৩ জনকে নবম গ্রেডের নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ।
৩০.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী’ মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ‘বয়লার পরিদর্শক’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে গ্রহণ।
	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী [বিদ্যুৎ]’ পদের লিখিত পরীক্ষা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে গ্রহণ।
৩১.১২.২০২০	স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ‘উপ-সহকারী প্রকৌশলী’ মৌখিক পরীক্ষা ০৮টি বোর্ডে গ্রহণ।
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ‘সিনিয়র স্টাফ নার্স’ পদের বাছাই পরীক্ষার সূচি প্রকাশ।
	তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের ‘রক্ষণাবেক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে অনুষ্ঠিত।
	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ‘ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার’ পদের মৌখিক পরীক্ষা ০১টি বোর্ডে অনুষ্ঠিত।
	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের ‘বয়লার পরিদর্শক’ পদে ৪৮ জনকে নিয়োগের সাময়িক সুপারিশ করে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাতির পিতা, মুক্তিযুদ্ধ ও সরকারী কর্ম কমিশন

কর্ম কমিশন ভবনে যথাযথ মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন।

গভীর শ্রদ্ধা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে কর্ম কমিশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন।

কর্ম কমিশনে জাতীয় শোক দিবস পালন উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনায় কমিশনের চেয়ারম্যান (প্রাক্তন) ও সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের সচিব।

জাতীয় শোক দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় কমিশনের সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কর্ম কমিশনে যোগদানের পর সদস্যবৃন্দ ও সচিবসহ কমিশন ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কর্তৃক কর্ম কমিশনের ক্যাম্পাসে অবস্থিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী' তে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কর্ম কমিশন ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কমিশন ভবনে মৃত্যুঞ্জয়ীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ভার্চুয়াল আলোচনায় কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ ও সচিবসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

মহান বিজয় দিবসের ভার্চুয়াল আলোচনায় কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য প্রদান।

ষোড়শ অধ্যায়

কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের আলোকচিত্র

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের শপথ গ্রহণ শেষে প্রধান বিচারপতির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়।

কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে শ্রদ্ধা নিবেদন

কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু ম্যুরালে শ্রদ্ধা নিবেদন।

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়ি পরিদর্শন শেষে কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর।

নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের যোগদান উপলক্ষ্যে কমিশনের ৭১ মিলনায়তনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

টেলিটকের কারিগরি সহযোগিতায় কর্ম কমিশনের ৭১ মিলনায়তনে 'অনলাইনে নিয়োগ সেবা সহজীকরণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনা সেবা উন্নয়ন ও সমন্বয়করণ' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে মালদ্বীপ সিভিল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের শ্রদ্ধা নিবেদন।

মালদ্বীপ সিভিল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক কর্ম কমিশনের প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ।

কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত ৪০তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে প্রেরণ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা।

কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে জীবাণুনাশক টানেলের ভিতর দিয়ে কমিশন ভবনে প্রবেশ।

কোভিড-১৯ রোধকল্পে ভাইভা প্রার্থীদের শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয় করে কমিশন ভবনে প্রবেশ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের বরিশাল ও খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান ভার্চুয়াল উদ্বোধনের প্রাক্কালে কমিশন সচিবালয়ের সচিব, প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকল্প পরিচালক ও প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিশনের চেয়ারম্যান ভার্চুয়াল উদ্বোধনের প্রাক্কালে কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিবসহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

ইউনিট-১২ (গবেষণা ও পরিসংখ্যান শাখা) এর দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য জনাব কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

সপ্তদশ অধ্যায়

গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের উপরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কর্ম কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত কিছু রিপোর্ট :

দৈনিক আমার সংবাদ
বৃহস্পতিবার ১৫ অক্টোবর ২০২০
৩০ আশ্বিন ১৪২৭
dailyamarsangbad.com

স্বচ্ছতার ধারাবাহিকতা রক্ষায় পিএসসির নতুন চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶▶

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)। প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত মানবসম্পদ পরিকল্পনায় উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি জনপ্রশাসন ব্যবস্থাপনায়ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ভূমিকা পালন করছে এ সংস্থা। দেশব্যাপি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন করে কর্ম কমিশন। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মের জন্য যোগ্যতা ও তাতে নিয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়াদি, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদান, এ কর্মের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় পদোন্নতিদান ও বদলিকরণ এবং অনুরূপ নিয়োগদান, পদোন্নতি বা বদলিকরণের জন্য প্রার্থীর উপযোগিতা-নির্ণয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতিসমূহ, অবসর-ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মের শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

অথচ গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠানটিই এক সময় বিতর্কিত পরীক্ষা, নিয়োগে দুর্নীতি আর অনাস্থার

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

পিএসসির স্বচ্ছতা ধরে রাখতেই আগের সকল দায়িত্বে সফল সাবেক সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসেনের ওপর পূর্ণ আস্থা রেখেই চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে সরকার। সরকারের দেয়া এ গুরুদায়িত্ব পালনেও সক্ষম হবেন তিনি —বলছেন সংশ্লিষ্টরা

স্বচ্ছতার ধারাবাহিকতা রক্ষায়

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

কেন্দ্রে রূপ নিয়েছিল। বিশেষ করে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা তলানীতে গিয়ে পৌছে। পরীক্ষা হলেই হাওয়া ভবনের তালিকা ধরে নিয়োগের কেলেঙ্কারিও দেখে মানুষ। আস্থা হারায় মেধাবীরা। সেই আস্থাহীন পিএসসিই আজ দেশের যেকোনো পরীক্ষা ও নিয়োগের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার সরকারের সার্বিক সহযোগিতায়ই বর্তমান পিএসসিকে পরীক্ষা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে আশ্রয়স্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে। মানুষের মধ্যে পিএসসির প্রতি প্রতিষ্ঠিত সেই আস্থা আর স্বচ্ছতা ধরে রাখতেও সরকার নির্দিষ্ট সময় পরপর এ সংস্থার স্টিয়ারিং তুলে দিচ্ছেন আস্থাশীল ব্যক্তিদের হাতে। যারা ধরতে সক্ষম পিএসসির হাল আর বজায় রাখতেও সক্ষম আস্থা ও স্বচ্ছতার ধারাবাহিকতা।

সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক যেমন তার মেধা-মননের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে পিএসসিতে বিরাট পরিবর্তনের মাধ্যমে যেমন আস্থা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে কাজ করেছেন তেমনি নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেয়া মো. সোহরাব হোসেনও ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন তারই ধারাবাহিকতা রক্ষায়। পিএসসির অর্জিত মর্যাদা ধরে রাখতেই পূর্বের সকল দায়িত্বে সফল সোহরাব হোসেনের ওপরই পূর্ণ আস্থা রেখে সরকার বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৮৪ ব্যাচের এ কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করে। যিনি এর আগে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বিসিএস প্রশাসন একাডেমির রেক্টর হিসেবে সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। শুধু তাই নয়- পূর্ববর্তী এসব দায়িত্ব পালনের সময় তিনি বিশেষভাবে প্রশ্ন ফাঁস রোধেও দেখিয়েছেন অসামান্য সফলতা। ব্যক্তিগতভাবেও প্রশ্ন ফাঁস রোধে কাজ করেছেন দিনরাত।

এদিকে পিএসসির নিয়োগ নথি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) নিয়োগের সুপারিশ ছিলো মাত্র সাড়ে ১৬ হাজার। সেখানে গত ১০ বছরে নিয়োগ পেয়েছে সাড়ে ৬১ হাজার চাকরি প্রার্থী! আগে যেখানে একটি ক্যাডার নিয়োগের ফল প্রস্তুত করতে সময় লাগতো তিন থেকে চার মাস, সেখানে এখন সময় লাগছে সর্বোচ্চ দুই সপ্তাহ। এ পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে দেশের সরকারি চাকরির পরীক্ষা ও সুপারিশকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পিএসসির পরিবর্তনের চিত্র। শুধু সংখ্যাগত পরিবর্তনই নয়, দ্রুত ফল প্রকাশের সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার পাল্টে দিয়েছে এ সংস্থাকে। করোনা সঙ্কট সামলাতে সফটওয়্যার ব্যবহারেই মাত্র ৪৮ ঘন্টায় সাত হাজার ডাক্তার ও নার্স নিয়োগের মতো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে পিএসসি।

বিতর্ককে পেছনে ফেলে আস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে রূপ নেয়া বর্তমান পিএসসিকে এগিয়ে নেয়ার যে গুরুদায়িত্ব সরকার সোহরাব হোসেনকে দিয়েছে সেই দায়িত্ব পালনেও তিনি সক্ষম হবেন— এমনটাই বলছেন সংশ্লিষ্টরা। ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাথে জড়িত সোহরাব হোসেন ছাত্রাবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল ও নাট্যচক্রের সদস্য ছিলেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে তিনি বিশ্বের ৩৫টিরও অধিক দেশ সফরের পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা, সেমিনার ও ফোরামে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে নিজেকে করেছেন বহুমুখী অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ।

মঙ্গলবার। ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৭। ১ ডিসেম্বর ২০২০
কালের কণ্ঠ

৪২ ও ৪৩তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

৪২ ও ৪৩তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন—পিএসসি। এর মধ্যে ৪২তম বিসিএস বিশেষ এবং ৪৩তমটি সাধারণ।

৪২তম বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে চিকিৎসক নেওয়া হবে দুই হাজার। আর ৪৩তম বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে এক হাজার ৮১৪ জন কর্মকর্তা নেওয়া হবে।

অনলাইনের মাধ্যমে ৪২তম বিসিএসের আবেদন আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। আর ৪৩তম বিসিএসের আবেদন আগামী ৩১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে আগামী বছরের ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এটার আবেদনও অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

৪৩তম বিসিএসে এক হাজার ৮১৪ পদের মধ্যে শিক্ষা ক্যাডারে নেওয়া হবে সবচেয়ে বেশি। এখানে পদসংখ্যা ৮৪৩টি। এ ছাড়া প্রশাসনে ৩০০ জন, পুলিশে ১০০, পররাষ্ট্রে ২৫, অডিটে ৩৫, ট্যাক্সে ১৯, কাস্টমসে ১৪, সমবায়ে ২০, ডেন্টাল সার্জন ৭৫ এবং অন্যান্য ক্যাডারে ৩৮৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

জানা যায়, বর্তমানে ৪১তম বিসিএসে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার অপেক্ষায় আছেন সাড়ে চার লাখের বেশি প্রার্থী। গত বছরের ২৭ নভেম্বর ৪১তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এতে বিভিন্ন পদে দুই হাজার ১৩৫ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা রয়েছে। এ ছাড়া ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা নিয়েছে পিএসসি। তবে এখনো ফল প্রকাশ হয়নি।

বুধবার, ৪ চৈত্র ১৪২৬
১৮ মার্চ ২০২০
দৈনিক ইত্তেফাক

গতকাল সরকারি কর্ম কমিশনে বেলুন উড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

পিএসসিতে মুজিবশতবর্ষ পালন

জাতির পিতার জন্ম না হলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র হতো না

---------- ড. মোহাম্মদ সাদিক

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালন করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। অনুষ্ঠানের শুরুতে গতকাল কমিশন চত্বরে নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। কর্ম কমিশন ভবনে বেলুন উড়িয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। কমিশন ভবন ও চত্বরে আলোকসজ্জা করা হয়। এই মহান দিবসকে স্মরণ করে পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক বলেন, জাতির পিতার জন্ম না হলে পৃথিবীতে বাংলাদেশ নামের এই জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হত না।

সমকাল
বুধবার | ৭ অক্টোবর ২০২০ | ২২ আশ্বিন ১৪২৭

শূন্য পদে বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে নিয়োগ

আমজাদ হোসেন

এক সময় বিসিএসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও চাকরি না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়তেন পরীক্ষার্থীরা। বিসিএস থেকে আগে নন-ক্যাডার প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণি পদে নিয়োগের সুযোগ না থাকায় কাউকে নিয়োগের সুপারিশ করতে পারত না পিএসসি। সরকারের জারি করা নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০ এবং সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কাছে শূন্য পদে নিয়োগের চাহিদাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রথম শ্রেণি (নবম গ্রেড) এবং দ্বিতীয় শ্রেণি (গ্রেড-১০, ১১ ও ১২) নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিসিএসে যারা ক্যাডার সার্ভিসের জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হচ্ছেন না, তাদের অনেকেই প্রথম শ্রেণি (নবম গ্রেড) ও দ্বিতীয় শ্রেণি (গ্রেড-১০, ১১ ও ১২) নন-ক্যাডার পদে চাকরির সুযোগ পাচ্ছেন। চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও যারা ক্যাডার পান না, তাদের মধ্য থেকে প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয় ৩১তম বিসিএস থেকে। অন্যদিকে ৩৭তম বিসিএসে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণদের বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে বেকার তরুণদের আস্থার প্রতীক সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

৩৮তম বিসিএস থেকে প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। ইতোমধ্যে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে প্রথম শ্রেণি (নবম গ্রেড) পদে সুপারিশ করতে মন্ত্রণালয়গুলো থেকে শূন্য পদের চাহিদাপত্র চেয়ে চিঠি দিয়েছে পিএসসি।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে ১৮ লাখ ২১ হাজার ২৮৪টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ১৪ লাখ ৩৩ হাজার ৯৪৬ জন কর্মরত; ফাঁকা আছে তিন লাখ ৮৭ হাজার ৩৩৮টি পদ, যা মোট পদের ২১ দশমিক ২৭ শতাংশ। ফাঁকা পদগুলোর মধ্যে ৫০ হাজার ৯৩০টি প্রথম শ্রেণির, ৫৫ হাজার ৪৫৭টি দ্বিতীয় শ্রেণির, এক লাখ ৮৮ হাজার ৩৭৭টি তৃতীয় শ্রেণির এবং চতুর্থ শ্রেণির পদ ৯২ হাজার ৫৭৪টি। মন্ত্রণালয়গুলো এসব শূন্য পদের চাহিদা পিএসসিতে না পাঠালে পিএসসি সুপারিশ করতে পারবে না। করোনা মহামারির এই সময়ে নতুন করে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া শুধু সময়সাপেক্ষ নয়, প্রায় অসম্ভব। তাই ৩৮তম বিসিএসে নন-ক্যাডার অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে সরকারি শূন্য পদগুলোতে নিয়োগের সুপারিশ করা খুবই যৌক্তিক এবং সময় ও অর্থসাশ্রয়ী। সরকারি দপ্তরগুলো জনবলের অভাবে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছে। শূন্য পদের সংখ্যা বাড়ার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজের গতি হারাচ্ছে। অন্যদিকে চাকরি না পেয়ে বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে। বাড়ছে তরুণদের হতাশাও। প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের সঠিক সময়ে সঠিক সেবা দিতে দক্ষ ও পর্যাপ্ত জনবলের বিকল্প নেই। বেকারত্ব দূর করে শিক্ষিত তরুণদের টেকসই উন্নয়নের অংশীদার করতে বিসিএস নন-ক্যাডার একটি উত্তম সমাধান হতে পারে।

■ বাংকার
sapamzad2115@gmail.com

কালের কণ্ঠ
শুক্রবার
ঢাকা। ১৭ জানুয়ারি ২০২০ । ৩ মাঘ ১৪২৬
২০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪১ । বর্ষ ১১ । সংখ্যা ৮

‘সোনার হরিণ’ বিসিএসে ঝোঁক বাড়ছে

৮ বছরে প্রার্থী বেড়ে আড়াই গুণ ■ সরকারি চাকরিতে সুযোগ-সুবিধা বাড়াকে মূল কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে

যোগ্যতাই মাপকাঠি
তদবির ছাড়া চাকরি

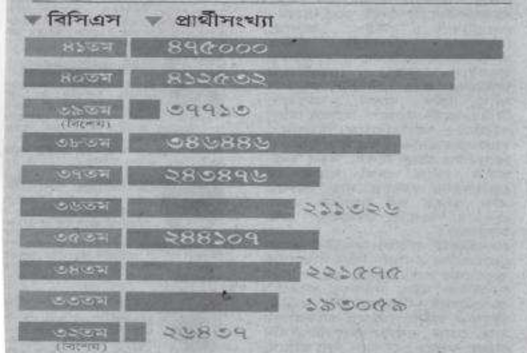

শরীফুল আলম সুমন ▷

বিসিএসে তরুণদের আগ্রহ বাড়ছে ব্যাপকভাবে। গত ৯ বছরে ১০টি বিসিএসে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আড়াই গুণ। বিশেষ করে, গত তিন বছরে এই আগ্রহ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। ফলে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়তে হচ্ছে প্রার্থীদের। তদবির ছাড়া চাকরি পাওয়া এবং সরকারি চাকরিতে সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়াই এ আগ্রহের মূল কারণ বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এ ছাড়া কয়েক বছর ধরে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অধিকসংখ্যক প্রার্থীকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করাটাকে অনেকটা বোনাস বা বাড়তি পাওয়া হিসেবে দেখছেন প্রার্থীরা।

সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) সূত্রে জানা যায়, ৪১তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়েছে গত ৪ জানুয়ারি। এবার বিসিএসের ইতিহাসের সর্বোচ্চ প্রায় পৌনে পাঁচ লাখ আবেদন জমা পড়েছে। এর আগে ৪০তম বিসিএসে আবেদন করেছিলেন চার লাখ ১২ হাজার ৫৩২ প্রার্থী। তবে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৫

‘সোনার হরিণ’ বিসিএসে ঝোঁক বাড়ছে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পিএসসি শুধু চিকিৎসকদের জন্য আয়োজন করেছিল ৩৯তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষার। সেখানেও ৩৭ হাজার ৭১৩ জন আবেদন করেছিলেন। ৩৮তম বিসিএসে আবেদন ছিল তিন লাখ ৪৬ হাজার ৪৪৬টি। ৩৭তম বিসিএসে আবেদন করেছিলেন দুই লাখ ৪৩ হাজার ৪৭৬ জন। এ ছাড়া ৩৬তম বিসিএসে দুই লাখ ১১ হাজার ৩২৬ জন, ৩৫তম বিসিএসে দুই লাখ ৪৪ হাজার ১০৭ জন, ৩৪তম বিসিএসে দুই লাখ ২১ হাজার ৫৭৫ জন এবং ২০১২ সালের ৩৩তম বিসিএসে আবেদন করেছিলেন এক লাখ ৯৩ হাজার ৫৯ জন। আর মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৩২তম ছিল বিশেষ বিসিএস। সেবার আবেদন করেছিলেন ২৬ হাজার ৪৩৭ জন।

জানা যায়, গত আট বছরে দুটি বিশেষ বিসিএসসহ ১০টি বিসিএস পরীক্ষা হয়েছে। মূলত ৩৮তম বিসিএস অর্থাৎ ২০১৭ সাল থেকেই বিসিএসে প্রার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ৩৭তম বিসিএস থেকে ৩৮তম বিসিএসে প্রার্থীর সংখ্যা এক লাখেরও বেশি বাড়ে। এরপর প্রতি বিসিএসেই প্রায় এক লাখ করে বেড়ে গত বছরের ৪১তম বিসিএসে তা প্রায় পৌনে পাঁচ লাখে পৌঁছে। এবার প্রতিটি পদের জন্য প্রায় ২২২ জন প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

বিসিএসে তরুণদের আগ্রহ বাড়ার বিষয়ে পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘সরকার পিএসসিকে স্বাধীনতা দিয়েছে। এর ফলে তদবির ছাড়া চাকরি পাওয়া যায়। এখন যদি কারো মেধা থাকে, তাহলে তিনি ক্যাডার পদে চাকরি পেতে পারেন। এ ছাড়া সরকারি চাকরিতে আগের চেয়ে সুযোগ-সুবিধা অনেক বেড়েছে। বিসিএসে উত্তীর্ণ হয়ে যাঁরা ক্যাডার পদ পাবেন না, তাঁদের জন্য নন-ক্যাডারে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া বর্তমান কমিশন সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে। এমনকি পিএসসিতে চাকরিরত কেউ যদি বিসিএস পরীক্ষা দেন, তাহলে তাঁকেও কোনো প্রকার ছাড় দেওয়া হয় না। একজন সাধারণ প্রার্থীর মতোই একই সুযোগ পান তিনি। ফলে সব মিলিয়েই বিসিএসের প্রতি তরুণদের আগ্রহ বেড়েছে।’

জানা যায়, আগেও বিসিএসে মেধাবীরা চাকরি পেতেন। তবে সেটি ছিল হাতে গোনা। পিএসসিতে তদবির, অনিয়ম ও বাণিজ্য বাসা বেঁধেছিল। সরকারের হস্তক্ষেপ ছিল চোখে পড়ার মতো। দেখা যেত, সরকারি দলের ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মী এবং যাঁরা বড় অঙ্কের ঘুষ দিতে পারতেন, তাঁদের প্রাধান্য থাকত বিসিএসে। এমনকি বাণিজ্য ও অনিয়মের অভিযোগে ২৭তম বিসিএস বাতিল পর্যন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে তদবির ও অনিয়ম নেই বললেই চলে। ফলে প্রার্থীদের আগ্রহ বেড়েছে। আগে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী পড়ালেখা শেষে বিসিএস না দিয়ে দেশের বাইরে চলে যেতেন কিংবা বহুজাতিক কম্পানি, বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওতে চাকরি নিতেন। কিন্তু এখন মেধাবীরা আগে বিসিএসে চেষ্টা করছেন।

৪০তম বিসিএসে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা সৈকত আহমেদ কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আমার প্রথম পছন্দ পররাষ্ট্র, দ্বিতীয় প্রশাসন আর তৃতীয় পুলিশ। আমার কয়েকজন বড় ভাই কোনো তদবির ছাড়াই শুধু নিজের চেষ্টায় বিসিএসে সুযোগ পেয়েছেন। তাই আমারও আগ্রহ বেড়েছে। নিয়মিত প্রস্তুতি নিয়েছি, লিখিত পরীক্ষাও ভালো হয়েছে। আর প্রথম শ্রেণির ক্যাডার পদে সম্মান ও আর্থিক সুবিধাদি একজন মানুষের সুন্দরভাবে বাঁচার জন্য যথেষ্ট। সব মিলিয়ে আমার পছন্দ বিসিএস ক্যাডার হওয়া। সামনের আরো তিন-চারটি বিসিএসে অংশগ্রহণের বয়স রয়েছে। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব।’

পিএসসি সূত্রে জানা যায়, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পদে পিএসসির সুপারিশ পেয়েছিলেন ১৬ হাজার ৯০ জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্যাডার পদে ১২ হাজার ৭১৯ জন এবং নন-ক্যাডার পদে তিন হাজার ৩৭১ জন। ২০০৭-০৮ সালে ক্যাডার পদে তিন হাজার ৬৪৬ জন এবং নন-ক্যাডার পদে ৫১৯ জন অর্থাৎ মোট চার হাজার ১৬৫ জন সুপারিশ পেয়েছিলেন। ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মোট সুপারিশ পেয়েছেন ৬৬ হাজার ২৫৬ জন। তাঁদের মধ্যে ক্যাডার পদে ৩১ হাজার ৩৩৩ জন এবং নন-ক্যাডার পদে ৩৫ হাজার ৯২৩ জন।

জানা যায়, আগে প্রতিটি বিসিএসের পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে দীর্ঘ সময় লেগে যেত। কিন্তু কয়েক বছর ধরে সময়ও অনেকটা কমে এসেছে। বর্তমানে ৪১তম বিসিএসের আবেদন গ্রহণ শেষ হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছে ৪০তম বিসিএসের। ৩৯তম বিশেষ বিসিএসের সুপারিশ করা হয়েছে। আর ৩৮তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা চলছে, ফেব্রুয়ারির শেষে ফল প্রকাশিত হওয়ার কথা। অর্থাৎ একই সঙ্গে তিনটি বিসিএসের কার্যক্রম চলছে।

কয়েক বছর ধরে বিসিএসে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের যাঁরা ক্যাডার পদে সুপারিশ পাননি, তাঁদের মধ্য থেকে অধিকসংখ্যক হারে নন-ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ উত্তীর্ণ হলে যে পদেই হোক, চাকরি অনেকটা নিশ্চিত। কিন্তু আগে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের এক-তৃতীয়াংশ চাকরির সুযোগ পেত। ৩৭তম বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে প্রথম শ্রেণির পদে এক হাজার ৩১৪ জনকে ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হয়েছিল। আর ওই বিসিএসেই প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে ৬৯২ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে এক হাজার ৫৭৭ জনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়। নন-ক্যাডারে আরো প্রার্থী সুপারিশের কার্যক্রম চলমান আছে।

সমকাল
সোমবার | ১৩ জুলাই ২০২০

বদলে গেছে পিএসসি

■ ফসিহ উদ্দীন মাহতাব

বদলে গেছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি এখন মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ক্যাডার সার্ভিসে মেধাবীদের নিয়োগ দিচ্ছে। অতীতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও এখন সেটি নেই বললেই চলে। এ কারণে বিভিন্ন মতাদর্শের মেধাবীরা বিসিএস পরীক্ষায় প্রশাসন, পুলিশসহ বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগ পাচ্ছেন।

সম্প্রতি ক্যাডার সার্ভিসে নিয়োগে কোটা পদ্ধতি উঠিয়ে দিয়েছে পিএসসি। এখন শুধু যোগ্যতার ভিত্তিতে লোক নিয়োগ দেবে পিএসসি। আগে মেধার পরিবর্তে দলীয় মতাদর্শকে প্রাধান্য দেওয়ায় নিয়োগপ্রাপ্তদের নিয়ে জনপ্রশাসনে স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ বিতর্ক উঠেছে। তার ঢেউ লাগছে এখন জনপ্রশাসনেও। এই বিতর্কের কারণে অনেককে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারবিরোধী চিহ্নিত করে পদোন্নতি বঞ্চিত করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, শুধু মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হলে ভবিষ্যতে এই বিতর্ক তেমন উঠবে না।

অভিযোগ রয়েছে, বিগত জোট সরকারের আমলে তাদের মতাদর্শের বাইরে কোনো কর্মকর্তার পদোন্নতি ছিল চিন্তার বাইরে। এমনকি দলীয় মতাদর্শের বাইরে বিসিএসে নিয়োগও ছিল স্বপ্নের মতো। তখন একটি বিশেষ স্থানের নির্দেশনায় সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো। তাদের তালিকা অনুযায়ী নিয়োগ দেওয়া হতো। মেধা, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারবিরোধী রাজনীতিতে সংশ্লিষ্টতার কারণে অনেককেই নিয়োগ বঞ্চিত করা হতো। তা সত্ত্বেও বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে নিয়োগ পাওয়া সিভিল, পুলিশসহ অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন সেক্টরে প্রভাব বিস্তার করছেন। তাদের অনেকেই সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে বেশ সখ্য গড়ে প্রশাসনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। পদোন্নতি পেয়ে তারা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়ও চাকরি করছেন।

ক্যাডার নিয়োগে দলীয় বিবেচনা নয়

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে পিএসসির কর্মতৎপরতা বেশ বেড়েছে। ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি সাড়ে ১৬ হাজার নিয়োগের সুপারিশ করে। বিপরীতে গত ১০ বছরে পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন সাড়ে ৬১ হাজার চাকরি প্রার্থী। আগে একটি ক্যাডারে নিয়োগের ফল প্রস্তুত করতে সময় লাগত তিন থেকে চার মাস, এখন সেখানে সময় লাগছে ১২ থেকে ১৪ দিন।

কেবল সংখ্যাগত পরিবর্তনই নয়, দ্রুত ফল প্রকাশের সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহারও পাল্টে দিয়েছে পিএসসিকে। করোনা সংকট সামলাতে পিএসসির সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় সাত হাজার ডাক্তার ও নার্স নিয়োগের মতো অসম্ভবকে সম্ভব করা গেছে।

এদিকে বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগে কোটা যুগের অবসান হয়েছে। গত ১ জুলাই ৩৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে পিএসসি। এতে বিভিন্ন ক্যাডারে দুই হাজার ২০৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। এতে কোনো কোটা ছিল না। গত ৪৮ বছর ধরে চলা কোটা পদ্ধতি এর মাধ্যমে শেষ হলো।

জানতে চাইলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে তাদের মতাদর্শের ছেলেরা বিসিএসে বেশি চাকরি পেয়েছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের আমলে সেটি হয়নি। এখন অতীতের মতো দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না। পিএসসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাদিক বলেন, ৪০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি হলেও কোটা পদ্ধতি থাকছে না। তিনি আরও বলেন, এখন থেকে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চাকরির সুযোগ আরও বাড়বে।

রবিবার ৫ জানুয়ারি ২০২০ ॥ ২১ পৌষ ১৪২৬

আমাদের সময়

৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা দিচ্ছেন ২০ হাজার ২৭৭ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ক্যাডার কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য ৪০তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা গতকাল থেকে শুরু হয়েছে। গত বছরের ৩ মে এই বিসিএসের প্রিলিমিনারি টেস্ট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সারাদেশের মোট ২০ হাজার ২৭৭ জন প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য যোগ্য ঘোষণা করা হয়। গতকাল শুরু হওয়া লিখিত পরীক্ষার প্রথম দিনে ১৮ হাজার ১৫৪ জন প্রার্থী উপস্থিত ছিল।

গতকাল সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়, আবশ্যিক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রিলিমিনারি (বাছাই) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩ মে। ওই দিন সকাল ১০টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগ এই পরীক্ষা হবে।

আলোকিত বাংলাদেশ

২৮ ফাল্গুন ১৪২৬ ■ ১৬ রজব ১৪৪১ হিজরি
১২ মার্চ ২০২০

‘কানুনগো নিয়োগ হবে পিএসসির মাধ্যমে’

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, খুব শিগগিরই বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) মাধ্যমে নন-ক্যাডার কানুনগো ও তহশিলদার (ভূমি সহকারী কর্মকর্তা) নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার রাজধানীর নীলক্ষেতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (এলএটিসি) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত ভবনের (৬ষ্ঠ হতে ১২ তলা) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ভূমিমন্ত্রী বলেন, পিএসসির মাধ্যমে কানুনগো ও তহশিলদার পদে নিয়োগের নীতিমালা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। মাঠ পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষিত ভূমি কর্মকর্তারা ভূমি সেবায় গুণগত পরিবর্তন আনবে। প্রশিক্ষণরত উপস্থিত সহকারী কমিশনারদের (ভূমি) সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তা হিসেবে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ভূমি মন্ত্রণালয়ে যত দিন আপনারা কাজ করবেন তার কর্মকৃতি মূল্যায়ন করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে (বিসিএস প্রশাসন) ক্যাডার নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় পাঠানো হবে। সেসব মূল্যায়নে আপনাদের পরবর্তী পদায়ন, পদোন্নতি এবং পদ থেকে প্রত্যাহার করার বিষয়ে সুপারিশ থাকবে।
সহকারী কমিশনারদের উদ্দেশে ভূমিমন্ত্রী বলেন, আপনাদের সিদ্ধান্তে অনেক মানুষের পারিবারিক ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রায় প্রভাব পড়ে। সুতরাং মানুষের যেন হয়রানি না হয় তা সবসময় মনে রাখবেন। ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়, বরাদ্দ দেওয়া অর্থ থেকে প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা কমে প্রায় ১২ কোটি ৮৮ লাখ টাকায় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ শেষ হয়। সব ধরনের আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধাসহ সম্প্রসারণের ফলে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলএটিসির প্রশিক্ষণ দেওয়ার সক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্বে থাকা অতিরিক্ত সচিব (অধিগ্রহণ ও সায়রাত) মো. সিরাজউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান বেগম উম্মুল হাছনা, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আবদুল মান্নান, অতিরিক্ত সচিব (আইন) মো. মাসুদ করিম, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মো. আবদুল হাই।

দৈনিক ইত্তেফাক

বুধবার, ৫ কার্তিক ১৪২৭
২১ অক্টোবর ২০২০

৫৪১ জনকে প্রথম শ্রেণির পদে নিয়োগের সুপারিশ

৩৮তম বিসিএস নন-ক্যাডারের ফল প্রকাশ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

৩৮তম বিসিএস থেকে প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে ৫৪১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল মঙ্গলবার বিকালে পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় এই ফলাফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে পিএসসির ওয়েবসাইটে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

পিএসসি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণির [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশ করা হয়েছে। নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালার-২০১০ অনুযায়ী ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য থেকে বিধিতে উল্লিখিত শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ৩৮তম বিসিএসে অর্জিত মেধাক্রম ও সংশ্লিষ্ট পদের/পদসমূহের নিয়োগবিধির ভিত্তিতে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ৩৮তম বিসিএসের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিন্তু পদ স্বল্পতার কারণে ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৬ হাজার ১৭৩ জন। তার মধ্যে নন-ক্যাডার পদে সুপারিশের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীর সংখ্যা ৫ হাজার ৩২ জন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার/সমমান পদে ১১১ জন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পদে ৬২ জন, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার পদে ৩৩ জন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে ৮৫ জন, আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সাব-রেজিস্ট্রার পদে ৩৯ জন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক পদে ১৯ জনসহ সর্বমোট ৫৩ ক্যাটাগরির ৫৪১টি পদের জন্য সুপারিশ করে ফলাফল প্রকাশ করে সরকারি কর্ম কমিশন।

গত ৩০ জুন ৩৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করে পিএসসি। এতে বিভিন্ন ক্যাডারের ২ হাজার ২০৪ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। ২০১৭ সালের ২০ জুন ৩৮তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। ঐ বছরের ২৯ ডিসেম্বর ৩৮তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪ লাখ পরীক্ষার্থী আবেদন করেছিলেন। ২০১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি ৩৮তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে পিএসসি। এতে ১৬ হাজার ২৮৬ জন উত্তীর্ণ হন।

বুধবার, ১৩ ফাল্গুন ১৪২৬
১ রজব ১৪৪১ হিজরি
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০
www.ittefaq.com.bd

দৈনিক ইত্তেফাক

প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে গতকাল মঙ্গলবার পিএসসির বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯ উপস্থাপন করা হয়

আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পিএসসির প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান

পিএসসির বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) প্রতি সাধারণ মানুষ যাতে আস্থা স্থাপন করতে পারে তার জন্য এ প্রতিষ্ঠানটির সামগ্রিক কার্যক্রমে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে পিএসসি সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল গতকাল তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৯ রাষ্ট্রপতির নিকট হস্তান্তর করতে গেলে তিনি আরো বলেন, 'সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে পিএসসির নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। সাক্ষাৎ শেষে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব জয়নাল আবেদিন এ তথ্য জানান। খবর বাসসের। সাক্ষাৎকালে পিএসসির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিকের নেতৃত্বে আসা প্রতিনিধিদলটি রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিকসহ কমিশনের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি ক্যাটাগরীর কর্মচারী নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সরকারের নির্দেশনার উল্লেখ করে বলা হয়, এরই মধ্যে কমিশন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো, অবকাঠামো ও জনশক্তিসহ একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট সচিবগণ, পিএসসির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎ শেষে পিএসসির চেয়ারম্যান ইত্তেফাককে জানান, পিএসসি মেধাবীদের জন্য ভরসার জায়গা। এখানে প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষা অনেক প্রতিযোগিতামূলক। প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করে সর্বশেষ একজন প্রার্থী চাকরি পেয়ে থাকেন। কাজেই পিএসসির মাধ্যমে যেই নিয়োগ পাক না কেন তাকে তার সর্বোচ্চ মেধার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে আসতে হয়। রাষ্ট্রপতিকে পিএসসির চেয়ারম্যান বলেন, সম্প্রতি সময়ে নিয়মিতভাবে বিসিএস নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে। ৩৪তম বিসিএস থেকে ক্যাডার নিয়োগের পাশাপাশি নন ক্যাডার নিয়োগের জন্য সুপারিশ করছে। ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা হতে মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রায় সবাই চাকরির জন্য সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন। আগে যেখানে বিসিএস হতে শুধু ১ম শ্রেণির শূন্য পদে সুপারিশ করা হতো এখন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২য় শ্রেণির শূন্য পদের জন্যও সুপারিশ করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে কোটা শিথিল করা হচ্ছে।

বুধবার ৪ মার্চ ২০২০ ॥ ২০ ফাল্গুন ১৪২৬

৮ আমাদের সময়

পিএসসির পাঁচ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে

ইউসুফ আরেফিন ●

চাকরিতে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত (আগের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণি) নিয়োগ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) অধীনে নিতে গত বছরের ৫ নভেম্বর চিঠি দিয়েছিল অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। জবাবে বেষ্টনী নিয়োগবিধি প্রণয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, গ্রেডভিত্তিক পদসংখ্যার হিসাব, অর্ডিন্যান্স সংশোধন ও জনবল নিয়োগের বিষয়ে প্রস্তাব করে সম্প্রতি জনপ্রশাসনে চিঠি দিয়েছে পিএসসি। এখন এসব প্রস্তাব জনপ্রশাসনের বিধি-অনুবিভাগে যাচাই-বাছাই চলছে। কর্মকর্তাদের ভাষ্য, আদৌ এসব পদের নিয়োগ পিএসসির অধীনে যাবে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। কারণ এটি বাস্তবায়নে নানা জটিলতার মুখে পড়তে হবে। প্রস্তাবগুলো বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিলেই তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির লাখ লাখ শূন্যপদে নিয়োগে হাত দেবে পিএসসি।

তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগ

কর্মকর্তারা বলছেন, পিএসসি তার বর্তমান জনবল কাঠামোয় দাঁড়িয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষাগুলো নিতেই হিমশিম খাচ্ছে। বিসিএস পরীক্ষা নিতেই কমিশনকে বেগ পেতে হয়। একেকটি বিসিএসে গড়ে আড়াই থেকে তিন বছর লেগে যাচ্ছে। ফলে বেকারত্বের হারও বাড়ছে। এর ওপর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগ যুক্ত হলে সমস্যা আরও বাড়বে। এ কারণে পিএসসি যেন চাপে না পড়ে, সে জন্য কমিশনে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগসহ বেশকিছু প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব প্রস্তাব পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে ৮ সদস্যের কমিটি করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ, পিএসসি, জনপ্রশাসনের সওজ অনুবিভাগ ও বিধি ১-এর একজন করে যুগ্ম সচিব এতে

■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

পিএসসির পাঁচ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) সদস্য। বিধি ১-এর একজন উপসচিব কমিটির সদস্য সচিব হবেন। কমিটি বেতন গ্রেড ১৩-২০ পর্যন্ত পদে নিয়োগের কর্তৃপক্ষ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। বেষ্টনী নিয়োগবিধি তৈরি ও এর আইনগত বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। বার্ষিক ভিত্তিতে একটি সমন্বিত পরীক্ষা গ্রহণ করে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগে পদভিত্তিক একটি পুল গঠনের বিষয়ের সম্ভাব্যতা যাচাই করবে। এ ছাড়া বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোয় ১৩-২০ গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম কমিশনের আওতাভুক্ত করা হলে কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে কিনা তা যাচাই করে। আগামী ৩ মাসের মধ্যে এ কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে হবে।

কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর বা পরিদপ্তরের অধীনে হওয়ার কারণে এসব নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়। এখানে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হয় না বললেই চলে। জনপ্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা নিজেদের ইচ্ছামতো পছন্দের লোক নিয়োগ দেন। এতে নিয়োগবাণিজ্যেরও অভিযোগ ওঠে। কিন্তু পিএসসির অধীনে নিয়োগ হলে এ সুযোগ কমে আসবে। তারা আরও জানান, পিএসসির অধীনে নিয়োগ প্রক্রিয়াও অব্যাহত থাকবে। ফলে বিপুলসংখ্যক পদ শূন্য থাকবে না। এতে প্রশাসনে কাজের গতি বাড়বে এবং সাধারণ মানুষ প্রত্যাশিত সেবা পাবে।

জনপ্রশাসনে পাঠানো পিএসসির চিঠিতে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন জরুরি বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে-

বেষ্টনী (আমব্রেলা) নিয়োগবিধি প্রণয়ন : বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/সংস্থার ১৩ থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত পদে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হয় পৃথক নিয়োগবিধি অনুযায়ী। অন্য নিয়োগবিধিতে যাই থাকুক না কেন, এ গ্রেডগুলোর পদে নিয়োগদানে সুপারিশ করতে পিএসসির এখতিয়ারের প্রাধান্য দিয়ে একটি বেষ্টনী (আমব্রেলা) নিয়োগবিধি তৈরি করতে হবে।

গ্রেডভিত্তিক নিয়োগযোগ্য পদসংখ্যার তথ্য সংগ্রহ : অর্থ বিভাগের প্রস্তাবমতে, কর্মকমিশন বার্ষিক ভিত্তিতে একটি সমন্বিত পরীক্ষা নিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দিতে পদভিত্তিক একটি পুল গঠন করবে এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/ সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে। এ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে করতে গ্রেড ও পদভিত্তিক (১৩ থেকে ২০তম গ্রেড) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং এর অধীন দপ্তর/ সংস্থার চাহিদা নিরূপণ প্রয়োজন। শূন্যপদের তথ্য ও চাহিদা পাওয়ার পর কমিশন এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। এ লক্ষ্যে ১২ কলাম বিশিষ্ট একটি ছক প্রস্তুত করা হয়েছে। এ ছক অনুযায়ী ২০২০ সালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মচারীর শূন্যপদের তথ্য সংগ্রহ করে তা কমিশন সচিবালয়ে পাঠাতে হবে।

অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশনস সংশোধন : সামরিক সরকারের আমলে জারিকৃত 'দ্য বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৭ এবং বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (কনসালটেশন) রেগুলেশনস, ১৯৭৯-কে সংবিধানের মূল ভাবনার সঙ্গে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে মনে করে পিএসসি। অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ইংরেজি ভাষায় প্রণীত ওই অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশনস বাংলা ভাষায় প্রণয়নের প্রয়োজন।

জনবল নিয়োগ : জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের ১৩ থেকে ২০তম গ্রেড পর্যন্ত ২ লাখ ৮৫ হাজার ৮০৭ পদ শূন্য। এ থেকে ধারণা করা যায়, প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শূন্যপদে জনবল নিয়োগ করতে হবে। এটি অনেক বড় কাজ। এ বিবেচনায় উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের সুপারিশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পিএসসি সচিবালয়ে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টিসহ এ কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোর পরিসর বাড়াতে হবে। এ নিয়োগ কার্যক্রমের জন্য দুটি অনুবিভাগ, আইটি শাখা এবং হিসাব শাখার বর্তমান জনবলের বাইরে আরও ১৯২টি নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে। এ পদ সৃজন ও সংশোধিত কাঠামোসহ প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে জনপ্রশাসনে। প্রস্তাবিত জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত প্রেষণে বা আউটসোর্সিং করে দক্ষ জনবল, উপদেষ্টা বা পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে জরুরি কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে বলে কমিশন মনে করে।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থায় ১৩ থেকে ২০ গ্রেডের পদে নিয়োগের নির্দেশনা থাকলেও বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কার্যালয় ও তার অধীন কার্যালয়ে এসব পদে নিয়োগের বিষয়টি বাদ রাখা হয়েছে। সেগুলোয় কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব পিএসসিকে দেওয়া হলে কমিশনের অধীন ৭টি আঞ্চলিক অফিসে জনবল, সরঞ্জাম, যানবাহন বাড়ানোসহ ওইসব অফিসের অবকাঠামো বাড়াতে হবে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস : কর্মচারী নিয়োগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিশন ভবনের পাশাপাশি এক বা একাধিক নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজন হতে পারে। কম্পিউটার, যানবাহন, তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম, অন্য দ্রব্যাদি টিওঅ্যান্ডইতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

পিএসসির কর্মকর্তারা জানান, এ প্রস্তাব অনুযায়ী জনপ্রশাসন পদক্ষেপ নিলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের জন্য কোনো মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা অধিদপ্তর-পরিদপ্তরকে ঝামেলায় পোহাতে হবে না। তারা শুধু প্রয়োজন অনুযায়ী পিএসসিতে চাহিদাপত্র পাঠাবে। সে অনুযায়ী নিয়োগ কার্যক্রম চালাবে পিএসসি।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিধি অনুবিভাগ) লাইসুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, এটি অনেক বড় কাজ। পিএসসি যেসব প্রস্তাব পাঠিয়েছে তা পর্যালোচনা চলছে। এ বিষয়ে অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব দুলাল কৃষ্ণ সাহার নেতৃত্বে কমিটি করা হয়েছে।

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ
নগর সংস্করণ
The Daily Janakantha
শনিবার ২৬ বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ ১৫ রমজান ১৪৪১ হিজরী ৯ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৭৩ পৃষ্ঠা ১২ ॥ মূল্য ১০ টাকা

যুগান্তকারী সব পদক্ষেপে আমূল বদলে গেছে

আস্থার প্রতীক পিএসসি

- ২০০১-২০০৭ পর্যন্ত নিয়োগ ১৬ হাজার
- গত ১০ বছরে নিয়োগ ৬১ হাজার চাকরি প্রার্থীর
- দ্রুত ফল প্রকাশের মূলে চারটি সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার
- মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় সাত হাজার ডাক্তার ও নার্স নিয়োগ
- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ পরীক্ষাকে শতভাগ স্বচ্ছ করেছে

বিভাষ বাড়ৈ ॥ যেখানে ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত সরকারী কর্মকমিশনের (পিএসসি) নিয়োগের সুপারিশ ছিল মাত্র সাড়ে ১৬ হাজার সেখানে গত ১০ বছরে নিয়োগ পেয়েছেন সাড়ে ৬১ হাজার চাকরি প্রার্থী। আগে যেখানে একটি ক্যাডার নিয়োগের ফল প্রস্তুত করতে সময় লাগত তিন থেকে চার মাস, এখন সেখানে সময় লাগছে ১২ থেকে ১৪ দিন। এ পরিসংখ্যানই বলে দেয় দেশের সরকারী চাকরির পরীক্ষা ও সুপারিশকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান পিএসসির পরিবর্তনের চিত্র। তবে কেবল সংখ্যাগত পরিবর্তনই নয়, দ্রুত ফল প্রকাশের সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার পাল্টে দিয়েছে পিএসসিকে। করোনা সঙ্কট সামলাতে সফটওয়্যার ব্যবহারেই মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় সাত হাজার ডাক্তার ও নার্স নিয়োগের (৯ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

আস্থার প্রতীক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মতো অসম্ভবকে সম্ভব করা গেছে। জনকণ্ঠের অনুসন্ধান আর পিএসসির সদ্য বিদায়ী সদস্য ও বুয়েটের অধ্যাপক ড. আবদুল জব্বার খানের জনকণ্ঠকে দেয়া একান্ত সাক্ষাতকারে বেরিয়ে এসেছে এক বিতর্ক থেকে আস্থার কেন্দ্রে চলে আসা পিএসসির অর্জনের নানা রহস্য।

এক সময় সরকারী কর্মকমিশন (পিএসসি) ছিল বিতর্কিত পরীক্ষা, নিয়োগ আর অনাস্থার কেন্দ্রে। জনমনে ছিল না প্রতিষ্ঠানটির প্রতি কোন আস্থা। বলা হয়, বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলটিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা রীতিমতো ভূলুণ্ঠিত হয়। এ সময় পরীক্ষার বাইরে হাওয়া ভবনের তালিকা ধরে বিসিএস ক্যাডার নিয়োগের কেলেঙ্কারীও দেখে মানুষ। আস্থা হারান মেধাবীরা। অথচ আজ পিএসসিই হচ্ছে দেশের যে কোন পরীক্ষা ও নিয়োগের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল। পরিসংখ্যান বলছে, পিএসসির নতুন ভাবমূর্তির কারণেই মেধাবীরা এখন অনেক বেশি আকৃষ্ট হচ্ছেন বিসিএস ও নন-ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষায়। কয়েক বছর বিভিন্ন পাবলিক ও নিয়োগ পরীক্ষায় যেখানে প্রশ্নফাঁস একটি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেখানে সরকারকে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি দিয়েছে পিএসসি। ফলে প্রতিটি বিসিএসেই আবেদনকারী প্রার্থীর সংখ্যা বাড়ছে ব্যাপকভাবে।

নিয়োগের নথি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার মিলিয়ে কমিশনের সুপারিশ ছিল ১৬ হাজার ৯৮৭ প্রার্থী। এর মধ্যে ক্যাডার ১২ হাজার ৭৯৪ জন এবং নন-ক্যাডার ৪ হাজার ১৯৪ জন। তবে গত ১০ বছরে ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার মিলিয়ে সুপারিশ হয়েছে ৬১ হাজার ৬৯১ প্রার্থীর। যাদের মধ্যে ক্যাডার ২৮ হাজার ৫৯২ জন এবং নন-ক্যাডার ৩৩ হাজার ৯৯ জন।

কিন্তু কিভাবে পিএসসি আজ দ্রুত ও স্বচ্ছ নিয়োগের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠল? প্রতিষ্ঠানটির সদ্য বিদায়ী সদস্য ও বুয়েটের অধ্যাপক ড. আবদুল জব্বার খান সার্বিক পরিস্থিতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে জনকণ্ঠকে বলছিলেন, পিএসসি যে এখন শতভাগ স্বচ্ছতার সঙ্গে হাজার হাজার ক্যাডার ও নন-ক্যাডার নিয়োগের পরীক্ষা ও নিয়োগের সুপারিশ করতে পারছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার আমাদের সেই কাজের স্বাধীনতা দিয়েছে। একই সঙ্গে আমাদের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও সরকার দিয়েছে বলে আজ একের পর এক নিয়োগের সুপারিশ করা সম্ভব হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত ইচ্ছার কারণেই মূলত আমরা কমিশন চেয়ারম্যান স্যারের নেতৃত্বে নানামুখী উদ্যোগ নিতে পেরেছি। একই সঙ্গে বাস্তবায়ন করা সম্ভবও হয়েছে। দ্রুত পরীক্ষা ও ফল প্রকাশসহ নিয়োগে পিএসসির আজকের সাফল্যের মূলে কিন্তু জনবল নিয়োগ নয় বরং কেবল যুগান্তকারী সব পদক্ষেপই পরিবর্তনের মূল কারণ।

পরীক্ষার ফল দ্রুত প্রকাশ করার জন্য বেশ কিছু সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছে পিএসসি। যা দ্রুত ফল প্রকাশের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। আগে যেখানে একটি ক্যাডার নিয়োগের ফল প্রস্তুত করতে সময় লাগত তিন থেকে চার মাস এখন সেখানে সময় লাগছে ১২ থেকে ১৪ দিন। হাতিরঝিল প্রকল্প এবং মেট্রোরেল প্রকল্পসহ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে জিওটেকনিক্যাল পরামর্শক হিসেবে কাজ করা অধ্যাপক ড. আবদুল জব্বার খান বলেছেন, 'আমি মোট চারটি সফটওয়্যার তৈরি করেছি পিএসসির জন্য এবং এগুলো আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছি। আপনারা জানেন পিএসসি ক্যাডার এবং নন-ক্যাডার নিয়োগের সুপারিশ করে থাকে। এই সুপারিশ করার ক্ষেত্রে জটিল কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো। লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মেধা তালিকা থেকে এই বণ্টন কাজটি ম্যানুয়েলি করা হতো। আমি ২০১৫ সালে পিএসসিতে এসে সেই অবস্থাই দেখেছি। তখনি আমি সফটওয়্যার ডেভেলপ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি এবং নিজেই সেই কাজটি করার উদ্যোগ নিই। সবার ব্যবহারের সুবিধার জন্য আমি এক্সেল-ভিবিএ ব্যবহার করে প্রায় ছয় মাস সময় ব্যয় করে এই কাজটি করি। অনেক পরীক্ষার ফলাফল ট্রায়াল দেয়ার পরে এই সফটওয়্যারগুলো কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে সদয় অনুমোদন দেয়। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রীয় জরুরী প্রয়োজনে ক্যাডার পদে ২০০০ চিকিৎসক নিয়োগের সুপারিশও এই সফটওয়্যার ব্যবহার করেই করা হয়েছে। যার ফলে পিএসসি ৪৮ ঘণ্টার কম সময়ে এই জরুরী নিয়োগের সুপারিশ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে।'

দেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানই এখন ফল প্রকাশে এ ধরনের কাজ করছে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে। আবার অনেকে করে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে। অধ্যাপক ড. জব্বার বলছিলেন, আমরাও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে করতে পারতাম। একবার একটি বিদেশী কোম্পানিকে দিয়ে কাজটি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। নিষ্ফল হয়েছে সেই চেষ্টা। তাছাড়া পিএসসির মতো একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সব কাজ আউটসোর্সিংয়ে করা সমীচীন মনে হয়নি আমার কাছে। আমি যেহেতু একজন টেকনোলজিস্ট এবং যেহেতু বুয়েটে আমাদের সবারই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখতে হয় কাজেই নিজে করলেই এই জটিল কাজটি সহজে এবং কম সময়ে হবে বলে আমি মনে করেছি।

জানা গেছে, পিএসসি এখন নিজস্ব ব্যবস্থাপনাতেই প্রশ্নপত্র মুদ্রণের কাজ করছে। যা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রকে করেছে শতভাগ স্বচ্ছ ও নির্বিঘ্ন। সদ্য বিদায়ী সদস্য ড. জব্বার জানিয়েছেন, ২০১৬ সাল থেকে নন-ক্যাডার প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পিএসসিই মুদ্রণ এবং বণ্টন করছে। অন্য কোন প্রেসে এই কাজটি এখন আর আউটসোর্সিং করা হচ্ছে না। এর ফলে প্রশ্নপত্রের গুণগত মান যেমন বেড়েছে তেমনি অর্থ ও শ্রমঘণ্টারও সাশ্রয় হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য বাইরের কোন প্রেসের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না।

এর ফলে নন-ক্যাডার নিয়োগের সুপারিশ অনেক দ্রুততার সঙ্গে করা যাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে পিএসসি প্রায় ২৫ হাজার নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে। এই ব্যবস্থাপনার কারিগরি দিকটি আমি ঠিক করে দিয়েছি। অবশ্যই কমিশনের চেয়ারম্যান স্যার এবং সকল বিজ্ঞ সদস্যের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। দেশের স্বার্থে ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে দায়িত্বপ্রাপ্তরা যত বেশি নিজেদের রক্ত পানি করবেন ততই দেশের ধমনীতে টগবগে রক্ত প্রবাহিত হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পিএসসির এই মুদ্রণ ব্যবস্থাপনার পরিসর এখনও ছোট। ৩৯ বিসিএসের (বিশেষ) এমসিকিউ টাইপ লিখিত পরীক্ষার ৪২ হাজার প্রশ্নপত্র আমরা এই ব্যবস্থাতেই মুদ্রণ করেছি। কিন্তু রেগুলার বিসিএসে প্রার্থী সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সেগুলোর প্রিলিমিনারি টেস্ট এবং আবশ্যিক লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এখনও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করা সমীচীন হবে না। তবে ভবিষ্যতে টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র করার বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করতে পারে।

এদিকে প্রশ্নব্যাংক তৈরি নিয়েও কথা হচ্ছে। ড. জব্বার বলেছেন, পিএসসির সব পরীক্ষা আরও দ্রুততর সময়ে অনুষ্ঠানের জন্য প্রশ্নব্যাংক অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। আমি এ সংক্রান্ত একটি কমিটিতে কাজ করেছি। সুপারিশ অনুযায়ী কমিশনের অনুমোদনক্রমে এখন নন-ক্যাডার পরীক্ষাগুলোর জন্য একটি ভৌত প্রশ্নব্যাংক প্রস্তুত করা হয়েছে। যেদিন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেদিনই নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণের আগে দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বাছাই করা হয়। এর ফলে একদিকে যেমন প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা ও মান বেড়েছে অন্যদিকে অর্থ ও শ্রমঘণ্টারও সাশ্রয় হয়েছে। সুখের বিষয়, একটি ডিজিটাল প্রশ্নব্যাংক করার ডিপিপি একনেকে অনুমোদিত হয়েছে। পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির পর এ বিষয়ে যথাশীঘ্র কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

আপনি তো ৩৮ বিসিএসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন রেজাল্ট প্রকাশ করাত এখনও বাকি; প্রার্থীরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আপনার অবর্তমানে এখন এই রেজাল্ট প্রস্তুতির কাজ কীভাবে হবে? এ বিষয়ে ড. জব্বার বলেন, দেখুন, কমিশনে একটি চমৎকার টিম রয়েছে। আর এই টিম গড়ে তুলেছেন কমিশন চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বর্তমান কমিশনের ৩৮ বিসিএসের ফল প্রকাশের অসমাপ্ত কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য অল্প কিছুদিন সময়ই যথেষ্ট। সত্যি কথা বলতে, আমরা রেজাল্ট একবার প্রায় শেষই করে ফেলেছিলাম। মার্চের মাঝামাঝি সময়ে রেজাল্ট প্রকাশ করার প্রস্তুতি নিয়েই এগুচ্ছিলাম।

এরই মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন ক্যাডারে আরও আড়াইশো পদের নিয়োগের জন্য চাহিদা আসে। এ অবস্থায় আমরা চলমান প্রক্রিয়া বাতিল করে আবার নতুন করে বণ্টনের কাজ শুরু করি। আশা ছিল এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই ফল প্রকাশ করব। বাদ সাধল কোভিড পরিস্থিতি। ২৫ মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত আর এই কাজটিতে হাতই দিতে পারলাম না আমরা। শুধু জরুরী রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে মাঝে ২০০০ ডাক্তার এবং ৫০৫৪ জন নার্স নিয়োগের সুপারিশের জন্য কাজ করতে পেরেছি আমরা। ৩৮ বিসিএসের প্রার্থীদের মনের অবস্থা কমিশন অনুধাবন করতে পারছে। কমিশন তাদের অভিভাবক। তাই সন্তানতুল্য প্রার্থীদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার প্রতি আমাদের পূর্ণ মমতা রয়েছে। করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে কমিশন বড়জোর দুই সপ্তাহের মধ্যেই নিয়োগের জন্য সুপারিশের কাজটি সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।

গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশি বিসিএসের ফল প্রকাশ করেছে পিএসসি। বুয়েটের এ অধ্যাপক জানিয়েছেন, পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে পিএসসি প্রায় ছয়টি বিসিএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করেছে এবং ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছে। ৩৮ বিসিএসের

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

যুগান্তকারী সব পদক্ষেপে আমূল বদলে গেছে

আস্থার প্রতীক পিএসসি

সুপারিশ চূড়ান্ত হলে প্রায় ১৫ হাজার ক্যাডার সদস্যের জন্য সুপারিশ সুসম্পন্ন হবে। এত বিশাল মাত্রায় ক্যাডার এবং সরাসরি পরীক্ষার মাধ্যমে নন-ক্যাডার পদে অতীতের কোন পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যে নিয়োগের সুপারিশ করেনি পিএসসি। এক্ষেত্রে পিএসসির গতিময়তা যেমন ছিল তেমনি সরকারের তরফেও প্রশংসনীয় আন্তরিকতা ছিল।

গত ১০ বছরে অসংখ্য নন ক্যাডারে নিয়োগ আশা জাগিয়েছে অনেক অনেক বেশি। প্রতি বিসিএস থেকে কত সংখ্যক প্রার্থী এসব চাকরি পাচ্ছেন? ড. জব্বার বলেছেন, এটি শেখ হাসিনার সরকারের একটি অসামান্য অবদান। অতীতে একজন প্রার্থী বিসিএস লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে যদি পদ স্বল্পতার কারণে কোন ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত না হতো তাহলে তার জন্য পৃথক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়ে প্রথম না দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকরি পাবার কোন পথ খোলা থাকত না।

এটি এক ধরনের পন্ডশ্রমের মতো ছিল। বর্তমান সরকার ২০১০ সালে একটি যুগান্তকারী আইন করে দেন যার ফলে পদস্বল্পতার কারণে যেসব প্রার্থী ক্যাডার পদে সুপারিশ পান না তাদের সম্মতি জ্ঞাপন সাপেক্ষে আর কোন পরীক্ষা ছাড়াই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে সুপারিশের জন্য বিবেচিত হওয়ার পথ উন্মোচিত হয়। এর ফলে প্রতি বিসিএস থেকেই আরও প্রায় দুই থেকে তিন হাজার প্রার্থীর সরকারী চাকরি পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে। অবশ্য বিষয়টি নির্ভর করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে কী পরিমাণ চাহিদা পিএসসির কাছে আসছে তার ওপর। পরবর্তী বিসিএসের ফলাফল প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত যতগুলো চাহিদা পাওয়া যায় তার সবটাই পিএসসি দিয়ে থাকে। এই বণ্টন প্রক্রিয়াটি প্রার্থীর মেধা ও নিয়োগ বিধিতে বর্ণিত যোগ্যতার ভিত্তিতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে করা হয়।

পিএসসির পরীক্ষায় মেধাবীরা আকৃষ্ট হওয়া নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখন পাবলিক লাইব্রেরির সামনে সকাল থেকে ছেলেমেয়েরা লাইন ধরে অপেক্ষা করে। লাইব্রেরি খোলা মাত্রই তারা ভেতরে ঢুকে পড়তে বসে যায়। এই চিত্রটি আমাদের একটি পরিষ্কার বার্তা দেয়। এর মানে হচ্ছে প্রার্থীরা বুঝতে পেরেছে যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়ে ক্যাডার বা নন-ক্যাডার চাকরি পাবার অন্য কোন পথ এখন আর নেই। যদিও দুঃখজনকভাবে অনেকে এখনও কেউ কেউ বিকল্প পথ খোঁজে এবং অযথা প্রতারণার শিকার হয়। বাস্তবতা হলো কমিশনের অনেক সদস্যের সন্তান-সন্ততিই ক্যাডার বা নন-ক্যাডার চাকরি পায়নি। এটি থেকেই বোঝা যায় কমিশন কতটা স্বচ্ছতা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। একজন চা দোকানদার বা রিক্সাচালকের সন্তানও যেমন ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত হচ্ছেন তেমনি একজন কোটিপতির সন্তান হয়তো কোন পদের জন্যই সুপারিশ পাচ্ছেন না।

কিন্তু ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদরা টেকনিক্যাল ক্যাডার পদে না গিয়ে জেনারেল ক্যাডারের দিকে ঝুঁকছেন কেন? এমন প্রশ্ন করা হলে আবদুল জব্বার খান বলেন, প্রথমত, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী জেনারেল ক্যাডারের জন্য প্রার্থীদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসেবে যেকোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী চাওয়া হয়। কাজেই আইন অনুযায়ী যে কেউ যেকোন জেনারেল ক্যাডার পদের জন্য তার পছন্দ দিতে পারেন। কোন আইন দ্বারা এটিকে বারিত করা হয়নি এবং এ নিয়ে প্রশ্ন তোলারও কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল বৈষম্য। তাই অনেক মেধাবী ছেলেমেয়েই তার অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়ে কলেজের শিক্ষক, ডাক্তার বা প্রকৌশলী না হয়ে চলে যাচ্ছে পুলিশ, প্রশাসন, বা পররাষ্ট্র ক্যাডারে। সবাইকে যার যার জায়গায় ধরে রাখতে হলে এসব বৈষম্য দূর করতে হবে প্রার্থীকে দোষারোপ করার তো কোন কারণ দেখি না। তৃতীয়ত, সব ক্যাডারে নবম গ্রেড থেকে প্রথম গ্রেড পর্যন্ত সোপান নেই। এটি এক যাত্রায় পৃথক ফলের মতো। সবাই ক্যাডার সার্ভিসে যোগদান করল একই ব্যাচে অথচ কেউ গ্রেড-১ এ যেতে পারবে কেউ পারবে না, এ হয় না।

এতে কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন ক্যাডারের সদস্যদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়, কর্মস্পৃহা হারিয়ে যায়, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চতুর্থত, টেকনিক্যাল এবং প্রফেশনাল ক্যাডার সার্ভিসগুলোতে অনেক নতুন পদ সৃজন করা প্রয়োজন। আমরা যে ২০৪১ ভিশন নিয়ে এগুচ্ছি সেখানটায় যেতে হলে এই ক্যাডার সার্ভিসগুলোকে অনেক বেশি মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হবে। যেমন- ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি অথচ এখন পর্যন্ত আইসিটি ক্যাডার নেই। এটি হওয়া অত্যন্ত জরুরী। এই কাজগুলো যত দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্ভব করতে হবে। তাহলেই বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা হবার পথে অনেকটা এগিয়ে যাবে।

গত পাঁচ বছরে পিএসসির অবকাঠামোগত উন্নয়ন নজর কেড়েছে সবার। এ বিষয়ে ড. জব্বার বলেছেন, এজন্য আমি চেয়ারম্যান স্যার, পিএসসি সচিবালয় এবং পিডব্লিউডিকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবো। পিএসসি চত্বরে গত নির্বাচনের আগে ১৬ ডিসেম্বরে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের শহীদ কর্মচারীদের উদ্দেশে ১৬ ফুট উচ্চতার একটি সৌধ স্থাপন করা হয়েছে- নাম দেয়া হয়েছে 'মৃত্যুঞ্জয়ী'। একই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটা ম্যুরালও উন্মোচন করা হয়েছে। পূর্বের মিলনায়তনকে নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে, আধুনিকীকরণ করা হয়েছে- নাম দেয়া হয়েছে '৭১ মিলনায়তন'। আমি যখন পিএসসিতে এসেছি তখন এখানে কোন জাতীয় দিবস পালন হতে দেখিনি।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান চেয়ারম্যান স্যার সব জাতীয় দিবস পালনের উদ্যোগ নিয়েছেন এবং নিয়মিতভাবেই এখন এগুলো পালন করা হচ্ছে। পিএসসি ভবনের চারটি তলার উর্ধমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলছে। সাতটি আঞ্চলিক অফিসকে আধুনিক করার প্রয়াসে প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে, নক্সা অনুমোদন করা হয়েছে। এক কথায় বলতে হলে বলতে হয় বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

অপর এক প্রশ্নে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে রাষ্ট্র, সরকার এবং জনগণকে বর্তমান কমিশন অদ্যাবধি যেভাবে স্বস্তিতে রেখেছে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন শুধু একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানই নয়, এটি এদেশের জন্য বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালকও বটে। এই প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রজ্ঞা ও জনগণের মনোভাব অনুধাবন করে সংবিধান সমুন্নত রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে হবে। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভিশন ২০৪১ এর বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের সম্ভাবনার বীজ।

দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ মঙ্গলবার
২৮ মাঘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

অনলাইন কার্যক্রম সহজীকরণ এবং পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের অংশগ্রহণকারীদের আলোচনায় বিসিএস (ক্যাডার) পরীক্ষা, নন-ক্যাডার পরীক্ষা, বিভাগীয় পরীক্ষায় রেজিস্ট্রেশন ও ফলাফল ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়ন এবং ফলাফল দ্রুততম সময়ে প্রকাশের লক্ষ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক উপস্থিত ছিলেন

২১ অক্টোবর ২০২০ বুধবার
sports@jjdbd.com | যায়যায়দিন

৩৮তম বিসিএস

নন-ক্যাডার থেকে নিয়োগের সুপারিশ ৫৪১ জনকে

যাযাদি রিপোর্ট

৩৮তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফলে উত্তীর্ণ হয়েও যারা ক্যাডার পাননি তাদের মধ্য থেকে ৫৪১ জনকে প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। সমাজসেবা অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার পদে তাদের সুপারিশ করা হয়। গতকাল কমিশনের ১১তম বিশেষ সভায় তাদের নিয়োগের সুপারিশ করা হয় বলে পিএসসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

নন-ক্যাডার থেকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জানানো হয়েছে।

সুপারিশপ্রাপ্তদের মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা কর্মকর্তা/সমমান পদে ১১৯ জন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট পদে ৬২ জন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার পদে ৩৩ জন, এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে ৮৫ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক পদে ১৯ জনসহ ৫৩টি ক্যাটাগরিতে মোট ৫৪১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে পিএসসি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩৮তম বিসিএসের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও পদ স্বল্পতায় ৬ হাজার ১৭৩ জন ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ পাননি। তাদের মধ্য থেকে প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য ৫ হাজার ৩২ জন কমিশনে আবেদন করেন। সুপারিশপ্রাপ্তদের তালিকা www.bpsc.gov.bd I http://bpsc.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যুগান্তর | বুধবার ২১ অক্টোবর ২০২০ | ৫ কার্তিক ১৪২৭

৩৮তম বিসিএস
প্রথম শ্রেণির নন ক্যাডার পদে ৫৪১ জন নিয়োগের সুপারিশ

যুগান্তর রিপোর্ট

আটত্রিশতম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফলে উত্তীর্ণ হয়েও যারা ক্যাডার পাননি তাদের ভেতর থেকে ৫৪১ জনকে প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। বিসিএসের মেধাক্রম ও সংশ্লিষ্ট পদের নিয়োগবিধির ভিত্তিতে মঙ্গলবার কমিশনের বিশেষ সভায় তাদের নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। পিএসসির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

৩৮তম বিসিএসের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও পদ স্বল্পতায় ৬১৭৩ জন ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ পাননি। তাদের মধ্য থেকে প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের জন্য পাঁচ হাজার ৩২ জন কমিশনে আবেদন করেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদফতরের সমাজসেবা কর্মকর্তা/সমমান পদে ১১১ জন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউট পদে ৬২ জন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার পদে ৩৩ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে।

এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের সহকারী প্রকৌশলী (পুর) পদে ৮৫ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের ঔষধ তত্ত্বাবধায়ক পদে ১৯ জনসহ ৫৩টি ক্যাটাগরিতে মোট ৫৪১ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে পিএসসি।

বিসিএসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও যারা ক্যাডার পায়নি তাদের মধ্য থেকে যারা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ পেতে চান, তাদেরকে আলাদাভাবে কমিশনে আবেদন করতে হয়। সংশ্লিষ্টদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই এ নিয়োগের সুপারিশ করে পিএসসি।

সমকাল
শুক্রবার | ১৪ আগস্ট ২০২০ | ৩০ শ্রাবণ ১৪২৭

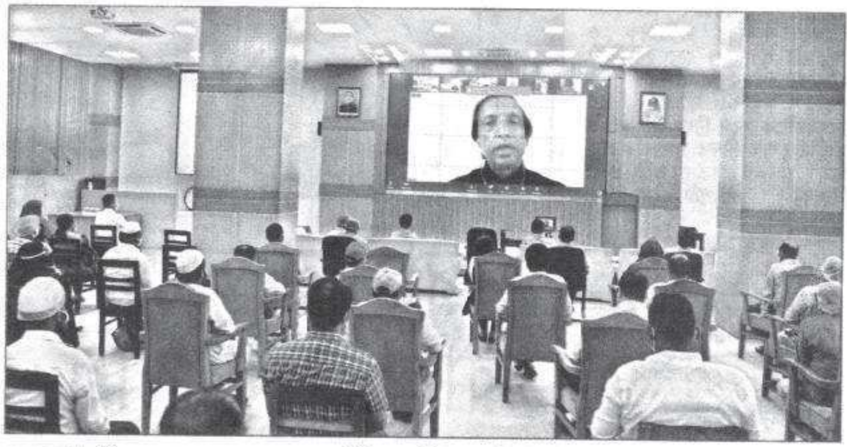

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭১ মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক। সভাপতিত্ব করেন সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোছা. আছিয়া খাতুন। স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠিত এ সভায় কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন ফটো রিলিজ

দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ বুধবার
১৫ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
৩০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ

মঙ্গলবার সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের সুপারিশের ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীর সংখ্যা ২১৫৫ জন। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগের এমসিকিউ ধরনের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং আবেদনকারী প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৩৫,২৯৩ জন। এমসিকিউ ধরনের লিখিত পরীক্ষায় মোট ৭১৬১ প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গত ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়ে ১৪ ডিসেম্বর শেষ হয়। সর্বমোট ১২টি বিষয়ে ২১৫৫ টি পদের জন্য সুপারিশ করে ফল প্রকাশ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। ফল কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.bpsc.gov.bd Ges http://bpsc.teletalk.com.bd) পাওয়া যাবে। -বিজ্ঞপ্তি

৩৮তম বিসিএসের ৪৪৩ প্রার্থীকে নন-ক্যাডার পদের সুপারিশ

৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে নন-ক্যাডার প্রথম শ্রেণীর [৯ম গ্রেড] পদে সুপারিশের ফলাফল মঙ্গলবার প্রকাশ করা হয়েছে।

নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালার-২০১০ এবং সংশোধিত বিধিমালা-২০১৪ এর বিধান অনুযায়ী ৩৮তম বিসিএস পরীক্ষায় ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত নন এমন প্রার্থীদের মধ্য হতে সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিধিতে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ৩৮তম বিসিএস-এ অর্জিত মেধাক্রম ও সংশ্লিষ্ট পদের/পদসমূহের নিয়োগবিধির ভিত্তিতে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত কমিশনের চতুর্দশ বিশেষ সভায় ৪৪৩ জন প্রার্থীকে নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর [৯ম গ্রেড] পদে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে কমিশন সুপারিশ করেছে। ফল কমিশনের ওয়েবসাইটে www.bpsc.gov.bd এবং (http://bpsc.teletalk.com.bd) পাওয়া যাবে। -বিজ্ঞপ্তি

সমকাল
সোমবার | ১৭ আগস্ট ২০২০ | ২ ভাদ্র ১৪২৭

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে শনিবার বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কমিশন চত্বরে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক, সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সচিব মোছা. আছিয়া খাতুনসহ কমিশনের সদস্যরা ফটো রিলিজ

প্রথম আলো
মঙ্গলবার, ২১ জানুয়ারি ২০২০, ৭ মাঘ ১৪২৬

চাকরিতে অষ্টম গ্রেড বা ওপরের পদেও কোটা নয়

মন্ত্রিসভার বৈঠক

আকাশপথে পরিবহনে দুর্ঘটনায় মারা গেলে বা আঘাত পেলে ক্ষতিপূরণ কোটি টাকার ওপরে।

- বর্তমান পরিপত্র অনুযায়ী ৯ম গ্রেড (প্রথম শ্রেণি) এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণি) পদে নিয়োগে কোনো কোটা নেই।
- কোটার বিষয়ে আগের জারি করা পরিপত্র স্পষ্টকরণ করতে এ প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরকারি চাকরিতে অষ্টম বা তার ওপরের পদেও সরাসরি নিয়োগে কোনো কোটা থাকবে না। বর্তমান পরিপত্র অনুযায়ী ৯ম গ্রেড (প্রথম শ্রেণি) এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণি) পদে নিয়োগে কোনো কোটা নেই।

সরকারি চাকরিতে কোটার বিষয়ে আগের জারি করা পরিপত্র স্পষ্টকরণ করতে এই প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। গতকাল সোমবার তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দেওয়া এই প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানান মন্ত্রিপরিষদসচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে দেওয়া লিখিত তথ্যে বলা হয়, সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) ৯ম গ্রেড এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেড ছাড়াও ৮ম গ্রেড বা তার ওপরের (৭ম, ৬ষ্ঠ ইত্যাদি) গ্রেডের কোনো কোনো পদে সরাসরি নিয়োগ দিয়ে থাকে। কিন্তু আগের পরিপত্রে কেবল ৯ম গ্রেড এবং ১০ম থেকে ১৩তম গ্রেডের পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা বাতিল করা হলেও ৮ম বা তার ওপরের গ্রেডের পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা বণ্টন পদ্ধতি কী হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। এ জন্যই পরিপত্রটি সংশোধনের প্রয়োজন।

বৈঠকে 'আকাশপথে পরিবহন (মন্ট্রিল কনভেনশন) আইন, ২০২০-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রস্তাবিত এই আইন অনুযায়ী, আকাশপথে দুর্ঘটনায় যদি কোনো যাত্রী মারা যান বা আঘাত পান, তাহলে বর্তমান হিসাবে ১ কোটি ১৭ লাখ ৬২ হাজার টাকার বেশি (১ লাখ এসডিআর বা ১ লাখ ৩৮ হাজার ৫৪৪ ইউএস ডলার) ক্ষতিপূরণ পাবেন। বর্তমান আইনে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ২০ লাখ ৩৭ হাজার ৬০০ টাকা। এ ছাড়া যাত্রীর ব্যাগ ও মালপত্র হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে প্রতি কেজির জন্য ১ হাজার ৩৮১ ইউএস ডলার (বর্তমানে ২০ ডলার) এবং কার্গোর মালামাল বিনষ্ট বা হারিয়ে গেলে প্রতি কেজির জন্য ২৪ ইউএস ডলার (বর্তমানে ২০ ডলার) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ফ্লাইট বিলম্বের কারণে পরিবহণকারীর দায় হবে এক হাজার এসডিআর বা ৫ হাজার ৭৩৪ মার্কিন ডলার, যা আগে ২০ ডলার ছিল।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, যাত্রীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, যাত্রীর সম্পত্তির বৈধ প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই আইনের বিধানবলি মোতাবেক ক্ষতিপূরণের অর্থ ভাগ করা যাবে। সংশ্লিষ্ট উড়োজাহাজের পক্ষ/বিমাকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে অথবা আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে।

সচিব আরো বলেন, আকাশপথে অভ্যন্তরীণ পরিবহনে বিলম্ব, ক্ষয়-ক্ষতি, মৃত্যু ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই আইন মন্ট্রিল কনভেনশন এবং এর আলোকে প্রণীত প্রটোকলের সংশোধনীসমূহ নিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার প্রয়োগ করতে পারবে।

এ ছাড়া বৈঠকে বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) সংশোধন আইনের খসড়া এবং আয়োডিনযুক্ত লবণ আইনের খসড়াও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ৬ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবসের পাশাপাশি এদিন জাতীয় ক্রীড়া দিবস পালনের প্রস্তাবও অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। বৈঠকে গত বছরের অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। ওই সময়ে ৯টি বৈঠকে ৯৭টি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর মধ্যে বাস্তবায়নের হার ৭৩ শতাংশ।

নারীমঞ্চ

প্রথম আলো

বিসিএসে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে

বিসিএসে নারী

বিসিএসে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। চাকরিতে যোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা। তবে যেতে হবে আরও বহু দূর।

মোছাব্বের হোসেন, ঢাকা

বর্তমানে দেশের চাকরির বাজারে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) চাকরি প্রথম স্থান দখল করে আছে। আর এই বিসিএসে ভালো করছেন নারীরা। বিসিএসের মাধ্যমে পদোন্নতি পেয়ে সচিব, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোয় দায়িত্ব পাচ্ছেন নারীরা। বিসিএসেও প্রথম হচ্ছেন। ৩৪তম বিসিএসে প্রশাসনে প্রথম স্থান অধিকার করেন মুনিয়া চৌধুরী। ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষার পররাষ্ট্র ক্যাডারে প্রথম স্থান অর্জন করেন সুবর্ণা শামীম। ৩৯তম বিশেষ বিসিএসে দেশসেরা হয়েছিলেন নীলিমা ইয়াসমিন। এই চিত্রই বলে দেয় বিসিএসে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন। কেবল বিসিএসে প্রথম হওয়া নয়, বিসিএসে নারীদের অংশগ্রহণের হারও বাড়ছে দিন দিন।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বিপুলসংখ্যক নারী বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেন। দিন দিন সেই সংখ্যা বেড়েই চলছে। ৩২তম বিসিএসে চাকরির সুপারিশ পাওয়া নারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৬ শতাংশ। সর্বশেষ ৩৯তম চিকিৎসকদের জন্য বিশেষ বিসিএসে চাকরির সুপারিশ পাওয়া নারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৪৭ শতাংশ। এ ছাড়া ৩৩তম বিসিএসে চাকরির সুপারিশ পাওয়া নারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৭ শতাংশ। ৩৪তম বিসিএসে চাকরি পাওয়া নারীর সংখ্যা ছিল ৩৬ শতাংশ। অথচ আগের বিসিএসগুলোয় ২২ থেকে ২৮ শতাংশ নারী চাকরি পেতেন।

২০১৭ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষায় সারা দেশ থেকে অংশ নিয়েছিলেন দুই লাখ ১১ হাজার ২৮২ জন, যার এক-তৃতীয়াংশ নারী। সুপারিশকৃত প্রার্থীতালিকায় ১ হাজার ৭১৪ জন পুরুষের বিপরীতে নারী ছিলেন ৬০৯ জন, যা শতকরা হিসাবে ছিল ৩৩ দশমিক ১৩।

> নারীরা যদি উন্নয়নের অংশীদার হতে না পারে, তাহলে রাষ্ট্রের সম উন্নয়ন হবে না। তাই নারীদের কাজের সুযোগ আরও বাড়াতে হবে।
>
> আকতারী মমতাজ, সরকারের সাবেক সচিব

এর আগে ৩২তম বিশেষ বিসিএস পরীক্ষায় পুরুষের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন নারীরা। ৭৫২ জন পুরুষের বিপরীতে চূড়ান্ত সুপারিশ তালিকায় নারীর সংখ্যা ছিল ৯২৩, যা শতকরা হিসাবে ৫৫ দশমিক ১০। ৩৩তম বিসিএসে চূড়ান্ত সুপারিশ তালিকায় নারীর সংখ্যা ছিল ৩৮ দশমিক ২৬ শতাংশ। ৩৪তম বিসিএসে ৩৫ দশমিক ৬২ এবং ৩৫তম বিসিএসে ২৭ দশমিক ৯২। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে যে ২ হাজার ২০ জন নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ৬৯৯ জনই নারী। শতকরা হিসাবে যা ৩৪ দশমিক ৬। এই বিসিএসে কেবল সংখ্যায় নয়, শিক্ষা বাদে ২০টি ক্যাডারে নিয়োগ পরীক্ষার মধ্যে আটটিতেই প্রথম হয়েছে নারীরা। আর শিক্ষার ৩০টি বিভাগের মধ্যে ১৩টিতেই প্রথম হয়েছেন নারী প্রার্থী। বেশ কিছু ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে শতভাগই আবার নারী।

একটি বিসিএসের চিত্র

৩৪তম বিসিএস ক্যাডারে নিয়োগ পাওয়া ২৭৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ১০৭ জনই নারী। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে এত বিপুলসংখ্যক নারী নিয়োগ পান। এ ছাড়া প্রথম ১০ কর্মকর্তার মধ্যে নারী ছয়জন। প্রশাসন ক্যাডারের প্রথম ১০ জনের মধ্যে প্রথমে আছেন মুনিয়া চৌধুরী। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানও নারীর দখলে। তাঁরা হলেন সাজিদা পারভীন ও সাইয়েমা হাসান। ষষ্ঠ স্থানে মাহমুদা বেগম, অষ্টম স্থানে কোহিনুর জাহান এবং নবম স্থান দখল করেছেন রাবেয়া আক্তার। প্রশাসনের বাইরে শিক্ষা ক্যাডারে বিভিন্ন শাখায় মোট নিয়োগ দেওয়া হয় ৭৪৭ জনকে। তাঁদের মধ্যে নারী ২৮৮ জন। অর্থাৎ ৩৮ শতাংশেরও বেশি নারী নিয়োগ পেয়েছেন এই ক্যাডারে। তথ্য ক্যাডারের তিনজন কর্মকর্তার মধ্যে দুজনই নারী। তাঁরা হলেন মারুফা রহমান ও তানিয়া আক্তার। কৃষি ক্যাডারে মোট ২৫৯ জনের মধ্যে ৯০ জন নারী। পুলিশ ক্যাডারে মোট ১৪২ জনের মধ্যে নারী ২৫ জন। পররাষ্ট্র ক্যাডারে মোট ২১ জনের মধ্যে নারী নয়জন। স্বাস্থ্য ক্যাডারে নারীদের সাফল্যের হার আরও বেশি। সহকারী সার্জন ১৭৯ জনের মধ্যে ৭৫ জনই নারী।

সংগ্রাম করে প্রথম

৩৪তম বিসিএসে প্রশাসনে মুনিয়া চৌধুরী বলেন, 'প্রথম বিসিএসেই আমি সফল হয়েছি। এতে মেধার দরকার হয়। প্রস্তুতি থাকতে হয় ও সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদও দরকার হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর আমি পূর্ণ বৃত্তি নিয়ে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স অব পাবলিক হেলথ বিষয়ে আমার দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর শেষ করি। সেটা শুরু করার আগে থেকেই আসলে আমি বিসিএসের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা থেকে চাকরিতে যোগদানের সময় পর্যন্ত সাড়ে তিন বছর সময় লেগেছিল। এই সাড়ে তিন বছরে আসলে আমি পড়ালেখার ভেতরেই ছিলাম। এর মধ্যেই দ্বিতীয় মাস্টার্স করা, শিক্ষকতা এবং একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সিনিয়র অফিসার হিসেবেও কাজ করেছি।'

মুনিয়া চৌধুরী বলেন, 'বিভিন্ন চাকরি করলেও মনটা সব সময় পড়েছিল ক্যাডার সার্ভিসের দিকেই। বিসিএসে উত্তীর্ণ হতে হলে এই প্যাশন থাকতেই হবে। শুধু পড়লেই হবে না।'

৩৬তম বিসিএসে পররাষ্ট্র ক্যাডারে প্রথম সুবর্ণা শামীম বলেন, নারীদের জন্য বিসিএসে ভালো করাটা পুরুষদের চেয়ে কঠিন। যে সময় লাগে বিসিএসে, তাতে নারীরা সংসার শুরু করে দেন। অনেক সময় সন্তানও হয়ে যায়। সব সামলে আবার বিসিএসে ভালো করাটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। তবে বিসিএসের মাধ্যমেই একজন নারী মাঠপর্যায়ে যেমন কাজের সুযোগ পান, তেমনি শীর্ষ পর্যায়েও নীতিনির্ধারণে অনেক ভূমিকা রাখতে পারেন।

৩৯তম বিসিএসে প্রথম হওয়া নীলিমা ইয়াসমিন যখন সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী, তখন বিয়ে হয়। বিয়ের পর সংসারের চাপ তো আছেই। তিনি বলেন, 'নিজের পড়াশোনাটা করে গিয়েছি ঠিকমতো। আর তার ফলও পেয়েছি হাতেনাতে। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে স্বর্ণপদক নিয়েছিলাম সেরা ফলের জন্য। নিজের ফলাফল দেখে কিছুটা অবাক হলেও আবেগে ভাসিনি। ভালো পরীক্ষা দিয়েই তো এ ফল পেয়েছি।'

এগিয়ে যেতে হবে আরও সামনে

নারীরা বিসিএসে ভালো করছেন। নারীদের অনেকে পুলিশ সুপার, জেলা প্রশাসক, এমনকি সচিবও হয়েছেন। বিসিএস পরীক্ষায় পাস করেই তাঁরা এসব পদ পাচ্ছেন। তবে এই হার আরও বাড়তে হবে বলে মনে করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী। তিনি বলেন, নারীরা এখন বিসিএসের মাধ্যমে দায়িত্বশীল পদে আসছেন। তাঁরা সুযোগ নিয়েছেন ও প্রমাণ করেছেন চ্যালেঞ্জিং ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁরা কাজ করতে পারেন। তাঁদের যুক্ততার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের পথ তৈরি হচ্ছে, তবে এখনো সমতা আসেনি।

পিএসসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাদিক বললেন, বিসিএসে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে বলে বেশি চাকরি পাচ্ছেন। এর মাধ্যমে দেশের জন্য কাজ করছেন তাঁরা। তবে এই হার আরও বাড়াতে হবে। এসব পেশায় নারীদের আরও উৎসাহ দিতে হবে।

পঞ্চম বিসিএসের ক্যাডার সরকারের সাবেক সচিব আকতারী মমতাজ বললেন, 'আমাদের সময় নারী ক্যাডারের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম। নারীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়ার আগে ভাবা হতো পারবে কি না। কিন্তু পুরুষের বেলায় সেটা ভাবা হতো না। সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমি নিজেও গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছি। নারীরা যদি উন্নয়নের অংশীদার হতে না পারে, তাহলে রাষ্ট্রের সম উন্নয়ন হবে না। তাই নারীদের কাজের সুযোগ আরও বাড়াতে হবে।'

ভোরের কাগজ ঢাকা ■ শনিবার ■ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ৭১ মিলনায়তনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষে 'ভাষা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক কবিতা পাঠ এবং আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক প্রধান অতিথি ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনে আলোচনা সভা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ৭১ মিলনায়তনে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২০ উদযাপন উপলক্ষে 'ভাষা আন্দোলন এবং বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক কবিতা পাঠ এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি বলেন, ভাষা আন্দোলন আমাদের মহান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি নন, তিনি ভাষা আন্দোলনের উষালগ্নের মহানায়ক। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষকে সামনে রেখে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সবাইকে সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বিজ্ঞপ্তি।

সমকাল

বুধবার | ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ২২ মাঘ ১৪২৬

মঙ্গলবার মালদ্বীপ সিভিল সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ড. আলী শামীম বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় ড. আলী শামীম পিএসসি ভবনে অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে এক সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মালদ্বীপের হাইকমিশনার আইসাথ শান সাকিরসহ কর্মকর্তারা — ফটো রিলিজ

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ মঙ্গলবার
৫ ফাল্গুন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

সংসদে প্রতিমন্ত্রী
৯ বছরে পিএসসির মাধ্যমে ৯৭ হাজার কর্মকর্তা নিয়োগ

সংসদ রিপোর্টার ॥ গত ৯ বছরে (২০১০-২০১৯) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মাধ্যমে ৯৭ হাজার ৫০৪ কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে সরকার। তার মধ্যে ৩০ হাজার ৩০১ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে এবং ৬৭ হাজার ২০৩ জনকে নন-ক্যাডারে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সোমবার জাতীয় সংসদে টেবিলে *(১৯ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)*

৯ বছরে পিএসসির

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

উত্থাপিত প্রশ্নোত্তরপর্বে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মনজুর হোসেনের প্রশ্নের লিখিত জবাবে এ তথ্য জানান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

বিরোধী দল জাতীয় পার্টির দলীয় সংসদ সদস্য মোঃ রুস্তম আলী ফরাজীর প্রশ্নের লিখিত জবাবে প্রতিমন্ত্রী জানান, দেশে বর্তমানে ১৫৩ মহিলা কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে কর্মরত আছেন। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ২৮তম, ২৯তম, ৩০তম ও ৩১তম ব্যাচের কর্মকর্তারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সমকাল
রোববার । ৪ অক্টোবর ২০২০ । ১৯ আশ্বিন ১৪২৭

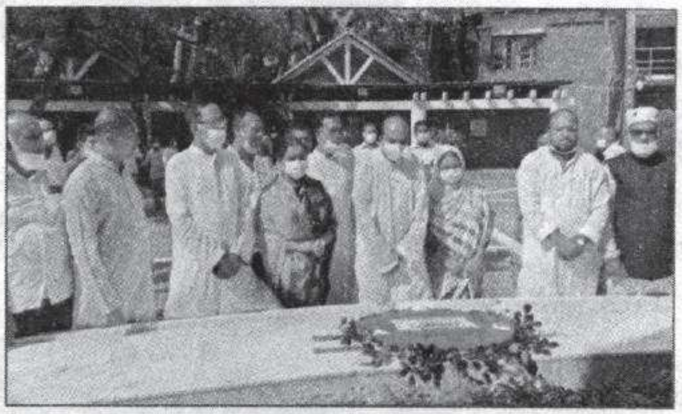

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন সম্প্রতি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় তার সহধর্মিণী, গোপালগঞ্জের জেলা প্রশাসক ও টুঙ্গিপাড়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন ফটো রিলিজ

মঙ্গলবার । ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ । ২৮ মাঘ ১৪২৬
কালের কণ্ঠ
kalerkantho.com

টেলিটক : বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ৭১ মিলনায়তনে 'অনলাইনে নিয়োগ সেবা সহজীকরণ এবং ফলাফল ব্যবস্থাপনা সেবা উন্নয়ন ও সমন্বয়করণ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সাদিক। এ সময় টেলিটকের এমডি, কমিশনের সচিব ও উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন

৫ জানুয়ারি ২০২০ রোববার
sports@jjdbd.com | যায়যায়দিন

৪১তম বিসিএসে আবেদনকারী ৪ লাখ ৭৫ হাজার

যাযাদি রিপোর্ট

৪১তম বিসিএসে রেকর্ডসংখ্যক প্রার্থী আবেদন করেছেন। এই বিসিএসে আবেদনের শেষ দিন ছিল শনিবার। শেষ সময় সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত মোট ৪ লাখ ৭৫ হাজার প্রার্থীর আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এর আগে ৪০তম বিসিএসে রেকর্ডসংখ্যক ৪ লাখ ১২ হাজার প্রার্থী আবেদন করেছিলেন।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নেছার উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মোট ৪ লাখ ৭৫ হাজার আবেদন জমা পড়েছে, যা রেকর্ড। এখন পর্যন্ত ৩ লাখ ৭৪ হাজর ৮১৬ জন প্রার্থী ফি জমা দিয়ে আবেদন নিশ্চিত করেছেন। ফি দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন নিবন্ধন করা আরও ১ লাখের বেশি প্রার্থী। আবেদন গ্রহণের সময় শেষ হওয়ার পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দেওয়া যাবে। তাঁর ধারণা, এবার মোট আবেদনকারীর সংখ্যা সাড়ে চার লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

পিএসসি সূত্র জানায়, ২০১৮ সালে ৪০তম বিসিএসে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। ওই বছর ৪ লাখ ১২ হাজার প্রার্থী আবেদন করেন। সেটাই ছিল বিসিএস পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি আবেদনের রেকর্ড। এবার ওই সংখ্যা ছাড়িয়ে গেল।

আবেদনকারীর সংখ্যা এত বাড়ার কারণ কী? জানতে চাইলে পিএসসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাদিক বলেন, বিসিএসের প্রতি তরুণদের আগ্রহ ও আস্থা বাড়ছে। এ কারণে এবার যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

পিএসসি সূত্র জানায়, এর আগে ৩৮তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশ নিতে ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৫৩২ জন প্রার্থী আবেদন করেন। ৩৭তম বিসিএসে অংশ নেন ২ লাখ ৪৩ হাজার ৪৭৬ জন পরীক্ষার্থী।

গত বছরের ২৭ নভেম্বর ৪১তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। এতে বিভিন্ন পদে ২ হাজার ১৩৫ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী এবার সবচেয়ে বেশি নেওয়া হবে শিক্ষা ক্যাডারে। এই ক্যাডারে ৯১৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে বিসিএস শিক্ষায় প্রভাষক ৯০৫ জন, কারিগরি শিক্ষা বিভাগে প্রভাষক ১০ জন নেওয়া হবে। শিক্ষার পরে বেশি নিয়োগ হবে প্রশাসন ক্যাডারে। প্রশাসনে ৩২৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

পরিশিষ্ট-১

১৯৭২–২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কার্যকাল	
				হইতে	পর্যন্ত
১.	জনাব ড. এ কিউ এম বজলুল করিম (১ম কমিশন)	অধ্যাপক মৃত্তিকাবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১৫.০৫.৭২	১৫.১২.৭৭
২.	জনাব মহিউদ্দীন আহম্মেদ (২য় কমিশন)	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	-	১৫.০৫.৭২	১৪.১২.৭৭

একীভূত কমিশন (২২-১২-১৯৭৭)

৩.	জনাব এম, মঈদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জীবন বীমা করপোরেশন	-	২২.১২.৭৭	২১.১২.৮২
৪.	জনাব ফয়েজ উদ্দীন আহম্মেদ	সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	২২.১২.৮২	৩১.০৫.৮৬
৫.	এস,এম, আল-হোসায়নী	(সচিব পদমর্যাদায়) সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন/ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	০১.০৬.৮৬	০১.০৫.৯১
৬.	জনাব কে এম রহমান (সাময়িক)	-	-	০১.০৬.৯১	১৩.০৯.৯১
৭.	প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	১৪.০৯.৯১	৩১.০১.৯৩
৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা	-	০১.০২.৯৩	০৬.০৩.৯৩
৯.	প্রফেসর ড. এস,এম,এ, ফায়েজ	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	০৭.০৩.৯৩	০৫.০৩.৯৮
১০.	প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী	অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এ. পিএইচডি	২৫.০৩.৯৮	২৩.০১.০২
১১.	অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেছা তাহ্মিদা বেগম	অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচডি	০৯.০৫.০২	০৮.০৫.০৭
১২.	ড. সা'দত হুসাইন	মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	এম.এ. পিএইচডি	০৯.০৫.০৭	২৩.১১.১১
১৩.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	এম.বি.এ	২৭.১১.১১	২০.১২.১৩
১৪.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের অতিরিক্ত সচিব	এম.এ.	২৪.১২.১৩	১৩.০৪.১৬
১৫.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক শিক্ষা সচিব	এম.এ. পিএইচডি	০২.০৫.১৬	১৮.০৯.২০২০
১৬.	জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	এম.এ.	২১.০৯.২০২০	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১(ক)

১৯৭২-২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
১.	জনাব আলীম দাদ খান (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	০১.১১.৭৪
২.	জনাব আওলাদ হোসেন (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৩.	জনাব শ্রী শিব প্রসন্ন লাহিড়ী (১ম কমিশন)	-	২৬.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৪.	ডাঃ শেখ মুহাম্মদ মোবারক হোসেন (১ম কমিশন)	-	২৩.০৪.১৯৭৩	০৮.০৬.৭৬
৫.	জনাব এ, বি, এম, মোকসেদ আলী (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৬.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৭.	জনাব আদেল উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৮.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
৯.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান (১ম কমিশন)	-	০৭.০৮.১৯৭৫	২১.১২.৭৭
১০.	ড. শাফিয়া খাতুন (১ম কমিশন)	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.৭৭
১১.	জনাব মোহম্মদ আনোয়ারুজ্জামান (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	১৯.১১.৭৬
১২.	জনাব বজলুর রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	২৯.০২.৭৬
১৩.	জনাব একরামুল কবীর (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	৩০.১০.৭৪
১৪.	জনাব জোয়াদুর রহিম জাহিদ (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	১৫.১২.৭৭
১৫.	শ্রী সন্তোষ ভূষণ দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	১৫.১২.৭৭
১৬.	বেগম মাহমুদা রহমান (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	১৫.১২.৭৭
১৭.	শ্রী বিপিন বিহারী দাশ (২য় কমিশন)	-	১৫.০৫.৭২	২১.১২.৭৭
১৮.	জনাব একরামুল হক (২য় কমিশন)	-	২৩.১১.৭৪	২১.১২.৭৭
১৯.	জনাব এম, এ, আউয়াল (২য় কমিশন)	-	০৭.০৭.৭৫	২১.১২.৭৭
২০.	জনাব আজহারুল ইসলাম (২য় কমিশন)	-	১৭.০৭.৭৫	২১.১২.৭৭

একীভূত কমিশন (২২-১২-১৯৭৭)

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হইতে	পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫
২১.	জনাব এ,বি,এম, মোকসেদ আলী	-	২২.১২.৭৭	১৩.১১.৭৮
২২.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী	-	২২.১২.৭৭	০৩.১২.৭৮
২৩.	জনাব একরামুল হক	-	২২.১২.৭৭	৩০.০৪.৭৯
২৪.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ	-	২২.১২.৭৭	১৭.০৯.৮১
২৫.	জনাব এম, এ, আউয়াল	-	২২.১২.৭৭	০৬.০৭.৮০
২৬.	জনাব আজহারুল ইসলাম	-	২২.১২.৭৭	১৬.০৭.৮০
২৭.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান	-	২২.১২.৭৭	০৭.০৮.৮০
২৮.	ড. শাফিয়া খাতুন	-	২২.১২.৭৭	০৩.০৫.৮২
২৯.	বেগম মাহমুদা রহমান	-	২২.১২.৭৭	২১.১২.৮২
৩০.	জনাব জয় গোবিন্দ ভৌমিক	-	২২.১২.৭৭	৩১.১০.৮১
৩১.	বেগম আজিজুন নেছা	-	২২.১২.৭৭	০১.০৭.৮২
৩২.	ড. আবদুল বাতেন খান	সদস্য, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন	০৪.০৯.৮১	০৩.০৯.৮৬
৩৩.	জনাব এ,এইচ, নূরুল ইসলাম	-	৩১.১০.৮১	২৬.০১.৮২
৩৪.	জনাব এম, নুরুস সাফা	ভাইস প্রিন্সিপাল, বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ	০১.০৩.৮২	০১.০৩.৮৭
৩৫.	ডাঃ এম, আকরাম হোসেন	প্রফেসর, সার্জারী বিভাগ, সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	০১.০৩.৮২	১৫.০৬.৮২
৩৬.	জনাব সলিম উদ্দিন আহম্মদ	যুগ্মসচিব (অবঃ) সংস্থাপন বিভাগ	০৮.০৩.৮২	৩১.১২.৮৩
৩৭.	জনাব শামসুল হক	-	০৬.০৫.৮২	৩১.১২.৮৪
৩৮.	ডাঃ আবুল কাশেম	প্রফেসর, এনাটমী বিভাগ	১৫.০৭.৮৩	২৮.০১.৮৫
৩৯.	ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	১৯.১২.৮৪	৩১.০৩.৮৮
৪০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	-	১৯.১২.৮৪	১৮.১২.৮৯
৪১.	প্রফেসর ড. শাফিয়া খাতুন	সহযোগী অধ্যাপক শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০২.৮৫	০৯.০২.৯০
৪২.	প্রফেসর এম, এ, হালিম	অতিরিক্ত সচিব	১০.০২.৮৫	০৬.০৮.৮৫

১	২	৩	৪	৫
৪৩.	জনাব বদরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী	প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১৮.০৪.৮৫	১৭.০৪.৯০
৪৪.	প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন	পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন ও হাসপাতাল	১৫.১২.৮৫	১৪.১২.৯০
৪৫.	লেঃ কর্নেল (অবঃ) খন্দকার মাহবুবুর রহমান	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১৪.০৯.৮৬	১৩.০৯.৯১
৪৬.	জনাব মোঃ আবদুল হাই	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	০৮.০৪.৮৭	১৩.০৪.৮৯
৪৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আবদুর রকিব	অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.৮৮	৩১.০৭.৯২
৪৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী	কমিশনার ঢাকা বিভাগ	০৩.০৭.৮৯	৩০.০৬.৯৪
৪৯.	প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান	-	০১.০৪.৯০	৩১.১২.৯৩
৫০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	ব্রিগেডিয়ার (অবঃ)	০৭.০৮.৯০	৩১.১২.৯৪
৫১.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	২০.০৩.৯১	৩০.০৯.৯৫
৫২.	ডাঃ এ,এইচ,এম, আবদুর রহমান	মহাপরিচালক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩১.০৩.৯১	০৪.০২.৯২
৫৩.	জনাব এ, এম, আব্দুল মান্নান ভূইয়া	যুগ্ম-সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০.১২.৯১	৩০.১১.৯৫
৫৪.	প্রফেসর ডাঃ এ,জে,এম, মিজানুর রহমান	পরিচালক, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	২১.০৯.৯২	৩০.০৬.৯৬
৫৫.	প্রফেসর জেরিনা জামান	অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০২.৯৪	১৮.০২.৯৯
৫৬.	জনাব মুহম্মদ আবদুর রকিব	অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৮.৯৪	০৪.০৫.৯৯
৫৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আযহার উদ-দীন	প্রো-ভিসি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫.০৮.৯৪	২৫.০৮.৯৯
৫৮.	বেগম খোদেজা আযম	অতিরিক্ত সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৬.০২.৯৫	০৩.০২.২০০০
৫৯.	জনাব সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	৩১.১২.৯৫	১৩.০২.৯৯
৬০.	জনাব জিয়াউল হক কুতুব উদ্দিন	কমিশনার, ঢাকা	৩১.১২.৯৫	০১.১২.৯৯
৬১.	প্রফেসর কাজী মশিউর রহমান	অধ্যাপক (আইপিজি এম এন্ড আর) মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ	০৪.০৩.৯৭	২৬.০২.৯৯

১	২	৩	৪	৫
৬২.	জনাব অরুন কান্তি অধিকারী	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	০৪.০৩.৯৭	০২.০৩.০২
৬৩.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খান	প্রধান প্রকৌশলী যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	০৪.০৩.৯৭	০৬.০১.০২
৬৪.	প্রফেসর মুজিবুর রহমান বিশ্বাস	অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.৯৭	৩০.১০.০১
৬৫.	প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.৯৭	২২.০৫.০২
৬৬.	জনাব এস,এম, আফাজ উদ্দিন	অতিরিক্ত সচিব (অবঃ)	১৯.০৪.৯৯	০৪.০১.২০০০
৬৭.	প্রফেসর মোহাম্মদ মোহাব্বত খান	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯.০৪.৯৯	১৮.০৪.০৪
৬৮.	জনাব আবদুল লতিফ সিকদার	-	১৯.০৪.৯৯	৩১.০৮.৯৯
৬৯.	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	-	২১.০৯.৯৯	১৩.১০.০৩
৭০.	প্রফেসর মোঃ সোহরাব আলী	প্রফেসর, বায়োকেমিস্ট্রি, বিএসএমএমইউ	২১.০৯.৯৯	২০.০৯.০৪
৭১.	প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা	-	১৪.০২.২০০০	১৫.০৫.০৫
৭২.	কাজী গোলাম রসুল	-	২৯.০২.২০০০	৩০.১২.০৩
৭৩.	প্রফেসর হামিদা বানু	-	২৯.১০.২০০০	২১.০১.০২
৭৪.	জনাব মোঃ ইয়াহিয়া মোল্লা	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ	২৮.০২.২০০১	২৭.০২.০৬
৭৫.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০১.১২.২০০১	৩০.১১.০৬
৭৬.	প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০১.২০০২	০৮.০৬.০৫
৭৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	প্রফেসর, শিশু বিভাগ	২৩.০৫.২০০২	২৯.০১.০৪
৭৮.	প্রফেসর মোঃ মাহফুজুর রহমান	-	১০.০৯.২০০২	০২.০৪.০৭
৭৯.	জনাব মোঃ আবদুর রউফ	-	০৪.০৩.২০০৩	০৩.০৩.০৮
৮০.	জনাব লতিফুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০২.২০০৪	পদত্যাগ
৮১.	কর্ণেল (অনাঃ) প্রফেসর ডাঃ মাহমুদুর রহমান	পরিচালক, নিপসম	২৫.০৪.২০০৪	২৪.০৪.০৯
৮২.	অধ্যাপক মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৫.২০০৪	পদত্যাগ
৮৩.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১৪.১০.২০০৪	২৯.০১.০৭
৮৪.	জনাব মুহাম্মদ আশরাফ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	৩১.১০.২০০৪	৩০.১০.০৯

১	২	৩	৪	৫
৮৫.	প্রফেসর কে,এ,এম শাহাদত হোসেন মন্ডল	অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৬.২০০৫	পদত্যাগ
৮৬.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক	চেয়ারম্যান শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল	০৬.০৩.২০০৬	পদত্যাগ
৮৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক	অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৭.১০.২০০৬	পদত্যাগ
৮৮.	জনাব মোঃ নুরুন নবী	সরকারের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব	২১.০৬.২০০৭	১০.০১.১২
৮৯.	প্রফেসর সুরাইয়া বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২১.০৬.২০০৭	২০.০৬.১২
৯০.	মির্জা সামসুজ্জামান	সাবেক রাষ্ট্রদূত	০৮.০৭.২০০৭	৩১.১২.১১
৯১.	জনাব এ ওয়াই এম মোশাররফ হোসেন	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০৮.০৭.২০০৭	৩০.০৬.১০
৯২.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবিদুর রেজা খান (অবঃ), পিএসসি	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ)	১২.০৭.২০০৭	১১.০৭.১২
৯৩.	জনাব এহসান শামীম, এনডিসি	সরকারের সাবেক সচিব	১৩.০৩.২০০৮	১২.০৩.১৩
৯৪.	অধ্যাপক রাশিদা বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২৩.০৩.২০০৯	২২.০৩.২০১৪
৯৫.	জনাব মোহাম্মদ হোসেন সেরনিয়াবাত	সরকারের সাবেক সচিব	০৯.০৪.২০০৯	১৬.০৯.১২
৯৬.	প্রফেসর ড. এমরান কবির চৌধুরী	অধ্যাপক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫.০৪.২০০৯	১৪.০৪.২০১৪
৯৭.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক	২৩.০৬.২০০৯	২৪.১১.২০১১
৯৮.	সৈয়দ হাসিনুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৭.০৭.২০১৪
৯৯.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৩.১২.১৩
১০০.	অধ্যাপক ডাঃ ফরিদা আদিব খানম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৯.০৭.২০০৯	০১.০১.২০১৪
১০১.	জনাব মুহম্মদ লিয়াকত আলী খান, এনডিসি	সাবেক কারা মহাপরিদর্শক	৩০.১২.২০০৯	২৯.১২.২০১৪
১০২.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী খান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৬.০৯.২০১০	১৫.০৯.২০১৫
১০৩.	কাজী নাসিরুল ইসলাম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৭.১১.২০১১	০৭.০১.২০১৩

১	২	৩	৪	৫
১০৪.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম তালুকদার	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	১৫.০৩.২০১২	১১.০৬.২০১৪
১০৫.	জনাব মোঃ জহুরুল আলম *এনডিসি*	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৩.২০১২	১৪.০৩.২০১৭
১০৬.	অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	সাবেক ভিসি ও অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০২.০৮.২০১২	০১.০৮.২০১৭
১০৭.	অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন তরফদার	অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৯.২০১২	৩০.০৩.২০১৫
১০৮.	সমর চন্দ্র পাল	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	৩০.১২.২০১৭
১০৯.	কামরুন নেসা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	২৮.০২.২০১৮
১১০.	অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম	সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০৫.২০১৩	১৯.০৫.২০১৮
১১১.	অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার	প্রফেসর লোক প্রশাসন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.২০১৪	২০.০৯.২০১৭
১১২.	জনাব মাইন উদ্দিন খন্দকার	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০৪.২০১৪	২৫.১১.২০১৪
১১৩.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক সচিব	০৩.১১.২০১৪	২৫.০৪.২০১৬
১১৪.	জনাব ফণী ভূষণ চৌধুরী	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.১১.২০১৪	২৬.০৩.২০১৬
১১৫.	জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	১০.০৮.২০১৯
১১৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
১১৭.	প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ	প্রফেসর ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
১১৮.	অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	অধ্যাপক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	০৪.০৫.২০১৫	০৩.০৫.২০২০
১১৯.	শেখ আলতাফ আলী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৮.১১.২০১৫	১৭.১১.২০২০
১২০.	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৭.০২.২০১৬	০২.০১.২০২০
১২১.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	সাবেক মহাপরিচালক, র‍্যাব (অতিরিক্ত আইজিপি, গ্রেড-১)	১৬.০৫.২০১৬	৩১.১২.২০১৯

১	২	৩	৪	৫
১২২.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা	সরকারের সাবেক সচিব	২৩.০৮.২০১৭	বর্তমান
১২৩.	নূরজাহান বেগম *এনডিসি*	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
১২৪.	কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	বর্তমান
১২৫.	অধ্যাপক মোঃ হামিদুল হক	মহাপরিচালক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৮.০৩.২০১৮	বর্তমান
১২৬.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৮.০৫.২০১৮	বর্তমান
১২৭.	জনাব আবদুল মান্নান	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.০৬.২০১৮	বর্তমান
১২৮.	অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম	অধ্যাপক কৃষি রসায়ন বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬.০৭.২০১৮	বর্তমান
১২৯.	জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৫.০৯.২০১৯	বর্তমান
১৩০.	জনাব ফয়েজ আহম্মদ	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
১৩১.	জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা *বিপিএম, পিপিএম*	সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক	০৭.০১.২০২০	বর্তমান
১৩২.	জনাব ও. এন. সিদ্দিকা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৭.০২.২০২০	বর্তমান
১৩৩.	জনাব মোঃ শামীম আহসান	সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত	০৪.১০.২০২০	বর্তমান

পরিশিষ্ট-১(খ)

২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুন	সচিব	০৭.০৬.২০২০	বর্তমান	-
২.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সচিব	২৩.১০.২০১৯	১০.০৬.২০২০	-
৩.	বেগম শামিমা ইয়াসমিন	অতিরিক্ত সচিব	০৯.০৬.২০১৯	০৮.০৩.২০২০	-
৪.	জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন	অতিরিক্ত সচিব	১৯.০৫.২০২০	০৪.১০.২০২০	-
৫.	জনাব এ.কে.এম. নুরুন্নবী কবির	অতিরিক্ত সচিব	০৬.১০.২০২০	বর্তমান	-
৬.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) (যুগ্ম সচিব)	২৪.০২.২০১৯	বর্তমান	প্রেষণে
৭.	জনাব আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)	০২.০৪.২০১২	১১.০৮.২০২০	
৮.	জনাব নূর আহ্‌মদ	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) (যুগ্মসচিব)	২০.০৯.২০২০	বর্তমান	প্রেষণে
৯.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২১.০৯.২০২০	বর্তমান	প্রেষণে
১০.	জনাব মোঃ রাজা মিয়া	পরিচালক (উপসচিব)	০৬.০২.২০১৯	বর্তমান	প্রেষণে
১১.	জনাব মোঃ শাহ আলম	উপসচিব (অর্থ ও সেবা)	০৫.০৬.২০১৬	২৬.০৮.২০২০	প্রেষণে
১২.	জনাব মোঃ আইয়ুব আলী	উপসচিব (বাজেট ও উন্নয়ন)	২১.০৮.২০১৬	০৯.১১.২০২০	প্রেষণে
১৩.	জনাব সুব্রত কুমার দে	উপসচিব (প্রশাসন)	০৬.০৮.২০১৭	বর্তমান	প্রেষণে
১৪.	ড. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম	চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (উপসচিব)	২৪.০৪.২০১৭	বর্তমান	প্রেষণে
১৫.	লুলু বিলকিস বানু	উপসচিব (আইন)	১৬.০৫.২০১৭	বর্তমান	প্রেষণে
১৬.	বেগম ফরিদা সুলতানা	পরিচালক (উপসচিব)	২২.০৩.২০১৮	বর্তমান	প্রেষণে
১৭.	বেগম হাছিনা আক্তার	পরিচালক (উপসচিব)	২২.০৩.২০১৮	বর্তমান	প্রেষণে
১৮.	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান খাঁন	উপসচিব (অর্থ ও সেবা)	১৬.০৮.২০২০	বর্তমান	প্রেষণে
১৯.	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	উপসচিব (বাজেট ও উন্নয়ন)	০৫.১১.২০২০	বর্তমান	প্রেষণে
২০.	জনাব মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম	পরিচালক (উপসচিব)	০৬.০২.২০১৯	বর্তমান	প্রেষণে
২১.	জনাব মোঃ আনোয়ার ইমাম	পরিচালক (উপসচিব)	১৪.০৩.২০১৯	২২.০৬.২০২০	প্রেষণে
২২.	বেগম সামসুন নাহার সুমি	পরিচালক (উপসচিব)	১৭.১২.২০১৮	বর্তমান	প্রেষণে
২৩.	জনাব মোঃ মাহিদুর রহমান	পরিচালক (উপসচিব)	০৫.০৮.২০২০	বর্তমান	প্রেষণে

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৪.	জনাব জি.এম.মোস্তফা	সিস্টেম এনালিস্ট	২৫.০৩.২০০৩	বর্তমান	-
২৫.	জনাব বিবেকানন্দ বিশ্বাস	পরিচালক	০৬.০৬.২০০৫	বর্তমান	-
২৬.	ড. নাছিমা আক্তার	পরিচালক	২৩.১০.২০০৮	১৫.০১.২০২০	-
২৭.	জনাব আবদুল্লাহ-আল-মামুন	পরিচালক	২৩.১০.২০০৮	বর্তমান	-
২৮.	জনাব মোঃ মহসিন আলম	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৯.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৩০.	বেগম দিলাওয়েজ দুরদানা	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৩১.	বেগম মাসুমা আফরীন	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৩২.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৩৩.	জনাব মোঃ নেয়ামত উল্যাহ	পরিচালক	১৬.০২.২০১৪	বর্তমান	-
৩৪.	জনাব পান্নু চন্দ্র দে	পরিচালক	১৭.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৩৫.	জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান সরকার	পরিচালক	১৭.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৩৬.	জনাব জন কেনেডি জাম্বিল	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৫.০৭.২০১৯	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয় [প্রেষণে]
৩৭.	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৭.০৯.২০২০	বর্তমান	প্রেষণে
৩৮.	জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন তালুকদার	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১১.০২.২০২০	বর্তমান	প্রেষণে
৩৯.	জনাব এ.এস.এম. মাঈন উদ্দিন	সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৬.০৩.২০২০	বর্তমান	প্রেষণে
৪০.	জনাব জামিলা শবনম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৯.১২.২০১৯	বর্তমান	প্রেষণে
৪১.	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	প্রোগ্রামার	০৮.১২.২০০৫	বর্তমান	-
৪২.	জনাব কাজী তোফায়েল আহাম্মদ	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৪৩.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৪.	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৪৫.	জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
৪৬.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	বর্তমান	-
৪৭.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৮.	বেগম উম্মে খায়ের কুলসুম	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(6)
৪৯.	জনাব মোঃ আনোয়ার পারভেজ	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৬.০২.২০১৪	বর্তমান	-
৫০.	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	প্রোগ্রামার	০২.০৩.২০১৪	বর্তমান	-
৫১.	জনাব মুহম্মদ লুৎফর রহমান	উপপরিচালক	২৩.১২.২০১৫	বর্তমান	-
৫২.	জনাব মুহম্মদ ফজলুল হক	উপপরিচালক	২৩.১২.২০১৫	বর্তমান	-
৫৩.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	উপপরিচালক	২৪.১২.২০১৫	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৪.	জনাব মোঃ শাহ আলম মিঞা	উপপরিচালক	২৩.১২.২০১৫	বর্তমান	-
৫৫.	বেগম উম্মে আছমা আয়শা	উপপরিচালক	১৭.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৫৬.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৭.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৫৭.	জনাব মোঃ শফিউল্লাহ্	উপপরিচালক	১৭.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৫৮.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	উপপরিচালক	৩১.০৫.২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৯.	জনাব এস.এম. ইসরাফিল হোসেন	উপপরিচালক	৩১.০৫.২০১৮	বর্তমান	-
৬০.	জনাব ইসরাত শারমীন	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১৭	বর্তমান	প্রেষণে
৬১.	জনাব তৃপ্তি কণা বসু	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১১.১১.২০২০	বর্তমান	৬০ নম্বর ক্রমিকে উল্লিখিত কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে থাকায় জনাব তৃপ্তি কণা বসু দায়িত্ব পালন করছেন।
৬২.	বেগম হেলেনা বেগম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৩.	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৪.	জনাব মেছবাহ-উল-আলম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৬৫.	বেগম আফরোজা তানজিন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৬.	জনাব শোভন সমদ্দার	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৭.	জনাব মোঃ মোখলেছ মোহসিন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬৮.	জনাব রফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৬৯.	জনাব এস,এস,এম, গিয়াস উদ্দীন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭০.	বেগম পাপিয়া সুলতানা	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭১.	জনাব এম, এ মান্নান	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭২.	বেগম রুমা খানম	গবেষণা কর্মকর্তা	০৭.০৭.২০১৩	বর্তমান	-
৭৩.	জনাব কৌশিক দেবনাথ	সহকারী প্রোগ্রামার	২৭.০৫.২০১৪	বর্তমান	-
৭৪.	জনাব মোঃ আবু জাফর	সহকারী পরিচালক	১৮.১১.২০১৪	বর্তমান	-
৭৫.	জনাব সেখ শরীফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	২২.০২.২০১৫	বর্তমান	-
৭৬.	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	সহকারী পরিচালক	০৯.০৮.২০১৫	বর্তমান	প্রেষণে
৭৭.	জনাব মোঃ আজিজুল হক	সহকারী পরিচালক	০৮.০৩.২০১৭	বর্তমান	প্রেষণে
৭৮.	বেগম শামসুন নাহার	সহকারী পরিচালক	১২.০৩.২০১৭	বর্তমান	প্রেষণে

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৭৯.	জনাব শ্যাম চরন প্রামানিক	সহকারী পরিচালক	০২.০২.২০১৬	বর্তমান	-
৮০.	জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান	সহকারী পরিচালক	০২.০২.২০১৬	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৮১.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী পরিচালক	০২.০২.২০১৬	বর্তমান	-
৮২.	জনাব মোঃ শামসুল হুদা	সহকারী সচিব	০২.০২.২০১৬	বর্তমান	-
৮৩.	জনাব মোঃ ফেরদৌস আলম	সহকারী পরিচালক	০১.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৮৪.	জনাব মোঃ ইসলাম শাহ	সহকারী পরিচালক	০১.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৮৫.	জনাব মোঃ শওকত সেলিম	সহকারী পরিচালক	২৬.০৭.২০১৭	বর্তমান	-
৮৬.	জনাব ছন্দা রায়	সহকারী পরিচালক	০১.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৮৭.	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৬.০৮.২০১৭	বর্তমান	প্রেষণে
৮৮.	জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০৩.০৬.২০১৮	বর্তমান	-
৮৯.	জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার	সহকারী পরিচালক	০৯.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৯০.	জনাব মোঃ ওসমান গনি	সহকারী পরিচালক	০৯.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৯১.	জনাব মোঃ মনজুরুল হক	সহকারী পরিচালক	০৬.০৯.২০১৮	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
৯২.	জনাব মামুন-আল-হাসান	সহকারী পরিচালক	০৬.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
৯৩.	জনাব মোহাম্মদ ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ ফরহাদ	সহকারী পরিচালক	০৬.০৯.২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৪.	বেগম নাসরিন সুলতানা	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০১৮	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৫.	জনাব জি.এম. সাইফুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০১৮	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৬.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০১৮	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৭.	বেগম নাসরিন জাহান	সহকারী পরিচালক	৩০.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
৯৮.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	সহকারী পরিচালক	০৪.০৪.২০১৯	বর্তমান	-
৯৯.	জনাব ইরতিজা খান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.০৯.২০১৯	বর্তমান	-
১০০.	জনাব রক্তিম চন্দ্র সরকার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.১০.২০১৯	বর্তমান	-
১০১.	জনাব এস.কে. সালেহ আহমেদ	সহকারী প্রোগ্রামার	০৭.১১.২০১৯	বর্তমান	-
১০২.	জনাব মোঃ আলমাসুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৮.০১.২০২০	বর্তমান	-
১০৩.	জনাব সাহিদা খাতুন	লাইব্রেরিয়ান	০৮.০১.২০২০	বর্তমান	-
১০৪.	জনাব শেখ মাহফুজুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৩.০২.২০২০	বর্তমান	-
১০৫.	জনাব মোঃ জহুরুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার	০১.০৯.২০২০	বর্তমান	-
১০৬.	জনাব অচিন্ত্য কুমার	সহকারী প্রোগ্রামার	০১.০৯.২০২০	বর্তমান	-
১০৭.	মুহাম্মদ কামরুল হুদা হাজারী	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (চঃ দাঃ)	২৯.০৯.২০১৪	বর্তমান	

পরিশিষ্ট-১(গ)

২০২০ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	জনাব মোঃ সৈয়দ ফজলুল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
২.	জনাব মোঃ রকিবুর রহমান মিনা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
৩.	জনাব মোঃ তৈমুর বাদশাহ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	২০.১০.২০২০	-
৪.	বেগম শাহানারা বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
৫.	জনাব মোঃ ছাদেক হোসেন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
৬.	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৯.০১.২০০৯	বর্তমান	-
৭.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৯.০২.২০০৯	বর্তমান	-
৮.	জনাব নিখিল চন্দ্র রায়	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০৪.২০১০	বর্তমান	-
৯.	জনাব মোঃ খায়রুল বাশার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০৪.২০১০	০৩.০৪.২০২০	-
১০.	জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০৪.২০১০	বর্তমান	-
১১.	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম আকন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৯.০৭.২০১০	বর্তমান	-
১২.	বেগম সেতারা-ই-জামিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১৩.	জনাব এস,এম আলমগীর কবির	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১৪.	মোছাঃ মনোয়ারা বেগম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১৫.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১৬.	মোছাঃ নাজমা বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০.০৯.২০১০	বর্তমান	-
১৭.	জনাব সুখ রঞ্জন মিত্র	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১০.২০১০	বর্তমান	-
১৮.	জনাব মোঃ শাহ আলম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৮.১২.২০১০	বর্তমান	-
১৯.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪.০৬.২০১০	বর্তমান	-
২০.	জনাব কেফাতুল্লাহ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
২১.	জনাব মহানন্দ বর্ম্মন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
২২.	জনাব মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
২৩.	জনাব মোহাম্মদ কবীর হোসেন	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	২০.১২.২০১১	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৪.	জনাব মোঃ আবুল খায়ের পাটওয়ারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
২৫.	জনাব মোঃ গোলাম হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৬.	জনাব বিপুল চন্দ্র হালদার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
২৭.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১.১২.২০১২	বর্তমান	-
২৮.	জনাব রাবেয়া বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫.০৪.২০১৩	বর্তমান	-
২৯.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.০৪.২০১৩	বর্তমান	-
৩০.	বেগম শারমিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১২.২০১৩	বর্তমান	-
৩১.	বেগম মোসলেমা খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১২.২০১৩	বর্তমান	-
৩২.	মোছাঃ বুলবুলি খাতুন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩.০১.২০১৩	বর্তমান	-
৩৩.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৪.০১.২০১৩	বর্তমান	-
৩৪.	বেগম রোকসানা আক্তার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩.০১.২০১৩	বর্তমান	-
৩৫.	বেগম ইসমত আরা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০৭.২০১৪	বর্তমান	-
৩৬.	বেগম পারভিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
৩৭.	জনাব জুয়েল আহম্মেদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
৩৮.	বেগম শাহানারা খানম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
৩৯.	জনাব মোঃ শাহিনুর আলম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
৪০.	বেগম তাছলিমা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.১০.২০১৪	বর্তমান	-
৪১.	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.১০.২০১৪	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৪২.	জনাব নির্মল চন্দ্র রায়	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৩.	জনাব মোঃ আব্দুল হাই সরকার	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৪.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৫.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৬.	জনাব মোহাম্মদ কবীর	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৪৭.	জনাব মোঃ আবু তাহের	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০২.২০১৫	বর্তমান	-
৪৮.	জনাব কুদরতী নাসির উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০২.২০১৫	বর্তমান	-
৪৯.	জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৫০.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৫১.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৫২.	জনাব পল্লব কুমার সেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.০১.২০১৬	বর্তমান	-
৫৩.	জনাব মোজাম্মেল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.০১.২০১৬	বর্তমান	-
৫৪.	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৫৫.	জনাব আলমগীর হোসেন মল্লিক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৫৬.	জনাব মোসলেম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৫৭.	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৫৮.	জনাব মোঃ নজমুল হুদা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৯.	জনাব এনামুল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৬০.	জনাব মোঃ দুলাল মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬১.	বেগম শামীমা নাসরিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬২.	বেগম শাহানাজ পারভীন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬৩.	জনাব মোঃ ইব্রাহীম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬৪.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬৫.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৬৬.	জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২.০৩.২০১৭	বর্তমান	-
৬৭.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৬৮.	জনাব এস.এম. মোস্তাক আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০২.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৬৯.	জনাব হাবিবুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৮.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৭০.	জনাব পরীক্ষিত মধু	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৭১.	জনাব বদিরুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৪.০৮.২০১৭	বর্তমান	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৭২.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
৭৩.	জনাব মোঃ আবদুল করীম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৭৪.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	-
৭৫.	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৭৬.	বেগম লাবনী খান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৪.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৭৭.	জনাব মঞ্জুরুল আহসান	প্রশাসনিক কর্মকতা	১৭.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
৭৮.	জনাব মোঃ আবু হাসনাত	প্রশাসনিক কর্মকতা	২৪.০২.২০১৯	বর্তমান	-
৭৯.	জনাব মোঃ আবুল কালাম	প্রশাসনিক কর্মকতা	৩০.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৮০.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	প্রশাসনিক কর্মকতা	৩০.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৮১.	মনিরা মুর্শেদ	প্রশাসনিক কর্মকতা	৩০.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৮২.	জনাব মুক্তারুন নেছা	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১৫.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮৩.	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১৭.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮৪.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৫.১০.২০১৯	বর্তমান	-
৮৫.	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০২০	বর্তমান	-
৮৬.	জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৪.০৮.২০২০	বর্তমান	-

পরিশিষ্ট-১(ঘ)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাগণের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ

(চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
	সাংবিধানিক পদ				
১.	চেয়ারম্যান	১	১	০	সাংবিধানিক পদ
২.	সদস্য	১৪	১২	২	সাংবিধানিক পদ
	মোট	১৫	১৩	২	
	প্রথম শ্রেণি				
১.	সচিব	১	১	০	কর্মরত
২.	যুগ্মসচিব	২	১	১	১ জন অতিরিক্ত সচিব কর্মরত
৩.	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	২	২	০	১ জন নিয়মিত এবং ১ জন যুগ্মসচিব প্রেষণে কর্মরত
৪.	উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	৪	০	৪	পদ নতুনভাবে সৃজন করা হয়েছে
৫.	প্রধান মনোবিজ্ঞানী	১	০	১	-
৬.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১	০	১	-
৭.	আইন উপদেষ্টা	১	১	০	-
৮.	পরিচালক	১৯	১৬	৩	৬ জন প্রেষণে এবং ১০ জন নিয়মিত কর্মরত
৯.	উপসচিব	৪	৪	০	প্রেষণে কর্মরত [প্রেষণ পদ]
১০.	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	০	-
১১.	উপপরিচালক	৩০	৩০	০	৪ জন প্রেষণে এবং ২৬ জন নিয়মিত কর্মরত
১২.	একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২	২	০	-
১৩.	মনোবিজ্ঞানী	২	০	২	-
১৪.	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	০	-
১৫.	প্রোগ্রামার	২	২	০	-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৬.	আইন কর্মকর্তা	১	০	১	-
১৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	৪	৪	০	-
১৮.	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১	১	০	-
১৯.	সহকারী সচিব	৩	১	২	২টি পদ নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২০.	সহকারী সচিব (প্রেষণ)	৩	০	৩	-
২১.	সহকারী পরিচালক	৪৪	২৩	১৯+২=২১	১৯ জন নিয়মিত ও ৪ জন প্রেষণে রয়েছে, ২টি পদ সংরক্ষিত, ৩টি পদের পদোন্নতি ও ৬টি পদের সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২২.	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	১	০	চলতি দায়িত্বে ২য় শ্রেণির ১জন কর্মরত।
২৩.	জনসংযোগ কর্মকর্তা	১	১	০	প্রেষণে কর্মরত
২৪.	জুনিয়র মনোবিজ্ঞানী	২	০	২	-
২৫.	গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	০	-
২৬.	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১	১	০	-
২৭.	গ্রন্থাগারিক	১	১	০	-
		১৩৬	৯৫	৪১	-
		দ্বিতীয় শ্রেণি			
১.	জুনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা	১	১	০	-
২.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	১	০	১	-
৩.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫৭	৫৫	২	২টি সরাসরি ও ১টি সংরক্ষিত পদ রয়েছে।
৪.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৪৬	৩৪	১২	১০টি সরাসরি ও ২টি সংরক্ষিত পদ রয়েছে।
৫.	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৮	৮	০	
	মোট	১১৩	৯৮	১৫	

পরিশিষ্ট-১(ঙ)

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ও কমিশন সচিবালয়ের কর্মচারীদের পদওয়ারি মঞ্জুরিকৃত, পূরণকৃত এবং শূন্য পদের বিবরণ
(চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়সহ)

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
তৃতীয় শ্রেণি					
১.	কোষাধ্যক্ষ	১	০	১	-
২.	কম্পিউটার অপারেটর	২	০	২	-
৩.	ক্যাটালগার	২	২	০	-
৪.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	৪০	১৭	২৩	-
৫.	গুদামরক্ষক	১	০	১	-
৬.	কেয়ারটেকার	২	০	২	-
৭.	প্রশিক্ষণ সহকারী	১	১	০	-
৮.	অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	০	-
৯.	হিসাব সহকারী	৭	৪	৩	-
১০.	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৬৫	৩৭	২৮	-
১১.	কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২৩	২১	২	-
১২.	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৩	১	২	-
১৩.	অভ্যর্থনাকারী	২	২	০	-
১৪.	টেলিফোন অপারেটর	২	২	০	-
১৫.	অডিও ভিজ্যুয়াল ইকুইপমেন্ট অপারেটর	১	১	০	-
১৬.	সহকারী অফসেট মেশিন অপারেটর	১	১	০	-
১৭.	প্লেট মেকার	১	১	০	-
১৮.	কাটিং মেশিন অপারেটর কাম-বাইন্ডার	১	১	০	-
১৯.	স্টিচিং মেশিনম্যান কাম-বাইন্ডার	১	১	০	-
২০.	গাড়ীচালক	২৬	২৪	২	-
	গাড়ীচালক (আউট সোর্সিং)	৫	৫	০	-
২১.	ইলেকট্রিশিয়ান	১	০	১	-
২২.	লিফটম্যান (আউট সোর্সিং)	২	২	০	
২৩.	ক্যাশ সরকার	১	১	০	-
২৪.	ডেসপাচ রাইডার	৪	৪	০	-
২৫.	ফটোকপি অপারেটর (ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর)	২	২	০	-
২৬.	দপ্তরি	৪	৪	০	-
	সর্বমোট	(১৯৫+আউট সোর্সিং-৭) = ২০২	(১২৮+আউট সোর্সিং-৭)= ১৩৫	৬৭	-

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
চতুর্থ শ্রেণি					
১.	অফিস সহায়ক	১০৭	৬৫	৪২	-
		১৫	১৫	০	রাজস্ব খাতের ১৫টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে
	অফিস সহায়ক (আউটসোর্সিং)	১৫	১৫	০	-
২.	নিরাপত্তা প্রহরী (দারোয়ান-৫, নৈশ প্রহরী-৯)	১৪	১২	০২	-
	নিরাপত্তা প্রহরী (আউটসোর্সিং)	৫	৫	০	-
৩.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (ঝাড়ুদার)	৫	৫	০	
		১	১	০	রাজস্ব খাতের ১টি পদ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে
	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (আউটসোর্সিং)	৩	৩	০	-
৪.	মালী	১	১	০	-
	মালী (আউটসোর্সিং)	১	১	০	-
	সর্বমোট	(১৪৩+আউটসোর্সিং-২৪) = ১৬৭	(৯৯+আউটসোর্সিং-২৪) = ১২৩	৪৪	-

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ভবন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
www.bpsc.gov.bd